উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৫,২৭৩.৪৫ (+১২০৫.০০)

নিফটি : ২৩,৩০৬.৪৫ (+৩৯৪.০৫)

বাদ পড়তে পারে ৮৭ লক্ষ নাম ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩১° / ১৯°	৩২° / ১৯°	৩১° / ২০°	২৭° / ১৮°
সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন

চা শ্রমিকদের বঞ্চিত করেছেন মমতা ৭

প্রকৃতির গুপ্তধনের খোঁজে অচেনা ঠিকানায়

চলো যাই

শিলিগুড়ি ১১ চৈত্র ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 26 March 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 305

নারীরাই ঢাল

তিনি এলেন, দেখলেন, প্রচার সারলেন। বক্তব্য রাখলেন ঠিকই, কিন্তু চোখেমুখে কোথাও যেন একটা উদ্বেগ স্পষ্ট। নির্বাচনি প্রচারের শুরুতে একেবারে অন্য রূপে দেখা গেল তৃণমূলের সর্বময় নেত্রীকে। জয় নিশ্চিত করতে তাঁর ভরসার কাঁধ মহিলারাই।

রাজ্যটাকেই তুলে দিতে চায় ওরা, বিস্ফোরক মমতা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২৫ মার্চ : অন্নপূর্ণাপুজোর লগ্নে উত্তরবঙ্গের মাটি থেকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের দামামা বাজিয়ে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রচারের একেবারে শুরুতেই তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ, 'বিহারের কয়েকটি জেলা এবং উত্তরবঙ্গকে নিয়ে আলাদা রাজ্য করতে চেয়েছিল বিজেপি। কোনও ভাগাভাগি হবে না। এসব চক্রান্তে কেউ পা দেবেন না।' বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলে তৃণমূল নেত্রী জানিয়ে দিলেন, বাংলাভাগের কোনও চক্রান্ত তিনি জীবন থাকতে কিছুতেই সফল হতে দেবেন না।

এদিন উত্তরবঙ্গে তিনটি জনসভাতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিজেপি তো বাংলা রাজ্যটাই তুলে দিতে চায়। ওরা অনেক গভীর পরিকল্পনা করছে আড়ালে বসে। আপনাদের বিহারের সঙ্গে নিয়ে যাবে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোকে আমি রুখে দিয়েছি। কয়েকদিন আগে এই চক্রান্তের কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় বেরিয়ে গিয়েছিল। সেই দিনই আমি এর বিরুদ্ধে প্রবল গর্জন করেছিলাম বলে ওরা আপাতত পিছু হটেছে। মন্তব্য প্রত্যাহার করেছে। কিন্তু মনে রাখবেন, কোনও ভাগাভাগি এই বাংলায় হবে না। এসব উসকানিমূলক

ময়নাগুড়িতে তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে ভোট প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চক্রান্তের ফাঁদে কেউ পা দেবেন না।

এদিন দুপুরে ময়নাগুড়ি টাউন ক্লাব ময়দানে প্রথম সভা করে রাজ্যে নিজের ভোট প্রচারের সূচনা করেন মমতা। এরপর তিনি যান ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির জাবরাভিটা হাইস্কুলের মাঠে এবং তাঁর দিনের শেষ সভাটি অনুষ্ঠিত হয় নকশালবাড়ির নন্দপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠে। তিনটি সভাতেই উপচে পড়া ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রতিটি সভাতেই মুখ্যমন্ত্রীর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল কেন্দ্রের শাসকদল, নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। তীব্র ক্ষোভের সুরে তিনি বলেন, 'বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন মিলে ষড়যন্ত্র করে আমার সব কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু ওরা জানে না আমার কাছে বাংলার সাধারণ মানুষ আছে।

এরপর দশের পাতায়

মমতা উবাচ

এসআইআর করে রাজবংশীদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। মৃত্যুর দায় কে নেবে?

বিজেপি হিংসুটে দল। মা-বোনেদের নাম কেটে দিচ্ছে। কোনও মহিলা বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছেন, পদবি বদলেছে, ঠিকানা বদলেছে- তাঁর নাম বাদ।

বিজেপি আমার সব আধিকারিককে সরিয়ে নিজের লোক ঢুকিয়েছে। যাতে টাকা, ড্রাগস, অস্ত্র ঢোকাতে পারে। মনে রাখবেন, আমার কাছেও তথ্যপ্রমাণ আছে।

কেন্দ্রীয় বাহিনী ভোটের সময় বিজেপির পোলিং এজেন্ট হয়ে গেলে, আমাদের মা-বোনেরা আছেন, তাঁরা দেখে নেবেন।

পেট্রোলের দাম বাড়ছে। কিন্তু এখন আমার কিছু করার নেই। আমার থেকে সব কেড়ে নিয়েছে। তবে আমার কাছে মানুষ আছে।

গ্যাস বেলুনের গ্যাস বেরিয়ে গিয়েছে। মানুষ খেতে পাবে না। আবার পুরোনো দিনে ফিরে যেতে হবে।

'বাহিনীকে বুঝে নেবেন মা-বোনেরা'

বাংলার রায়

নিতাই সাহা ও অভিরূপ দে

নকশালবাড়ি ও ময়নাগুড়ি, ২৫ মার্চ : ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে মহিলা ভোটাররাই তৃণমূল কংগ্রেসের তুরুপের তাস হতে চলেছেন। বিজেপিকে রুখতে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসন্ন ভোট বৈতরণির বৈঠা মহিলাদের হাতে তুলে দিয়ে কার্যত সেই বার্তাই স্পষ্ট করে দিলেন। বুধবার নকশালবাড়িতে নন্দপ্রসাদ গার্লস হাইস্কুল ময়দানে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির দলীয় প্রার্থী শংকর মালাকারের সমর্থনে নির্বাচনি প্রচারে গিয়ে মমতা বলেন, 'ছাপ্পা রুখতে ভোটের দিন মা ও বোনেদের পাহারা দিতে হবে। কেউ ভয় দেখাতে এলে ঘরে যা আছে তা নিয়েই বের হবেন।' পাশাপাশি তিনি ছাত্র ও তরুণদের উদ্দেশ্য করেও ভোটের দিন বুথ পাহারা দেওয়ার নিদান দিয়েছেন।

রাজ্যে ক্ষমতা দখলের পর থেকেই তৃণমূল সুপ্রিমো মহিলা ভোটব্যাংক কুক্ষিগত করতে একপ্রকার মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। তবে এবারের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁর শরীরী ভাষা কিছুটা ভিন্ন। তিনি এলেন, প্রচার করলেন, ফিরে গেলেন। বক্তব্য রাখলেন ঠিকই, কিন্তু সেই চেনা মেজাজটা যেন উধাও। চোয়ালখানা শক্ত, চোখেমুখে চেনা হাসিটা নেই। যেন ভেতর থেকে খানিকটা বিধ্বস্ত। উত্তরে নির্বাচনি প্রচারের শুরুতে এমনভাবেই ধরা দিলেন তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরনে চেনা সাদা শাড়ি, গলায় জড়ানো ঘিয়ে-সবুজ উত্তরীয় আর চোখে কালো ফ্রেমের চশমা পরে দু'হাত জোড় করে নমস্কার করার ভঙ্গিতেও যেন সেই ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। তবে শারীরিক ক্লান্তি থাকলেও রাজনৈতিক রণকৌশলে তিনি যে একবিন্দুও জমি ছাড়তে নারাজ, তা তাঁর বক্তব্যেই পরিষ্কার।

নারীশক্তিকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যেই ২০১১ সালের পর থেকে মহিলাদের আত্মনির্ভর করে তুলতে একের পর এক জনমুখী প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে। সেই তালিকায় থাকা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ইতিমধ্যে যথেষ্টই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। অন্যদিকে, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী সহ একাধিক প্রকল্পও গ্রামবাংলার জনজীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে মূলত

এরপর দশের পাতায়

দিদির প্রচারের দিনে 'বেপাত্তা' পদ্ম, গুঞ্জন

আশিঘর মোড়ে বিজেপির পার্টি অফিস উদ্বোধনে শিখা চট্টোপাধ্যায়।

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : ঘরের মাঠে খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাইভোল্টেজ প্রচার। বুধবার শিলিগুড়ির ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা এলাকায় জোড়া জনসভা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। আর শাসক শিবিরের মেগা সভার দিনেই যেন লড়াইয়ের ময়দান থেকে কার্যত বেমালুম উধাও রইলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায় এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির আনন্দময় বর্মন। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ির রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর। তৃণমূলের দাবি, দিদির সভার দাপটে এদিন বিজেপি প্রার্থীরা বেরোনোর সাহসই পাননি। অন্যদিকে বিজেপির পালটা দাবি, কুৎসা করে লাভ নেই, সভার ভিড় দিয়ে নয়- নীরবেই কাজ করছে পদ্ম শিবির।

তৃণমূল শিবিরের তোপ, বুধবার প্রচারের ময়দানেই দেখা যায়নি দুই বিজেপি প্রার্থীকে। শিখা চট্টোপাধ্যায় ব্যক্তিগত কাজে কলকাতায় গিয়েছিলেন, ফিরেছেন দুপুরে। রাতের দিকে শুধু একটি দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন করেছেন। অন্যদিকে আনন্দময় বর্মনকেও দুপুরের পর, অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর সভা শেষের পর নির্বাচনি অফিসের ফিতে কাটতে দেখা গিয়েছে। ডাবগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মা খোঁচা দিয়ে বলেন, 'মানুষ তো মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় গিয়েছিলেন। ফলে এলাকায় মানুষের অভাব ছিল। প্রচারে গিয়ে তো বিরোধীরা কাউকে পাবেন না। সেজন্যই হয়তো সেভাবে প্রচারে বের হননি।' একই সুরে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির তৃণমূল প্রার্থী শংকর মালাকার বলেন, 'বিজেপি প্রার্থী প্রচারে বের হলে ক্ষোভের মুখে পড়ার ভয় পাচ্ছেন। সেজন্যই প্রচারে নামেননি।'

যদিও বিরোধীদের এই দাবিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন দুই বিজেপি প্রার্থীই। আনন্দময়ের দাবি, বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত জোরকদমে প্রচার চলেছে। তাঁর কথায়, 'হাতেগোনা লোক নিয়ে

এরপর দশের পাতায়

- মুখ্যমন্ত্রীর জোড়া সভার দিনে শিলিগুড়ি সংলগ্ন দুই কেন্দ্রে বিজেপির প্রচার ছিল কার্যত লক্ষ্যহীন, দাবি তৃণমূলের
- লোকদেখানো ভিড়ে বিশ্বাস নেই, জনসংযোগ সেরেছি নীরবে- দাবি বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় ও শিখার
- ডাবগ্রামে বিজেপি প্রার্থী বদল নিয়ে ছড়ানো হচ্ছে ভুয়ো খবর, পালটা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ শিখা চট্টোপাধ্যায়ের

ভোট আসে ভোট যায়, শীতঘুম কাটে না

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে গঙ্গারামপুর

ব্যস্ততাহীন সিপিএম পার্টি অফিসে ঘুমে বিভোর এক কর্মী।

ভোটের অঙ্ক

পঙ্কজ মহন্ত ও রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ২৫ মার্চ : শহরের ব্যস্ততা আছে, রাজনীতি আছে। তবু গঙ্গারামপুর যেন এক অদ্ভুত ঘুমে আচ্ছন্ন। গোটা বিধানসভা কেন্দ্রের গায়ে লেগে আছে এক গভীর স্থবিরতা। কেউ এই ঘুম ভাঙাতে এগিয়ে আসেনি কখনও। না নেতা, না প্রশাসন, না সাধারণ মানুষ।

এই ছবিটাই স্পষ্ট হয় বাণগড়ে দাঁড়ালে। গঙ্গারামপুর বললেই যার নাম আসে, সেই ঐতিহাসিক ঢিপির সামনে বড় বোর্ড লাগিয়েছে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। কিন্তু বোর্ডই যেন প্রমাণ উদাসীনতার। ইংরেজিতে লেখা 'Excavation led by K.G. Goswami', আর বাংলায় তার হাস্যকর অনুবাদ—'কেজি দ্বারা পরিচালিত খনন গোস্বামী'। যেনতেনপ্রকারেণ দায় সেরে ফেলা কাজ। ঢিপির ওপর আড্ডায় মশগুল কলেজ পড়ুয়া সঞ্জয় হালদারের ক্ষোভ স্পষ্ট, 'এক বছর আগে বাণগড় ফোর্ট উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়ন প্রকল্প-এর বোর্ড ঝুলিয়েছিলেন বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায় ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বাস্তবে শুধু একটুখানি প্রাচীর হয়েছে। উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও নেই। আর পর্যটনের ব্যবস্থা করা তো দূর অস্ত।'

ঘুমের কথা হচ্ছিল না? সেই বাণগড়ের ঐতিহাসিক ঢিপি থেকে ফেরার পথে চোখে পড়ল তালাবন্ধ রবীন্দ্র ভবন। প্রায় হাজার আসনের সেই ভবন উদ্বোধনের পরেই কার্যত শীতঘুমে।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গ থেকেই প্রচার শুরু মোদির

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : বাংলা জয়ের লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গের মাটি থেকেই নির্বাচনি প্রচার শুরু করতে চান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর তার ঠিক আগে দিল্লিতে পাঠানো রিপোর্টে এ রাজ্যে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে দেওয়া হয়েছে সতর্কবার্তা।

বাংলার বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে যাচ্ছে। এই আবহে আগামী ৫ এপ্রিল রাজ্যে আসছেন মোদি। শোনা যাচ্ছে, আলিপুরদুয়ার থেকে তিনি এবারের নির্বাচনি প্রচার শুরু করতে চলেছেন।

দিল্লির রিপোর্টে বাংলায় সংগঠন নিয়ে সতর্কবার্তা

উত্তরবঙ্গ বরাবরই বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। সেই কারণে এবারও উত্তরবঙ্গকে 'গেটওয়ে টু বেঙ্গল পলিটিক্স' হিসেবে দেখছে গেরুয়া শিবির। আলিপুরদুয়ার থেকে মোদির প্রচার শুরু করা আসলে উত্তরবঙ্গের ভোটব্যাংককে আরও মজবুত করা এবং সেখান থেকে রাজনৈতিক সুর বেঁধে গোটা রাজ্যে প্রচারের আবহ তৈরি করার কৌশল বলে মনে করা হচ্ছে। বুধবার সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে বিজেপির সদ্য নির্বাচিত রাজ্যসভা সাংসদ রাহুল সিনহা বলেন, 'আগামী ৫ তারিখ আলিপুরদুয়ার থেকে প্রচার শুরু করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এরপরও বেশ কয়েকবার তিনি যাবেন বাংলায়। কারণ, প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি দলীয় কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করে।'

তবে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাংলা জয়ের স্বপ্ন

এরপর দশের পাতায়

বিধায়কের রিপোর্ট কার্ড

চারের পাতায়

পুড়িয়ে খুনের চেষ্টা স্ত্রী ও সন্তানদের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : নির্যাতনের অভিযোগে আগেই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বধূ। তার 'প্রতিশোধ' নিতে তিন সন্তান সহ স্ত্রীকে ঘরে ঢুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গণেশ ঘোষ কলোনি এলাকায়। স্ত্রী ও সন্তানরা যাতে কোনওভাবে পার না পায়, সেজন্য ঘরের ভেতরে থাকা কাপড়েও আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। তরুণী সহ শিশুদের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা এসে ওই চারজনকে রক্ষা করেন। পরবর্তীতে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

তরুণীর অভিযোগ, দিনের পর দিন তাঁর ওপর অত্যাচার চলত। তাই গত জানুয়ারি মাসে স্বামীর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন তিনি। তারপর থেকেই অভিযুক্ত স্বামী পলাতক ছিলেন। মঙ্গলবার হঠাৎ কোথা থেকে বাড়িতে আসেন তিনি। অতর্কিতে ওই তরুণী সহ সন্তানদের মেরে ফেলার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। তরুণীর দাবি, 'অভিযোগ দায়েরের পর থেকেই ও আমাকে প্রাণে মেরে ফেলার কথা বলে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। আগুন ধরানোর পর প্রতিবেশীরা চলে আসে।

এরপর দশের পাতায়

বসন্তের কপালে বর্ষার টিপ

দু'সপ্তাহ ধরে বৃষ্টিতে ভিজেছে পাহাড় থেকে সমতল। রাতেরবেলা কম্বল কিংবা লেপের ওম ছাড়া ঘুম আসা দায়, আর দিনেরবেলাতেও গায়ে চড়াতে হচ্ছে গরম জামা।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : মার্চের শেষে উত্তরবঙ্গের আকাশ গনগনে তামাটে রং ধারণ করে, ডুয়ার্সের চা বাগান থেকে শিলিগুড়ির পিচঢালা রাজপথ এইসময় তাপপ্রবাহে খাঁখাঁ করার কথা, কিন্তু প্রকৃতির এক আশ্চর্য এবং অভূতপূর্ব খামখেয়ালিপনায় উত্তরের জনপদ শিউরে উঠছে এক নাম না জানা হিমের পরশে। ক্যালেন্ডারের পাতায় চৈত্র তার যাত্রা শুরু করলেও আলিপুরদুয়ার থেকে কোচবিহার কিংবা জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি, সর্বত্রই যেন দীর্ঘায়িত শীতের অবশেষ থমকে আছে।

গত প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে কখনও অঝোর ধারায়, কখনও বা ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজেছে পাহাড় থেকে সমতল। রাতেরবেলা কম্বল কিংবা লেপের ওম ছাড়া ঘুম আসা দায়, আর দিনেরবেলাতেও কখনো-কখনো গায়ে চড়াতে হচ্ছে হালকা সোয়েটার বা চাদর। প্রবীণ মানুষেরা স্মৃতির সিন্দুক হাতড়েও গত কয়েক দশকে এমন মার্চ মাসের দেখা পাননি, যেখানে বসন্তের দখিনা বাতাসের বদলে বর্ষার অবিরাম বারিধারা আর পৌষের সেই শিরশিরানি ঠান্ডার সংমিশ্রণ ঘটেছে। বুধবার সকালে শিলিগুড়িতে রোদের তাপ ছিল গত কয়েকদিনের তুলনায় একটু বেশি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

গরম জামা গায়ে চাপিয়ে চায়ের দোকানে উষ্ণতার খোঁজ। ছবি : সূত্রধর

উড়ালপুলের নীচের বাজারে চাদর গায়ে সবজি বিক্রি করছিলেন হলদিবাড়ির দেওয়ানগঞ্জের কৃষক সুব্রত বর্মন। বেগুন পাল্লায় তুলতে তুলতে বললেন, 'মঙ্গলবার ভোরে এসেছি। তখন তো শীতকালের মতোই ঠান্ডা ছিল।'

আবহাওয়া দপ্তরের পরিসংখ্যান বলছে, গত পাঁচ বছরে এই সময় উত্তরবঙ্গের গড় তাপমাত্রা যেখানে ৩০ থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ঘোরাফেরা করত, সেখানে এবার তা একধাক্কায় নেমে এসেছে ২০ থেকে ২২ ডিগ্রির ঘরে। রাতে তাপমাত্রা আরও নামছে। বৃষ্টির খতিয়ানও চমকে দেওয়ার মতো, যেখানে মার্চ মাসে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে ২০ থেকে ৩০ মিলিমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে,

এরপর দশের পাতায়

খাদ্য সুরক্ষায় জোর ডক্টরস চয়েসের

নিউজ ব্যুরো

২৫ মার্চ : স্ট্রিট ফুড মানেই ভোজনরসিকদের কাছে জিভে জল আনা আবেগ! কিন্তু রাস্তার ধারের মুখরোচক খাবার কতটা স্বাস্থ্যকর, তা নিয়ে সবসময়ই একটা খটকা থাকে। শহরবাসীর এই স্বাস্থ্য উদ্বেগ দূর করতে এবং স্ট্রিট ফুডের মান বাড়াতে ময়দানে নামল জনপ্রিয় ভোজ্য তেলের ব্র্যান্ড 'ডক্টরস চয়েস'।

ভারত চেম্বার অফ কমার্সের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কলকাতার স্ট্রিট ফুড বিক্রেতাদের জন্য 'খাদ্য সুরক্ষা ও পরিচ্ছন্নতা' কর্মসূচির সূচনা করল ডক্টরস চয়েস। জানানো হয়েছে, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল, রাস্তার খাবার তৈরির ক্ষেত্রে গুণগত মান বজায় রাখা, স্বাস্থ্যকর ভোজ্য তেলের ব্যবহার এবং পরিচ্ছন্নতার ন্যূনতম নিয়মকানুন মেনে চলার বিষয়ে বিক্রেতাদের সরাসরি সচেতন করা। এর ফলে, সাধারণ মানুষ আরও নিশ্চিন্তে স্ট্রিট ফুড উপভোগ করতে পারবেন। পাশাপাশি এই সময়োপযোগী এবং ব্যতিক্রমী উদ্যোগ শহরের খাদ্য-সংস্কৃতিতে এক বড়সড়ো ইতিবাচক বদল আনবে।

উচ্চশিক্ষার নয়া ক্যাম্পাস

নিউজ ব্যুরো

২৫ মার্চ : উচ্চশিক্ষার মানচিত্রে যুক্ত হল এক নতুন মাইলফলক। দ্য ভবানীপুর গুজরাটি এডুকেশন সোসাইটি এবং এনএসএইচএম নলেজ ক্যাম্পাসের যৌথ উদ্যোগে মঙ্গলবার কলকাতা শহরে পথ চলা শুরু করল 'ভবানীপুর গ্লোবাল ক্যাম্পাস'। ৯০ বছরের বেশি সময় ধরে এই দুই স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত শিক্ষাদানের ঐতিহ্যকে পাথেয় করে এই নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

ন্যাক 'এ+' গ্রেডপ্রাপ্ত এবং ম্যাকাউট অনুমোদিত এই স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে মূলত আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, ফার্মেসি, অ্যালায়েড হেলথ, অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং থেকে শুরু করে মিডিয়া, ডিজাইন এবং হসপিটালিটির মতো বিষয়ে আন্ডার-গ্র্যাজুয়েশন ও পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন করার সুযোগ থাকছে এখানে। ভবানীপুর গুজরাটি এডুকেশন সোসাইটির সিনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট মিরাজ ডি শাহ বলেন, 'ভারতীয় মূল্যবোধের সঙ্গে আন্তর্জাতিক দক্ষতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে পড়ুয়াদের আগামীদিনের লিডার হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।'

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে

ভারতীয় রেলওয়ে
"সর্বজনীন বিজ্ঞপ্তি"

রেলওয়ে লাইনের এবং পরিসরের সকল ব্যবহারকারীদের জানানো যাচ্ছে যে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নিচে উল্লেখিত অংশের সম্পূর্ণ করা অংশে ২৫,০০০ ভোল্ট, ৫০ হার্টজ, এ.সি. ওভারহেড ট্র্যাকশন তার চালু করা হবে। উক্ত অংশের জন্য নির্ধারিত তারিখ থেকে বা তারপরে, ওভারহেড ট্র্যাকশন লাইনকে সর্বদা সচল (লাইভ) ধরা হবে এবং কোনো অননুমোদিত ব্যক্তি উক্ত ওভারহেড লাইনের কাছে যেতে বা সেখানে কাজ করতে পারবেন না।

ক্রমিক নম্বর	অংশ	সিভক থেকে কিলোমিটার/চেইনেজ		বিদ্যুতায়ন তারিখ
		থেকে	পর্যন্ত	
1.	সিভোক (সহ)-রিয়াং (সহ) এর মধ্যে সকল লাইন এবং সিভোক এসএসপি টি1-পি1 (চেইন নং 00/311), সিভোক এসপি টি2-পি1 (চেইন নং 04/863) ও রিয়াং এসএসপি টি5-পি1 (চেইন নং 11/574) এ।	00/00	15/150.00	31.03.2026

স্বাক্ষরিত /-
এর জন্য এবং পক্ষ থেকে
পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে
অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বিদ্যুৎ)/ ইরকন/ সিভোক–রংপো রেল প্রকল্প

আন্তর্জাতিক ফুটবল মঞ্চে নতুন স্বপ্নের উড়ান

গোলকিপার মোহনের ব্রাজিলে পাড়ি

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ২৫ মার্চ : পারপতিরাম এলাকার ১১ বছরের কিশোর মোহন ঘোষ বুধবার রওনা দিল ব্রাজিলের উদ্দেশ্যে। শুরু হল তার জীবনের এক ঐতিহাসিক অধ্যায়। পতিরাম উচ্চবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির এই ছাত্রটি আন্তর্জাতিক অনূর্ধ্ব-১২ 'গো কাপ' ফুটবল টুর্নামেন্টে গোলকিপার হিসেবে অংশ নিতে চলেছে আন্ধেরি ফুটবল অ্যাকাডেমির হয়ে।

কয়েক মাস আগে বালুরঘাট টাউন ক্লাব মাঠে সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের উদ্যোগে আয়োজিত ফুটবল ট্রায়াল থেকে নির্বাচিত হয় মোহন। আন্তর্জাতিক কোচ মলয় সেনগুপ্তর নজরে পড়ে তার প্রতিভা। কয়েকদিন আগেই সম্পূর্ণ হয়েছে তার রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া।

ব্রাজিলের গোইয়ানিয়া শহরে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে পিএসজি, এসি মিলান, ভাস্কো দা গামার মতো বিশ্বখ্যাত ক্লাবগুলির অনূর্ধ্ব-১২ দল অংশ নেবে। সেই মঞ্চেই নিজের দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পাবে মোহন। অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের সন্তান মোহনের বাবা শিলিগুড়ির একটি হোটেলে কাজ করেন। আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তার ফুটবলের প্রতি অদম্য আগ্রহ ও কঠোর পরিশ্রমই তাকে এনে দিয়েছে এই বিরল সুযোগ। পিএইচএস ৯২ আকাদেমি ও কোচদের তত্ত্বাবধানে পারপতিরাম মাঠে তার ফুটবলের হাতেখড়ি। পরিবারের পাশাপাশি কোচ ও এলাকার মানুষদের সমর্থন তার পথ চলার শক্তি।

মোহনের এই সাফল্য শুধু তার ব্যক্তিগত নয়, গোটা দক্ষিণ দিনাজপুরের গর্ব। তার এই যাত্রা ভবিষ্যতে আরও বড় সাফল্যের দরজা খুলে দিক— এই কামনাই সকলের।

ফালাকাটায় অভিষেক

ফালাকাটা, ২৫ মার্চ : ১ এপ্রিল ফালাকাটার পাঁচ মাইলে গোপ্পু মেমোরিয়াল হাইস্কুলের মাঠে তৃণমূলের প্রার্থী সুভাষচন্দ্র রায়ের সমর্থনে জনসভা করতে আসছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এজন্য বুধবার পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে মাঠটি পরিদর্শন করা হয়।

অ্যাফিডেভিট

আমি, Rabin Baidya আমার পাসপোর্ট-এ মায়ের নাম ভুল থাকায় গত 24/03/26 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (মা) Uma Rani Baidya থেকে Usha Rani Baidya নামে পরিচিত হলো, উভয় একই ব্যক্তি। (C/121248)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৫৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৬০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৮৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৭৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৭৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে

ভারতীয় রেলওয়ে এসি ২৫
কেভি ট্র্যাকশনের প্রবর্তন "সড়ক ব্যবহারকারীদের জন্য সতর্কীকরণ"

সাধারণ জনগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত সেবক (অন্তর্ভুক্ত)–রিয়াং (অন্তর্ভুক্ত) শাখার সকল রেল লাইনে ২৫,০০০ ভোল্ট এসি বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন চালু করার পরিপ্রেক্ষিতে, সকল লেভেল ক্রসিংয়ে রাস্তার স্তর থেকে ৪.৭৮ মিটার পরিষ্কার উচ্চতার হাইট গেজ স্থাপন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো অতিরিক্ত উচ্চতার বোঝা যেন বিদ্যুতায়িত ট্র্যাকশন তারের সংস্পর্শে না আসে বা বিপজ্জনকভাবে নিকটবর্তী না হয়।

সাধারণ জনগণকে এ দ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে, যানবাহনে মাল বোঝাই করার সময় উপরোক্ত নির্ধারিত উচ্চতা মেনে চলতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে সড়ক যানবাহনে বহনকৃত বোঝা কোনো অবস্থাতেই হাইট গেজের নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন না করে।

অতিরিক্ত উচ্চতার বোঝা বহনের ফলে নিম্নলিখিত বিপদসমূহ হতে পারে:
(i) হাইট গেজ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা এবং এর ফলে সড়ক ও রেলপথে বাধা সৃষ্টি হওয়া।
(ii) বহনকৃত মালামাল, সরঞ্জাম অথবা যানবাহন নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি।
(iii) বিদ্যুৎ পরিবাহকের সংস্পর্শে আসা বা বিপজ্জনক নিকটবর্তী হওয়ার কারণে অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা ও প্রাণহানির ঝুঁকি।

ক্রমিক নম্বর	অংশ	সিভক থেকে কিলোমিটার/চেইনেজ		বিদ্যুতায়ন তারিখ
		থেকে	পর্যন্ত	
1.	সিভোক (সহ)-রিয়াং (সহ) এর মধ্যে সকল লাইন এবং সিভোক এসএসপি টি1-পি1 (চেইন নং 00/311), সিভোক এসপি টি2-পি1 (চেইন নং 04/863) ও রিয়াং এসএসপি টি5-পি1 (চেইন নং 11/574) এ।	00/00	15/150.00	31.03.2026

স্বাক্ষরিত /-
এর জন্য এবং পক্ষ থেকে
পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে
অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বিদ্যুৎ)/ ইরকন/ সিভোক–রংপো রেল প্রকল্প

মদনমোহনবাড়িতে বাসন্তীপুজো

কোচবিহার, ২৫ মার্চ : রাজ আমলের রীতি এবং পরম্পরা মেনে কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী মদনমোহনবাড়িতে বুধবার বাসন্তীপুজো শুরু হল। তবে মদনমোহনবাড়িতে দুর্গাপুজো কাঠামিয়া মন্দিরে জাঁকজমকভাবে হলেও বাসন্তীপুজোয় আনন্দময়ী এবং মা তারার ঘরে কেবলমাত্র ঘটপুজো হয়। রাজ আমল থেকেই মন্দিরে এই নিয়ম চলে আসছে। এই পুজো দেখতে এদিন মন্দিরে ভক্তের ঢল নেমেছিল।

এদিন আনন্দময়ী এবং মা তারার ঘরে পুজো করেন পুরোহিত খগপতি মিশ্র এবং অভিজিৎ চক্রবর্তী। আনন্দময়ীর ঘরে পুজো এবং ঘটপুজোর পর দুই জোড়া পায়রা বলি হয়। অন্যদিকে, মা তারার মন্দিরে তিন জোড়া পায়রা বলি দেওয়া হয়েছে। ডাঙ্গরআই এবং রাজমাতা মন্দিরেও বাসন্তীপুজো উপলক্ষ্যে এদিন বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। নবমী পর্যন্ত ওই দুই মন্দিরে বিশেষ পুজো হবে।

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, অষ্টমীতে মা তারার ঘরে মায়ের বিশেষ পুজোর পাশাপাশি বাসন্তীপুজো এবং মা কাত্যায়নী, অন্নপূর্ণা ও মা পদ্মাবতীর পুজো হবে। এদিনের পুজোয় চার জোড়া পায়রা বলির রীতি রয়েছে। এবারও সেই নিয়ম পালন করা হবে বলে জানানো হয়েছে। একইভাবে আনন্দময়ীর ঘরেও বিশেষ পুজোর পর দুই জোড়া পায়রা বলি হবে। নবমীতে আনন্দময়ী মন্দিরে বিশেষ পুজোর পর এক জোড়া পায়রা এবং পাঁঠাবলি দেওয়া হবে। সেদিন মা তারার ঘরে তিন জোড়া পায়রা বলি হবে। দশমীতে বিশেষ পুজোর শেষে ঘট বিসর্জন হবে।

West Bengal Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Development & Finance Corporation
(An Organization under the Government of West Bengal)
CF 217/A/1, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700064
Visit: westbcdcwb.org.in

SC ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ বিজ্ঞপ্তি

কোর্সের বিবরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	আসন সংখ্যা
[illegible]	১০ম শ্রেণি পাশ	১০০
[illegible]	১২শ শ্রেণি পাশ	৫০

অনলাইনে আবেদন শুরু আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারী ২০২৬ আবেদনের শেষ তারিখ ৩১শে মার্চ

প্রয়োজনীয় নথিপত্র :- আধার কার্ড, শিক্ষাগত যোগ্যতার মার্কশিট, কাস্ট সার্টিফিকেট আয় সার্টিফিকেট ও ছবি।

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট :-www.westbcdwb.org.in Contact.9064383445/9832006085

Implemented By: CGSSC Capital Goods & Skills Council
Ambari Falakata, Station Feder Road, Jalpaiguri -735135
NAI SOCH FOUNDATION

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) এতদ্বারা মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে রিটেল স্টোর, এটিএম এবং বিজ্ঞাপন-আরডিএন (নন-ডিজিটাল)-এর জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে প্রকাশিত হয়েছে।

মালদা ডিভিসনে রিটেল স্টোর
অকশন ক্যাটালগ নং.: মিস-স্ট্যাটিক-০৪

এসইকিউ নং. এঞ/১, লট নং.: এমএসএস-এমএলডিটি-জেএমপি-এসটিজিইএন-৮৪-২৬-২, স্টেশনঃ জামালপুর। এসইকিউ নং. এঞ/২, লট নং.: এমএসএস-এমএলডিটি-বিজিপি-এসটিজিইএন-৭৭-২৬-২, স্টেশনঃ ভাগলপুর। এসইকিউ নং. এঞ/৩, লট নং.: এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি-এসটিজিইএন-৮৫-২৬-২, স্টেশনঃ সুলতানগঞ্জ। এসইকিউ নং. এঞ/৪, লট নং.: এমএসএস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এসটিজিইএন-৭৯-২৬-২, স্টেশনঃ বারহারওয়া। এসইকিউ নং. এঞ/৫, লট নং.: এমএসএস-এমএলডিটি-এসবিজি-এসটিজিইএন-৭৮-২৬-২, স্টেশনঃ সাহেবগঞ্জ। অকশন শুরুর তারিখঃ ০৬.০৪.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিট।

মির্জা চৌকি রেলওয়ে স্টেশনে অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম)
অকশন ক্যাটালগ নং.: এটিএম-২০২৬-৪

এসইকিউ নং. এঞ/১, লট নং./ক্যাটেগরিঃ এটিএম-এমএলডিটি-এমজেডসি-জিইএন-৫০-২৬-১, স্টেশনঃ মির্জা চৌকি। অকশন শুরুর তারিখঃ ০৬.০৪.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিট।

ভাগলপুর রেলওয়ে স্টেশনে বিজ্ঞাপন-আরডিএন (নন-ডিজিটাল)
অকশন ক্যাটালগ নং.: এডিভিটি-মালদা-২৬০৪

এসইকিউ নং. এঞ/১, লট নং./ক্যাটেগরিঃ এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৪-২২-১, স্টেশনঃ ভাগলপুর। অকশন শুরুর তারিখঃ ০৬.০৪.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিট।

আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে সম্ভাব্য বিডদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-383/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অ্যাফিডেভিট

আমি Nisha Saha আমার জন্ম শংসাপত্রে মাতার নাম ভুল থাকায় গত 24/03/2026 তারিখে J.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে মাতা Shiuli Saha এবং Seuli Saha এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলেন। (C/120863)

•

আমি Bikash Goyel, আমার পিতা ও মাতার পদবি বিভিন্ন নথিতে Goyel ও Agarwala থাকায় গত 16.03.2026 তারিখে J.M. 1st Class কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে পিতা Sajan Kumar Agarwala এবং Sajan Goyel মাতা Sabita Agarwala এবং Sabita Goyel এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলেন। (C/120862)

•

আমি Dulal Barman আমার কন্যার জন্ম শংসাপত্রে পদবি ভুল থাকায় গত 13.02.2026 তারিখে J. M. 1st Class 3rd কোর্ট শিলিগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Dulal Barman ও Dulal Roy, স্ত্রী Jharna Roy Barman ও Jharna Roy এবং আমার কন্যা Deepsikha Barman ও Deepsikha Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/120864)

•

আমি Oli Pramanik আমার জন্ম শংসাপত্র রেজিস্ট্রেশন নং 484 তাং 16/01/1999 নাম ভুল থাকায় গত 24/3/2026 তারিখে চাঁচল অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, আমি Doli Pramanik থেকে Oli Pramanik এক ও অভিন্ন ব্যক্তি নামে পরিচিত হলো। (S/T)

কাটিহারে গ্রু পাসিং ট্রেনগুলোর কোচে জল সরবরাহ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ২২-ডব্লিউটি-কেআইআর-২৫-২৬, তারিখ : ২৩-০৩-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম : কাটিহার প্ল্যাটফর্মে ২ (দুই) বছরের জন্য থ্রু পাসিং ট্রেনের কোচগুলোতে জল সরবরাহ। টেন্ডার মূল্য : ৩,৭৮,৭৮,৩৮৮.৫১/- টাকা; টেন্ডার নথি মূল্য : ১০,০০০/- টাকা; বায়না মূল্য : ৩,৩৯,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৬-০৪-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সহ টেন্ডার নথি http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিএমই, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কর্মখালি

শিলিগুড়ির রেস্টুরেন্টে বাংলা রান্না, রুটি করা ও বাসন ধোয়া-মাজার জন্য লোক চাই। বেতন + থাকা-খাওয়া ফ্রি। (M) 9749570276. (C/121143)

অ্যাফিডেভিট

DL No. WB 7120110917627 তে নাম ভুল থাকায় গত 20/03/2026 তারিখে JM 1st Class কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে MRINMOY ROY এবং MRINMAY ROY এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। CR NO.- (120865)

•

আমি, (Old Name) Joydeb Mandal S/o Haripada Mandal ঠিকানা, 2No. ডাবগ্রাম, B.R Ambedkar Sarani, দক্ষিণ শান্তিনগর ওয়ার্ড নং- 36 S.M.C. থানা, ভক্তিনগর, জেলা, জলপাইগুড়ি পিন, 734004 W.B. নোটারি পাবলিক শিলিগুড়ি কোর্ট W.B/ দার্জিলিং-এর অ্যাফিডেভিট দ্বারা (New Name) Jaydeb Mandal নামে পরিচিত হলাম,/ অ্যাফিডেভিট No-98AB 570731তারিখ 24-03-26 (Old Name) Joydeb Mandal ও (New Name) Jaydeb Mandal একই ব্যক্তি। (C/121248)

•

আমার পুত্র Anirban Ghosh জন্ম শংসা পত্র রেজিঃ নং 717, তাং 19.2. 2003 আমার নাম Somita Ghosh-এর পরিবর্তে Sumita Ghosh ছাপা হয়েছে। আমার Pan কার্ড নং BYQPG 2304G আমার নাম Shomita Ghos (Somita Ghosh-এর পরিবর্তে) এবং আমার জন্ম তাং 22-3-1986-এর পরিবর্তে 05-05-1988 ছাপা হয়েছে। আমার আধার কার্ড নং 3973 3679 4621 আমার নাম Somita Ghosh-এর পরিবর্তে Shomita Ghos এবং জন্ম তাং 22.3. 1986-এর পরিবর্তে 5.5. 1988 ছাপা হয়েছে। আমার ভোটার কার্ড নং KRM 2658268 আমার নাম Somita Ghosh-এর পরিবর্তে Shomita Ghosh ছাপা হয়েছে। গত 24.03.26, C.J (Jr. Divn.) Addl. Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Somita Ghosh, Shomita Ghosh, Shomita Ghos, Sumita Ghosh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সর্বত্র আমার পুরো এবং শুভ নাম Somita Ghosh, আমার সঠিক জন্ম তাং 22.3.1986 এবং আমার বর্তমান ঠিকানা : Vill & P.O. Bhagni Part-I, P.S Dinhata, জেলা : কোচবিহার প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। (C/120635)

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বিজ্ঞপ্তি

ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট তথা মুনসিফ আদালত, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার মিস সাকশেসন কেস নং-১/২০২৫, শ্রীমতী বর্ণালী বসাক পোদ্দার.... প্রার্থী

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে শ্রীমতী বর্ণালী বসাক পোদ্দার স্বামী শ্রী নারায়ণ পোদ্দার, সাকিন-বাবুপাড়া, ওয়ার্ড নং-০৮, পোঃ ও থানা-তুফানগঞ্জ, জেলা-কোচবিহার ব্যক্তি মৃত স্বপন বসাক-এর যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি এবং তৎসহ বোনাসের উত্তরাধিকারী সাব্যস্তের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত ব্যাপারে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপরিউক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় মোকদ্দমার একতরফা শুনানি হইবে।

অনুমত্যানুসারে-
কৌশিক ভাদুড়ী, সেরিস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট তথা মুনসিফ
আদালত, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার

কাটিহার ডিভিশনে ইলেকট্রিক্যাল এবং টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল/২৯/১৬_২০২৬/কে/১৮৬৬, তারিখ: ১৯-০৩-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: ১৬_২০২৬; কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনে নিউ জলপাইগুড়িতে অফিসার্স রেস্ট হাউস কাঞ্চনজংঘা-এ ইলেকট্রিক্যাল এবং টেলিকম কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৫৭,৩৭,৮৯৪/- টাকা; বায়নার ধন: ১,১৪,৮০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১০-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

বাগি-ফোর সন্ধে ৭.৫৫ জি সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ রসগোল্লা, দুপুর ১২.৩০ শিব পার্বতী কথা চ্যাপ্টার ওয়ান, বিকেল ৩.৩০ শিব পার্বতী কথা চ্যাপ্টার টু, সন্ধে ৬.৩০ দেবী, রাত ১০.০০ অরুন্ধতী

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ হীরক জয়ন্তী, দুপুর ১.০০ সাথী, বিকেল ৪.০০ বিন্দাস, সন্ধে ৭.০০ কর্তব্য, রাত ১০.৩০ গল্প হলেও সত্যি

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ সৎ মা, বেলা ১১.৩০ পিতা মাতা সন্তান, দুপুর ২.০০ শত্রু মিত্র, বিকেল ৫.০০ রক্ত নদীর ধারা, রাত ৮.০০ মানুষ কেন বেইমান, ১০.৩০ তিনমূর্তি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ জননী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ দাদু নম্বর ওয়ান

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দালাল

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১৩ সূরয়া : দ্য সোলজার, দুপুর ২.১১ শাদি মে জরুর আনা, বিকেল ৪.৪০ ম্যায় প্রেম কি দিওয়ানি হুঁ, সন্ধে ৭.৩০ করণ অর্জুন, রাত ১০.৫৪ দবং-টু

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৫৭ রাজ, দুপুর ১.৫০ নসিব, বিকেল ৪.৫৪ আগ, সন্ধে ৭.৪৮ তকদিরওয়ালা, রাত ১১.২৩ আগ কা গোলা

স্টার গোল্ড : বেলা ১১.৫১ সানি সংস্কারি কি তুলসী কুমারী, দুপুর ২.৩০ সুলতান, বিকেল ৫.২০ দমদার খিলাড়ি-টু, সন্ধে ৭.৫০ রাবণ বধ, রাত ১০.৫০ আখিয়োঁ সে গোলি মারে

জি সিনেমা : বেলা ১১.১৫ খট্টা মিঠা, দুপুর ২.১৯ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, বিকেল ৫.১৫ অখণ্ড, সন্ধে ৭.৫৫ বাগি-ফোর, রাত ১০.৫৫ দবং

সানি সংস্কারি কি তুলসী কুমারী
বেলা ১১.৫১ স্টার গোল্ড

বিন্দাস বিকেল ৪.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

মাসাইমারা : আফ্রিকান ওয়াইল্ড লাইফ স্টোরিজ
বিকেল ৩.২২ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজের সিদ্ধান্ত নিতে গেলে আজ বেগ পেতে হতে পারে। বন্ধুর পরামর্শে ব্যবসার অচলাবস্থা কাটবে। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে কোনও এক সহকর্মীর বিরোধিতায় কাজের পরিবেশ নষ্ট হতে পারে। অন্যকে সাহায্য করতে গিয়ে নিজের ক্ষতি হতে পারে। মিথুন : দীর্ঘদিন ধরে চলা কোনও আইনি বিষয়ে আজ নিষ্পত্তি হতে পারে। পথেঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। কর্কট : বাড়ির কোনও সমস্যার সমাধান আজ হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে কোনও সহকর্মীর দ্বারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। আজ বাইরের খাবারদাবার এড়িয়ে চলুন। কন্যা : কোনও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। সামাজিক কাজে আমন্ত্রিত হয়ে সম্মানিত হবেন। তুলা : লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। একাধিক উপায়ে আয়ের পথ খুলে যাবে। কাউকে যেচে পরামর্শ দিতে যাবেন না। বৃশ্চিক : লেখাপড়ায় উন্নতি হবে। কর্মক্ষেত্রে কর্তাব্যক্তির দ্বারা প্রশংসিত হবেন। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে লাভবান হবেন। ধনু : ব্যবসার ক্ষেত্র নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনায় লাভবান হবেন। বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলোচনায় সমস্যা মিটবে। মকর : জমি, বাড়ি কেনাবেচায় লাভবান হবেন। বাড়ির কোনও সমস্যা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করবেন না। কুম্ভ : কর্মপ্রার্থীরা নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। পড়াশোনায় প্রত্যাশামতো সাফল্য পাবেন। প্রেমে শুভ। মীন : বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্ন আজ সফল হবে। সন্তানের কাজে গর্বিত হবেন। যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১১ চৈত্র ১৪৩২, ভাঃ ৫ চৈত্র, ২৬ মার্চ ২০২৬, ১১ চ'ত, সংবৎ ৮ চৈত্র সুদি, ৬ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।৪১, অঃ ৫।৪৬। বৃহস্পতিবার, অষ্টমী দিবা ২।৩০। আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ৬।৫৬। সৌভাগ্যযোগ প্রাতঃ ৫।৫৭ পরে শোভনযোগ রাত্রি ৩।১। ববকরণ দিবা ২।৩০ গতে বালবকরণ রাত্রি ১।২৬ গতে কৌলবকরণ। জন্মে – মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ৬।৫৬ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে – দোষ নাই, রাত্রি ৬।৫৬ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী – ঈশানে, দিবা ২।৩০ গতে পূর্ব্বে। কালবেলাদি ২।৪৫ গতে ৫।৪৬ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪৩ গতে ১।১৩ মধ্যে। যাত্রা – নাই, রাত্রি ৬।৫৬ গতে যাত্রা শুভ দক্ষিণে। শুভকর্ম – দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং নবমীর সপিণ্ডন। শ্রীশ্রীলক্ষীপূজা (তিথিদোষ)। শ্রীশ্রীবাসন্তী দুর্গাদেবীর অষ্টমীবিহিত পূজা এবং কেবল অষ্টমীকল্পে পূজা প্রশস্তা। দিবা ২।৬ গতে ২।৫৪ মধ্যে সন্ধিপূজা। দিবা ২।৬ গতে সন্ধিপূজারম্ভ। দিবা ২।৫৪ মধ্যে সন্ধিপূজা সমাপণ। পূর্ব্বাহ্ন মধ্যে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা। দিবা ২।৩০ মধ্যে অক্ষয়া স্নানদানাদি। অশোকাষ্টমী। মাহেন্দ্রযোগ – দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।২২ গতে ১২।৫২ মধ্যে। অমৃতযোগ – রাত্রি ১২।৪৬ গতে ৩।৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে বুধবার শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি মিলিয়ে তিনটি সভা করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে ভোট প্রচারের শুরুতেই জুড়ে গেল বিতর্ক। শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন জাবরাভিটা হাইস্কুল মাঠে মমতার সভায় তেমন স্বতঃস্ফূর্ততা নজরে পড়ল না। সিংহভাগ মানুষ এসেছিলেন হেলিকপ্টার দর্শনে। এদিকে, নকশালবাড়ির সভায় একদিকে যেমন আদিবাসী সমাজের জনপ্রতিনিধিদের মঞ্চে ঠাঁই হল না, ঠিক একইভাবে সভার জেরে নন্দপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ে অঘোষিত 'ছুটি' থাকল।

সভার জেরে স্কুলে অঘোষিত 'ছুটি'

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৫ মার্চ : মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির দলীয় প্রার্থী শংকর মালাকারের সমর্থনে বুধবার নকশালবাড়ি নন্দপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠে সভা করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাকে কেন্দ্র করে এদিন সকাল থেকেই মাঠের চারপাশে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ভিড় জমেছিল। বাজছিল মাইক, জিজে। স্কুলের ছাদে ঘুরছিল পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়াররা। আর সেকারণেই অঘোষিত 'ছুটি' থাকল স্কুল। প্রায় সব ক্লাসরুমের দরজা-জানলা বন্ধ থাকল সারাদিন। মমতা আসার আগেই স্কুল ছাড়লেন কয়েকজন শিক্ষিকাও।

এদিন, বিকাল ৪টায় মমতার সভাস্থলে আসার কথা থাকলেও, বেলা আড়াইটা নাগাদ তাঁর হেলিকপ্টার মাঠে নামে। ২টো ৪০ নাগাদ সভামঞ্চে পৌঁছে যান তৃণমূল সুপ্রিমো। এদিকে, ততক্ষণে মাঠজুড়ে কর্মী-সমর্থকদের ভিড় জমে গিয়েছে। দুপুর ১২টা থেকেই মঞ্চ থেকে ভাষণ দেওয়া শুরু করেন অন্য নেতারা। ফলে বন্ধ থাকে স্কুলের পঠনপাঠন। যদিও পঠনপাঠন বন্ধের বিষয়টি মানতে নারাজ স্কুল কর্তৃপক্ষ।

স্কুলের টিচার ইনচার্জ কেকা রায়ের দাবি, 'স্কুল খোলা ছিল। তবে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম ছিল। মিড-ডে মিল দেওয়া হয়েছে। কোনও সমস্যা হয়নি। কোনও শিক্ষিকা ব্যক্তিগত কারণে হয়তো আগে বেরিয়ে গেল সেটা আমার জানা নেই।'

বিষয়টি নিয়ে স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি তথা নকশালবাড়ি সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) চিরঞ্জিত ঘোষকে এদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা থেকে সাতটা পর্যন্ত একাধিকবার ফোন করা হলেও, তিনি বারে বারে ফোন কেটে দেন।

- বুধবার নকশালবাড়ি নন্দপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠে সভা করেন তৃণমূল নেত্রী
- এদিন সকাল থেকেই মাঠের চারপাশে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ভিড় জমেছিল
- আর সেকারণেই অঘোষিত 'ছুটি' থাকল স্কুল

স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী মেহেবিশ খাতুন এদিন স্কুলে এলেও, বাড়ি ফিরে যায়। সে বলল, 'স্কুলের রাস্তায় এত ভিড়, মাইকের শব্দ দেখে আমি আর ভিতরে ঢুকিনি। আমার জানা ছিল না যে আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসবেন। স্কুল থেকেও কিছু বলেনি।' আরেক পড়ুয়া সীমা খাতুন জানাল, স্কুল বন্ধের বিষয়ে ম্যাডামরা কিছুই বলেননি। তবে এত ভিড় ও কোলাহল, মাইকের শব্দ শুনে আর স্কুল যাইনি।

মহম্মদ জাহেদুল নামে এক অভিভাবকের কথায়, 'আমার মেয়েও নবম শ্রেণিতে পড়ে। সভায় প্রচুর লোকের ভিড় হবে তাই এদিন মেয়েকে স্কুলে পাঠাইনি।'

মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির তৃণমূল প্রার্থী শংকরের বক্তব্য, 'গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রচারের জন্য জায়গা দিতে হয়। তবে এ কারণে স্কুলের পঠনপাঠনে কোনও ক্ষতি হয়ে থাকলে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে আমি পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।'

বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছেন এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন। তিনি বলেন, 'স্কুল চলাকালীন এই ধরনের সভার অনুমতি কীভাবে দেওয়া হল সেটা নির্বাচন কমিশনের দেখা দরকার। পাশেই আদিবাসী মাঠ ছিল সেখানে কেন সভা করা হল না। মুখ্যমন্ত্রী সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা বাংলার গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।'

জাবরাভিটা হাইস্কুল মাঠের সভায় মমতা। (নীচে) তৃণমূল নেত্রীর হেলিকপ্টার দেখতে ভিড়। বুধবার। ছবি : সূত্রধর ও রণজিৎ ঘোষ।

কপ্টার দেখার আগ্রহই বেশি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : তিনি এলেন, সভা করলেন, উন্নয়নের ফিরিস্তি বললেন। হাততালিও পড়ল। কিন্তু সভাস্থলে আসা মানুষজনের মধ্যে সেই স্বতঃস্ফূর্ততা চোখে পড়ল না। বুধবার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার জাবরাভিটায় তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় আসা মানুষজন সভা শেষে অনেকটাই নিস্তব্ধ, নীরবে বাড়ি ফিরলেন। মঞ্চে ভাষণ শোনার চেয়ে হেলিকপ্টার ওঠানামা দেখতেই এদিন মানুষ বেশি ভিড় জমিয়েছিলেন। এমনকি মমতা মঞ্চে ওঠার পরেই মাঠ না ভরায় বক্তব্য রাখার জন্য তিনি কিছুক্ষণ অপেক্ষাও করেন।

বক্তব্য শুরু হওয়ার পরপরই পিছনের দিকের লোকজন উঠতে শুরু করায় সেটা আটকাতে গেট বন্ধ করে দিতে হয়। তৃণমূলের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক সভাপতি দিলীপ রায় অবশ্য দাবি করেছেন, 'প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে প্রচুর মানুষ এদিনের সভায় এসেছেন। এটাই প্রমাণ করে যে বিজেপিকে সরাতে মানুষ রাস্তায় নেমে পড়েছেন।'

এদিন জাবরাভিটা হাইস্কুল ময়দানে জনসভা করেন মমতা। সভায় মহিলাদের উপস্থিতি অনেকটা বেশি থাকলেও, তাঁদের মধ্যে সেই স্বতঃস্ফূর্ততা সেভাবে চোখে পড়েনি। ঘড়ির কাঁটায় দুপুর ১টা ২০ মিনিট নাগাদ হেলিকপ্টার থেকে নেমে সভাস্থলে পৌঁছান মমতা। সেই সময়ও সভাস্থলে দর্শকাসনের পিছনের দিকে অনেকটাই খালি থাকতে দেখা যায়।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বলেন, 'আমি একটু তাড়াতাড়িই চলে এসেছি। রাস্তায় আরও বহু মানুষ আসছেন। তাই আমি একটু অপেক্ষা করছি।' মূলত মমতার ইচ্ছেতেই তারপর গৌতম দেব, রোমা রেশমি এক্কা এবং কাউন্সিলার মুন্না প্রসাদ বক্তব্য রাখেন।

এরপর বক্তব্য রাখেন মমতা। কিন্তু সেই সময়ও পিছন থেকে অল্প অল্প করে মানুষ উঠে যেতে শুরু করেন। যা দেখে কয়েকজন পুলিশকর্মী এগিয়ে গিয়ে সভাস্থলে যাতায়াতের গেট বন্ধ করে দেন। মমতার বক্তব্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথীর কথা উঠতেই উপস্থিত দর্শকরা হাততালি দিলেও, উৎসাহ, উচ্ছ্বাস সেভাবে দেখা যায়নি।

সভা শুরুর আগে বাইরে দাঁড়িয়ে হাতিয়াডাঙ্গার বাসিন্দা হরিপদ দাস বলছিলেন, 'ভাষণ শুনে কী হবে? ভোট যাকে দেওয়ার ঠিক দিয়ে দেব। হেলিকপ্টার নামবে, তাই দেখতে এসেছি।' মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এদিনের সভায় এসেছিলেন অম্বিকানগর এলাকার বাসিন্দা স্বপ্না মণ্ডল। তাঁর কথায়, 'কোনও পার্টি করি না। মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে এসেছিলাম। ভোট দেওয়ার সঙ্গে সভায় আসার কোনও সম্পর্ক নেই।'

সভার জেরে ফাঁকা থাকল নন্দপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়। বুধবার।

উপেক্ষিত আদিবাসী জনপ্রতিনিধিরা

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : আদিবাসী অধ্যুষিত মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনি জনসভার মঞ্চে ঠাঁই পেলেন না একাধিক আদিবাসী জনপ্রতিনিধি। প্রতিবাদে মঞ্চে উঠলেন না দলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র দার্জিলিং জেলার সভাপতি নির্জল দে। অন্যদিকে, মঞ্চে ঠাঁই না পেয়ে দার্জিলিং (সমতল) জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সুস্মিতা সেনগুপ্ত জনসভায় আসা মহিলাদের ভিড়ে বসে নেত্রীর বক্তব্য শুনলেন। আর ভোটের আগে এমন ঘটনায় ঘাসফুল শিবিরে অস্বস্তি বেড়েছে।

এদিনের সভায় হাতিঘিষা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ক্যাটরিন তামাং, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ বাদল ওরাওঁ, নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্তী কিরোকে মঞ্চে দেখা যায়নি। জয়ন্তী বলছেন, 'মঞ্চের পাশেই ছিলাম। তবে মঞ্চে উঠিনি।' মঞ্চে বিশিষ্টজনদের তালিকায় উপপ্রধানের নাম থাকলেও তাঁর নাম না থাকা প্রসঙ্গে জয়ন্তী কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

নির্জলের কথায়, 'আদিবাসীরাই আমাকে নেতা বানিয়েছেন। এদিনের সভায় আমাদের আদিবাসী প্রধানদের মঞ্চে তোলা হয়নি। তাই আমিও মঞ্চে উঠিনি।' এদিনের সভায় আদিবাসী জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্ব না দেওয়ায় কি ভোটে প্রভাব পড়বে? নির্জলের উত্তর, 'নির্বাচনে প্রভাব পড়লে তার দায়ভার সভাধিপতিকে নিতে হবে। তিনি দলকে মিসগাইড করেছেন।'

সভাধিপতির পালটা বক্তব্য, 'আদিবাসী নেতৃত্ব হিসেবে অজয় ওরাওঁ মঞ্চে ছিলেন। সব পঞ্চায়েত প্রধানকে মঞ্চে তোলা হয়নি। তবে, উপপ্রধান স্থানীয় অঞ্চল সভাপতি হিসেবে মঞ্চে ছিলেন।' তাঁর সংযোজন, 'নির্জল মিছিল নিয়ে আসতে দেরি করায় মঞ্চে উঠতে পারেননি।'

দলীয় নেতৃত্বের একাংশের দাবি, দলীয় কোন্দলের প্রভাব ভোটবাক্সে পড়তে পারে। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভায় দলের কোঅর্ডিনেটর অরুণ ঘোষ বলছেন, 'এসব ভিত্তিহীন অভিযোগ। দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে কিছু বলব না।'

বুধবার নকশালবাড়িতে নন্দপ্রসাদ গার্লস হাইস্কুল ময়দানে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির তৃণমূল প্রার্থী শংকর মালাকারের সমর্থনে নির্বাচনি সভা করেন মমতা। সভামঞ্চে মমতা একান্তে শিলিগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেবের সঙ্গে কিছু সময় কথা বলেন। সূত্রের খবর, দলনেত্রী গৌতমকে অন্য প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র খুঁটিয়ে দেখে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

এদিকে, এদিনের সভামঞ্চে নেতৃত্বর উপস্থিতি নিয়ে দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠেছে। সূত্রের খবর, মূল মঞ্চে প্রার্থীর পাশাপাশি আর কে কে উপস্থিত থাকবেন তা চূড়ান্ত করেছিলেন এই বিধানসভার কোঅর্ডিনেটর তথা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ। সেই তালিকায় সুস্মিতার নামও ছিল না। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ সহ মোট ২৭ জনের নাম এই তালিকায় ছিল। এমনকি জেলা কমিটির ৩০ জন সাধারণ সম্পাদকের একজন দুর্লভ চক্রবর্তীকে মঞ্চে বসানো হয়েছিল। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি দলের কাছে মহিলা জেলা সভানেত্রীর চেয়ে জেলা সাধারণ সম্পাদক, উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

অনেকেই বিষয়টি নিয়ে মহকুমা পরিষদের সভাধিপতির দিকেই আঙুল তুলেছেন। তাঁদের অভিযোগ, সভাধিপতি তাঁর কাছের লোকেদের জায়গা করে দিতেই সংগঠনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মুখকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। সভাধিপতি অবশ্য সেই অভিযোগ ভিত্তীহীন বলেই দাবি করেছেন।

সুস্মিতা বলেন, 'আমি মঞ্চ থেকে দূরে থাকতেই ভালোবাসি। সাধারণের মাঝে বসেছিলাম। সকলের সঙ্গে দেখা হল, কথা হল।' এরপরই তাঁর সংযোজন, 'দলের কথা দলের ভিতরে বলব।'

পার্কের বাইরে স্কুটার চুরি

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : পার্কের বাইরে স্কুটার রেখে ঘুরতে যাওয়াই কাল হল ফুলবাড়ির পুঁটিমারি রাঙ্গাপাড়ার বাসিন্দা অনীক রায়ের। ঘুরে এসে দেখলেন উধাও হয়ে গিয়েছে স্কুটারটি।

মঙ্গলবার বিকালে মহানন্দা ব্যারেজ পার্কে ঘুরতে গিয়েছিলেন অনীক। পার্কের বাইরে রেখে গিয়েছিলেন স্কুটারটি। কিন্তু ঘুরে এসে দেখেন স্কুটারটি নেই। ওই তরুণ সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের ফোন করে ঘটনাটি জানান। খবর পেয়ে সেখানে আসেন তরুণের কাকা শ্রীকান্ত রায়। তিনি পার্কের কর্মীদের কাছে সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে চান। ফুটেজে দেখা যায় দুজন কিশোর স্কুটারের লক ভেঙে, সেটি স্টার্ট করে চালিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এরপরই বিষয়টি নিয়ে ফাঁসিদেওয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

শ্রীকান্ত বলেন, 'যে দুজন স্কুটারটি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের বয়স বড়জোর ১৪ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে হবে। দেড় বছর আগে স্কুটারটি কেনা হয়েছিল। অভিযুক্তদের পেছনে বড় কোনও চক্র রয়েছে। না হলে এত কম বয়সের দুজন চুরি করে পালাতে পারত না।' পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

কর্মীসভা

চোপড়া, ২৫ মার্চ : চোপড়া ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের সোনাপুর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে বুধবার তিনমাইল এলাকায় একটি কর্মীসভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন দলীয় প্রার্থী হামিদুল রহমান সহ ব্লকের অন্য নেতৃত্ব। আসন্ন নির্বাচনকে মাথায় রেখে সংগঠনকে আরও মজবুত করতে এবং কর্মীদের সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করতেই এই সভার আয়োজন বলে জানা গিয়েছে। সভায় কর্মীদের বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামীদিনের কর্মসূচি নিয়েও আলোচনা হয়।

জলকাদায় নাজেহাল সর্বপল্লির বাসিন্দারা

জনতার কণ্ঠ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : বৃষ্টি হলে দূর থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই ওটা রাস্তা নাকি চাষের জমি। রাস্তাটি খানাখন্দ ও গর্তে ভর্তি। বৃষ্টি হলেই তৈরি হয় জলকাদার সমস্যা। এমনই অবস্থা শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের সর্বপল্লি এলাকার একাধিক রাস্তার। রাস্তা সংস্কার করা না হলে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন এই এলাকার বাসিন্দারা। বুধবার রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ওই এলাকার ভগৎ সিং রোডে চলা নিকাশিনালার কাজ বন্ধ করে দেন স্থানীয়দের একাংশ। রাস্তার সমস্যা সমাধান না হলে বৃহস্পতিবারও নিকাশিনালার কাজ করতে দেবেন না বলে জানান তাঁরা।

এদিন ক্ষোভ উগরে দিয়ে মহিলারা জানান, বছরের পর বছর ধরে কাউন্সিলারের তরফে রাস্তা সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। রাস্তার এমন দশার জন্য নিত্যদিন চলাচলের ক্ষেত্রে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে স্থানীয়দের। তাই এদিন তাঁরা একত্রিত হয়ে রাস্তা দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন।

পরিস্থিতি এমন যে কোনও স্কুলের গাড়ি বা টোটো ওই রাস্তায় ঢুকতে চায় না। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শোভা সুব্বার কাছে একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েছেন স্থানীয়রা। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। শুধু রাস্তা নয়, এলাকায় রাস্তার নীচে থাকা পানীয় জলের পাইপও ফেটে গিয়েছে। ফলে এলাকাবাসী পরিস্রুত পানীয় জল পাচ্ছেন না। রাস্তার কাজ না হলেও নিকাশিনালার কাজ শুরু হওয়ায় রাস্তায় মাটি ও পাথর রাখা হয়েছে। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় বর্তমানে যখন-তখন বৃষ্টি হচ্ছে। সেক্ষেত্রে ওই মাটি ও পাথরের জন্য আরও সমস্যা হচ্ছে বলে জানান স্থানীয়রা।

রাস্তার বেহাল অবস্থা।

> ওই এলাকার রাস্তা ও নিকাশিনালা তৈরির জন্য পুরনিগমের তরফে প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
>
> **শোভা সুব্বা**
> *কাউন্সিলার, ৪২ নম্বর ওয়ার্ড*

সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শোভা সুব্বা বলেন, 'ওই এলাকার রাস্তা ও নিকাশিনালা তৈরির জন্য পুরনিগমের তরফে প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। নিকাশিনালা তৈরির কাজ শেষ হলে রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হবে। পাশাপাশি জলের পাইপের সমস্যাও দ্রুত সমাধান করা হবে। সেই কাজও শুরু হয়েছে।'

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বাম পুর বোর্ড থাকাকালীন রাস্তা তৈরি হয়েছিল তারপর থেকে আর কোনও কাজ হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা সুনন্দা চক্রবর্তী বলেন, 'সাত-আট বছর ধরে এলাকার বিভিন্ন রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল ও অফিস যাওয়ার জন্য এলাকাবাসীকে প্রতিনিয়ত এই রাস্তাগুলি ব্যবহার করতে হয়। রাস্তা মেরামত না হওয়ায় অল্প বৃষ্টি হলেই পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যায়।' বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও অভিযোগ জানিয়েছেন এলাকাবাসী। তাঁদের অভিযোগ, শিখা একদিনও এসে রাস্তার পরিস্থিতি দেখে যাননি। স্থানীয়রা কতটা সমস্যায় রয়েছেন, সেবিষয়ে কোনও খোঁজ নেননি।

চিতাবাঘের হানায় জখম ২

নাগরাকাটা, ২৫ মার্চ : বুধবার বামনডাঙ্গা চা বাগানে চিতাবাঘের হামলায় দুই তরুণ জখম হলেন। এদিন বিকেলে বামনডাঙ্গা চা বাগানের বিছ লাইনের বিকাশ ওরাওঁ ও অজিত মাহালি নামে দুই তরুণ ৩৪ নম্বর সেকশনে গোরু আনতে গিয়েছিলেন। সেসময় একটি চিতাবাঘ তাঁদের উপর অতর্কিতে হামলা চালায়। প্রথমে দুজনই মাটিতে পড়ে যান। এরপর চিতাবাঘটি তাঁদের পিঠে ও মুখে থাবা বসিয়ে দেয়। তাঁরা চিৎকার করতে শুরু করলে বুনোটি পালিয়ে যায়। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। খবর পেয়ে খুনিয়া রেঞ্জের বিট অফিসার দেবাশিস কর্মকার হাসপাতালে যান।

স্কুলে হাতির হানা

নাগরাকাটা, ২৫ মার্চ : হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নাগরাকাটার একটি স্কুল। ঘটনাটি খাসবস্তি নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। মঙ্গলবার গভীর রাতে স্কুল লাগোয়া জলঢাকার জঙ্গল থেকে একটি দলছুট হাতি এসে স্কুলের একটি শ্রেণিকক্ষ কার্যত গুঁড়িয়ে দিয়েছে। পড়ুয়াদের ডেস্ক, বেঞ্চ সহ একাধিক সামগ্রী নষ্ট হয়েছে। বুধবার ভোরে স্থানীয়রা স্কুলের এমন পরিস্থিতি দেখতে পান।

বৈঠক

চোপড়া, ২৫ মার্চ : বুধবার তৃণমূল কংগ্রেসের চোপড়া ব্লক কোর কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কোর কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধানসভা এলাকার নির্বাচনি কনভেনার তাহের আহমেদ বলেন, 'দলীয় প্রার্থী হামিদুল রহমান আগামী ২ এপ্রিল মনোনয়নপত্র জমা দেবেন। সেজন্য প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দলীয় কর্মসূচি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।'

নতুন চিঠি দেওয়ার নির্দেশ আদালতের

চিঠির 'বয়ান গেরোয়' স্বপ্না

জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ২৫ মার্চ : স্বপ্না বর্মনের চিঠির বয়ানে খুশি নয় রেল। যা বুধবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে রেলের তরফে জানান ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল সুদীপ্ত মজুমদার। যার প্রেক্ষিতে আদালত ফের স্বপ্নাকে বয়ান ঠিক করে চিঠি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ফলে স্বপ্নার রেলের চাকরি ছাড়া নিয়ে নতুন জটিলতা তৈরি হয়েছে। শেষপর্যন্ত তিনি রাজগঞ্জ কেন্দ্রে তৃণমূলের হয়ে লড়াই করতে পারবেন কি না, তা নিয়েও রয়েছে বড় প্রশ্ন। সমস্তকিছুই নির্ভর করছে রেলের সিদ্ধান্তের ওপর। কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল সুদীপ্ত মজুমদার বলেন, 'স্বপ্না বর্মন রেলকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তার বয়ান আদালতের আদেশ অনুযায়ী ছিল না। বিষয়টি আদালতের নজরে এনেছি। আদালত তাঁকে পুনরায় আদেশ মোতাবেক চিঠি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। উনি নতুন করে চিঠি দিলে এবং তার প্রেক্ষিতে রেল কী সিদ্ধান্ত নেয়, তা আদালতকে জানানো হবে।' স্বপ্নার আইনজীবী নিলয় চক্রবর্তী বলেন, 'আদালতের নির্দেশ মেনে আবার রেলকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। আমরা ই-মেল করেছি। একইসঙ্গে আমাদের লোক চিঠির হার্ডকপি নিয়ে রেলের আলিপুরদুয়ার দপ্তরে গিয়েছেন।' পরবর্তী শুনানি শুক্রবার। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং বলেন, 'এ বিষয়ে ডিসিপ্লিনারি অথরিটির উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা। তারা কী ব্যবস্থা নিয়েছে, তা জানা নেই।'

রেলের নিয়ম অনুযায়ী কেউ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে তাঁকে চাকরি ছাড়ার কথা জানাতে হয় অন্তত তিন মাস আগে। কিন্তু রাজগঞ্জ কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী স্বপ্না ১৬ মার্চ রেলকে ইস্তফাপত্র পাঠান। কিন্তু রেল ইস্তফা গ্রহণ করেনি। বরং রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ায় স্বপ্নার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেয় রেল। রেল যেহেতু তাঁর ইস্তফা গ্রহণ করেনি, তাই স্বপ্না সার্কিট বেঞ্চে মামলা দায়ের করেন। মঙ্গলবার হাইকোর্টের বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তর আদালতে মামলাটির শুনানি হয়। রেল জানায়, স্বপ্না যদি

> এ বিষয়ে ডিসিপ্লিনারি অথরিটির উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা। তারা কী ব্যবস্থা নিয়েছে, তা জানা নেই।
>
> **দেবেন্দ্র সিং**
> *ডিআরএম, আলিপুরদুয়ার*

তাঁর ভুল স্বীকার করার পাশাপাশি অবসরকালীন কোনও সুযোগসুবিধা না নেওয়ার কথা মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেন, সেক্ষেত্রে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রেল চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেবে। কিন্তু চিঠি দিলেও তার বয়ান আদালতের নির্দেশ মোতাবেক ছিল না। বিষয়টি বুধবার আদালতের নজরে আনেন সলিসিটর জেনারেল। বিচারপতি ফের স্বপ্নাকে আদালতের নির্দেশ মোতাবেক চিঠি দেওয়ার কথা জানান।

গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু তরুণের

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ মার্চ : চার চাকা গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল পথচলতি এক তরুণের। মঙ্গলবার রাতে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রাঙ্গাপানি তেঁতুলতলা এলাকায়। মৃতের নাম রাজা সরকার। বয়স ৩৩ বছর। রাজা ওই এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি বুধবার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, চার চাকা গাড়ি এবং চালককে ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হবে। দুর্ঘটনা রুখতে পুলিশি অভিযান জারি থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে ওই তরুণ হেঁটে নিজের শ্বশুরবাড়ির দিক থেকে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় রাঙ্গাপানির দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির চার চাকা গাড়ি তাঁকে সজোরে ধাক্কা মারে। গাড়ির ধাক্কায় ওই তরুণ প্রায় ১০০ মিটার দূরে ছিটকে পড়েন। রাস্তার পাশে থাকা ব্যারিকেডও ভেঙে যায়। গাড়িটি পালিয়ে যায়। শব্দ শুনে স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে আসেন। রক্তাক্ত অবস্থায় তরুণকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁরা। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এই ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, ওই এলাকা দিয়ে দ্রুতগতিতে গাড়ি চলাচল করে। মাসখানেক আগে একই এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় খড়িবাড়ির দুই ভাইবোনের মৃত্যু হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দা শান্তনু চক্রবর্তী বলেন, 'এই রাস্তায় পর্যাপ্ত আলো ও স্পিডব্রেকার না থাকায় বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে।'

ফাঁসিদেওয়া

বিধায়কের রিপোর্ট কার্ড

বিধানসভার নাম শিলিগুড়ি
বিধায়ক শংকর ঘোষ

প্রাপ্ত নম্বর ৪/১০

তহবিল খরচে : ৩/১০
তহবিলের ৫০ শতাংশ অর্থই খরচ করতে পারেননি বিধায়ক। যে সব কাজ শুরু হয়েছিল, তারও সব শেষ হয়নি।

উন্নয়নে : ৪/১০
দুটি যাত্রী প্রতীক্ষালয়, একটি শৌচালয়, তরুণ তীর্থের মাঠে ফেন্সিং, তুফানী সংঘে টেবিল টেনিস খেলার ব্যবস্থা। বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য বাস, শববাহী গাড়ি দিয়েছেন।

মানুষের পাশে : ৫/১০
অধিকাংশ সময়ই মানুষ তাঁকে কাছে পাননি। তবে সামাজিক মাধ্যমে শহরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সরব। গত দেড় বছরে বিজেপির কর্মসূচিতে থেকেছেন।

প্রতিশ্রুতি
যানজট সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান। মহানন্দা নদীর সংস্কার।

বাস্তব
গত বিধানসভা নির্বাচনে এই দুই বিষয়কেই মূল গুরুত্ব দেওয়ার কথা বললেও বাস্তবে সমস্যার সমাধান হয়নি।

যা ভালো
সাধারণ জীবনযাপন। কনভয় কিংবা নিরাপত্তারক্ষী, কোনওটাই নেননি। শহরের এ গলি থেকে ও গলি যাওয়ার জন্য স্কুটার ভরসা।

যা খারাপ
শহরের উন্নয়নের বিষয়ে প্রশ্ন করলেই, টার্গেট হয় রাজ্য সরকার।

মুখোমুখি
১. ১০-এ নিজেকে কত মার্কস দেবেন? কেন?
উত্তর : কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় শহরে বড় বড় কাজ নিয়ে আসতে পেরেছি। এবারে মার্কস জনগণ দেবে।
২. আপনি বিধায়ক হওয়ার পর অধিকাংশ সময় কলকাতায় কাটিয়েছেন। মানুষ আপনাকে পাশে পাননি। তারপরও ভোট প্রত্যাশা করেন?
উত্তর : শহরবাসীর জন্য দিল্লিতে গিয়েও কাজ নিয়ে আসতে হয়েছে।
৩. উন্নয়ন নিয়ে আপনি বারবার অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছেন। শিলিগুড়ির জন্য উল্লেখযোগ্য কোন কাজটা করতে পেরেছেন বলে মনে হয়?
উত্তর : একটানা আন্দোলনের ফলেই নিউরোসার্জন আনতে পেরেছিলাম মেডিকেলে। যদিও ৩ মাস পর চলে যান।

বিরোধীর বাউন্সার

শংকর ঘোষ একজন বিধায়ক হিসেবে যে কাজ করতে পারতেন, সেটা তিনি করেননি। উলটে যে নীতি ধরে তিনি চলছেন, তাতে শিলিগুড়ি অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে। ওনাদের নীতি রাজ্যটাকে ধ্বংস করে দেবে। আমরা সেটা হতে দেব না। -অশোক ভট্টাচার্য

তৃণমূল ও বিজেপির তর্জা শুরু

বিমানবন্দরের কাজে ‘ঢিলেমি’

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : বাগডোগরা বিমানবন্দরের কাজের গতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কাজ শেষের লক্ষ্যমাত্রা ২০২৭ সালের মার্চের মধ্যে নেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, যেভাবে ঢিলেঢালা গতিতে কাজ হচ্ছে, তাতে লক্ষ্যমাত্রা ২০২৭ সালের মার্চের থেকে পিছিয়ে যেতে পারে বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ। এনিয়ে রাজনৈতিক তর্জাও শুরু হয়ে গিয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ, ২০২৯ সালে আগামী লোকসভা ভোট। সে সময় বাগডোগরার উন্নয়নকে প্রচারের কাজে লাগাতেই এই পরিকল্পনা হতে পারে। যদিও অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি।

জমি অধিগ্রহণ থেকে কাজ শুরুর ক্ষেত্রে কিছুটা যে ঢিলেমি ছিল, তা মানছেন বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্টও। তবে এ জন্য তিনি রাজ্য সরকারের ঘাড়েই দায় চাপিয়েছেন। তবে বর্তমানে দ্রুতগতিতে কাজ চলছে বলে দাবি সাংসদের। যদিও রাজুর অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলছেন, ‘আমরা অনেকদিন আগে জায়গা দিয়েছিলাম। ১১০ একর জমি সময়মতো দিয়ে দিয়েছি। বিজেপি তো প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অ্যাজেন্ডা খোঁজে। জানি না কেন দেরি হবে।’

বাগডোগরা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রকের দেওয়া তথ্য বলছে, বর্তমানে প্রাথমিক পরিকাঠামো তৈরির কাজ চলছে। সেখানকার কাজ প্রায় শেষের দিকে।

তবে কিছু ক্ষেত্রে সরঞ্জাম

- অভিযোগ, রাজ্য থেকে ১০৪ একর জমি পেতে কয়েক বছর সময় লাগে
- প্রায় ১,৫৬০ কোটি টাকার বাজেটের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতেও অনেকটা সময় ব্যয় হয়েছে
- মাটির গঠন ও আবহাওয়ার কারণে নির্মাণে বাড়তি সতর্কতা নিতে হচ্ছে

এবং শ্রমিকের অভাবের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, রাজ্য সরকারের থেকে প্রয়োজনীয় ১০৪ একর জমি পেতে এবং তার আইনি প্রক্রিয়া শেষ করতেই কয়েক বছর সময় লেগে গিয়েছিল। তা মিটলেও পাশের এলাকায় জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। সেখানে রাস্তা তৈরি করে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন হয়েছিল। পরিবেশ দপ্তর থেকে ছাড়পত্র পাওয়া এবং প্রায় ১,৫৬০ কোটি টাকার বিশাল বাজেটের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতেও অনেকটা সময় ব্যয় হয়েছে। সেই সমস্যা মিটলেও বিজেপির একাংশ কাজ পাননি বলে অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। দলের অন্দরেও সেই ক্ষোভ সামলাতে হচ্ছে বিজেপিকে।

বাগডোগরা অঞ্চলটি হিমালয়ের পাদদেশে হওয়ায় মাটির গঠন ও আবহাওয়ার কারণে নির্মাণকাজে বাড়তি সতর্কতা নিতে হচ্ছে। নতুন টার্মিনালটিকে জলবায়ু সহনশীল করার জন্য বিশেষ ড্রেনেজ সিস্টেম ও নকশার কাজ করতে হচ্ছে বলে দাবি।

নির্মাণকাজ শেষ হলে এটি বর্তমানের তুলনায় প্রায় ১০ গুণ বড় হবে। বছরে প্রায় ১ কোটি যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন। ১০টি অ্যারোব্রিজ, মাল্টিলেভেল কার পার্কিং এবং অত্যাধুনিক স্থাপত্য থাকবে। রানওয়ে ও টার্মিনাল আধুনিকীকরণের পর এখান থেকে সরাসরি নতুন কয়েকটি দেশে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের সম্ভাবনা বাড়বে বলে দাবি। কর্তৃপক্ষের দাবি, এক সময় জমিজট ও প্রশাসনিক কারণে কাজ থমকে ছিল। বর্তমানে কাজে গতি পেয়েছে। এই কাজ শেষ হলে উত্তরবঙ্গের পর্যটন ও অর্থনীতিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কোচবিহার দক্ষিণে পদ্ম প্রার্থী রথীন

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৫ মার্চ : নির্বাচন ঘোষণার দশদিনের মাথায় কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল বিজেপি। এই কেন্দ্র থেকে লড়াই করবেন দলের উত্তরবঙ্গ বিভাগের আহ্বায়ক রথীন্দ্রনাথ বসু। কোচবিহার শহরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের দেবীবাড়িতে তাঁর আদি বাড়ি হলেও বর্তমানে তিনি শিলিগুড়িতেই থাকেন। কোচবিহারে দলীয় কর্মসূচিতে তাঁকে নিয়মিত দেখা যায় না। প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা হওয়ায় দলের একাংশের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। ফলে তৃণমূল এখানে বাড়তি সুবিধা পেতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অন্যদিকে, এখনও পর্যন্ত নাটাবাড়ি ও সিতাই কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে পারেনি পদ্ম শিবির।

প্রার্থী হওয়ার পর রথীন্দ্রনাথ বসু বলেছেন, ‘দল আমাকে যে যে দায়িত্ব দিয়েছে তা দলের নির্দেশ মেনে পালন করার চেষ্টা করেছি। আজ দল যে দায়িত্ব দিল তা নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে পালন করব। সবাই পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি চায়, তাই আমাদের জয় নিশ্চিত। আমার বিরুদ্ধে কে লড়াই করছেন তাতে গুরুত্ব দিচ্ছি না। মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভোট দেবে।’

কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রটি বর্তমানে বিজেপির দখলেই রয়েছে। এখানকার বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে’কে এবার আর টিকিট দেওয়া হয়নি। নিখিল বলেছেন, ‘দল যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা মেনে নিয়েছি। তবে আমার মনে হয় স্থানীয় কাউকে টিকিট দিলে দলের পক্ষে বেশি ভালো

ভোট উৎসব ২৬

হত। তবে এখানকার মানুষ তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভোট দেবে। এখানে বিজেপির ভোটব্যাংকও ভালো। তাই আমাদের চিন্তার কোনও কারণ নেই।’ রথীন বিজেপির বিভিন্ন সাংগঠনিক পদে ছিলেন। রাজ্যের সহ সভাপতির দায়িত্বও সামলেছেন। বর্তমানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার দায়িত্বে রয়েছেন। কোচবিহার দক্ষিণে শাসকদল তৃণমূলের হয়ে লড়াই করছেন দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। নিয়মিত এই এলাকায় প্রচারে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। জেলা রাজনীতিতে হেভিওয়েট এই প্রার্থীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য গেরুয়া শিবিরের আরও বেশি পরিচিত মুখকে কাজে লাগানো যেত বলেই দাবি দলের একাংশের।

রথীন্দ্রনাথ বসুকে প্রার্থী করার পিছনে পদ্ম শিবিরের অন্দরে একাধিক অঙ্ক কাজ করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, টিকিট পাওয়ার ক্ষেত্রে কোচবিহার দক্ষিণে একাধিক দাবিদারের নাম উঠে এসেছিল। তাঁদের কাউকে প্রার্থী করলে অপর গোষ্ঠীর বিক্ষুব্ধ হওয়ার আশঙ্কা ছিল। কোচবিহার শহরে বিজেপির বেশ ভালোরকমের ভোটব্যাংক রয়েছে। ফলে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর ভোট নিয়ে সংশয়ে ছিল বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে রথীন্দ্রনাথ বসুর মতো স্বচ্ছ ভাবমূর্তির একজনকে টিকিট দেওয়া হল। দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তীর কথা, ‘কোচবিহারে তিনটি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা বাকি ছিল। তার মধ্যে একটিতে ঘোষণা হয়েছে। বাকি দুটিতেও হয়ে যাবে। সব জায়গাতেই আমাদের প্রচার কর্মসূচি চলছে।’

শাসকদল তৃণমূলের জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মনের কথায়, ‘বিজেপি কাকে প্রার্থী করল আর কাকে করল না তা তাদের নিজস্ব বিষয়। সাধারণ মানুষ আমাদের পক্ষেই রয়েছেন। ইভিএমেই তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।’

চৈত্র পড়তেই পথে গাজনের দল। বুধবার শিলিগুড়ির নজরুল সরণিতে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

মহানন্দা ব্যারেজে ভোগান্তি চরমে

সভাস্থলের ১০ কিমি দূরে রাস্তা বন্ধ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : মুখ্যমন্ত্রীর সভার দোহাই দিয়ে সভাস্থল থেকে ১০ কিলোমিটার দূরেও রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আর তার জেরে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষের চূড়ান্ত ভোগান্তি হলেও রাস্তা বন্ধ থাকার বিষয়টি জানেন না বলে দাবি করেছেন শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক) সামসুদ্দিন আহমেদ।

বুধবার শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসের জাবরাভিটা হাইস্কুল মাঠে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা হচ্ছিল। সেই সভাস্থল সেখান থেকে ফুলবাড়ির মহানন্দা ব্যারেজের রাস্তার দূরত্ব কমপক্ষে ১০ কিলোমিটার। নির্বাচনি প্রচারে এসে কপ্টারে করে সভাস্থলে পৌঁছান মমতা। অথচ মহানন্দা ব্যারেজের সেই রাস্তায় মুখ্যমন্ত্রীর সভার দোহাই দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। দীর্ঘক্ষণ সেই রাস্তা বন্ধ করে রাখার কারণে ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। এদিন গিয়ে দেখা গেল, ক্যানাল রোডের ওপর যানবাহনের দীর্ঘ লাইন। এদিন জলপাইগুড়ি থেকে পরিবার নিয়ে ইসলামপুরে যাচ্ছিলেন সঞ্জিত চক্রবর্তী। সঞ্জিত নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তাঁর কথায়, ‘বড় ট্রাকগুলিকে আটকে দেওয়ায় রাস্তাজুড়ে যানজট তৈরি হয়। খবর নিয়ে জানতে পারি, মুখ্যমন্ত্রীর সভা রয়েছে। তাই বড় যানবাহন আটকে দিয়েছে। তার মাঝে সব ছোট গাড়িও আটকে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তো হেলিকপ্টারে যাতায়াত করছেন। তাহলে এত দূরে বাইপাসের রাস্তা কেন বন্ধ করা হল জানি না।’

যদিও ফুলবাড়ি টোল প্লাজা থেকে মহানন্দা ব্যারেজ পর্যন্ত সেই রাস্তা বন্ধ করে রাখার বিষয়ে কোনও খবর জানা নেই বলে দাবি করেন শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক) সামসুদ্দিন আহমেদ। তিনি বলছেন, ‘রাস্তাটি বন্ধ থাকার কথা নয়। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।’

ফুলবাড়ির বাসিন্দা রাহুল দেবনাথ বলছেন, ‘ক্যানালের এই রাস্তাটুকু এমনিই খারাপ। তার ওপর এভাবে রাস্তা আটকে দেওয়া খুবই সমস্যার। বড় যানবাহন যাতে সাহুডাঙ্গির দিকে যেতে না পারে, সেজন্য রাস্তাটি অনেকক্ষণ বন্ধ করে রাখা হয়।’

পরে অবশ্য ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এক পুলিশকর্তা জানান, অল্প কিছুক্ষণ রাস্তা বন্ধ ছিল। পরে তা খুলে দেওয়া হয়।

রাস্তায় গাড়ির দীর্ঘ লাইন। বুধবার ফুলবাড়িতে।

> ক্যানালের এই রাস্তাটুকু এমনিই খারাপ। তার ওপর এভাবে রাস্তা আটকে দেওয়া খুবই সমস্যার। বড় যানবাহন যাতে সাহুডাঙ্গির দিকে যেতে না পারে, সেজন্য রাস্তাটি অনেকক্ষণ বন্ধ করে রাখা হয়।
>
> **রাহুল দেবনাথ**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

নির্মীয়মাণ বাড়িতে অসামাজিক ‘কাজ’

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ মার্চ : সরকারি অফিসের কাছেই একটি নির্মীয়মাণ বাড়িতে অসামাজিক কার্যকলাপ চলছে বলে অভিযোগ তুলে সরব হলেন ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দারা। বুধবার বিষয়টি নিয়ে বিডিও এবং ফাঁসিদেওয়া থানায় স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

গ্রামবাসীর অভিযোগ, একটি নির্মীয়মাণ বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে নেশার আসর বসছে। সেখানে মাদকাসক্তদের আনাগোনা লেগে থাকে। সেখানে মধুচক্রের আসর বসে বলেও অভিযোগ। ওই নির্মীয়মাণ বাড়িটি ফাঁসিদেওয়ার বিডিও অফিসের সামনে থেকে মাত্র ২৫ মিটার এবং থানা থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে অবস্থিত।

বুধবার স্থানীয়রা ওই নির্মীয়মাণ বাড়িতে হানা দিলে ঠেক ফাঁকা করে পালিয়ে যায় সকলে। এরপর নির্মীয়মাণ বাড়িটির গেটে তালা

ফাঁসিদেওয়া

ঝুলিয়ে দেন উত্তেজিত গ্রামবাসী। বিষয়টি নিয়ে ফাঁসিদেওয়ার বিডিও এবং থানা দুই জায়গাতেই ৩৫ জন গ্রামবাসী স্বাক্ষর করে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। গ্রামবাসীদের তরফে ঘটনার সরেজমিনে তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

প্রবীর বিশ্বাস নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা বলছেন, ‘অসামাজিক কাজের প্রতিবাদ করতে গেলে গ্রামবাসীকে হুমকি দিতে থাকেন ঠেকের লোকজন।’ আরেক স্থানীয় বাসিন্দা অমল দেবনাথের কথায়, ‘দীর্ঘদিন ধরে ওখানে ঠেক চলে। এক ব্যক্তি ওই অসামাজিক কাজকর্মে ইন্ধন দেন। কিন্তু ওই বাড়ির মালিক কোনও ব্যবস্থা নেননি।’

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া এবং গোরু পাচারের মতো অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকারও অভিযোগ রয়েছে।

ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বনানী মজুমদারকে সন্ধ্যা ৭.৪৭ মিনিটে ফোন করলেও সাড়া পাওয়া যায়নি। ৭.৫৪ মিনিটে এসএমএস করা হলেও উত্তর পাওয়া যায়নি।

এ নিয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি সুদীপকুমার বিশ্বাস বলছেন, ‘আমরা গ্রামবাসীর তরফে একটি স্মারকলিপি পেয়েছি।’

এদিকে, নকশালবাড়ির এসডিপিও সৌম্যজ্যোতি রায় বলেন, ‘অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

অভিমান।। শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন সুবীর বর্মন।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ধৃত তরুণ

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : অশ্লীল ছবি বানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ফেক আইডি তৈরি করে তরুণীকে হেনস্তার অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। তদন্তে নেমে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। ধৃত অমর দত্ত আশিঘর এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ওই তরুণের সঙ্গে অভিযোগকারী তরুণী কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে থাকতে পারেন। ওই তরুণীর দাবি, ‘আমি কখনও ওই তরুণের সঙ্গে কথা বলিনি। কেন ওই তরুণ এমন কাজ করল, তা বুঝতে পারছি না।’ ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

ওই তরুণীর অভিযোগ, কয়েকদিন আগে আচমকা নজরে আসে, তাঁর নাম ও ছবি ব্যবহার করে সামাজিক মাধ্যমে একটি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হয়েছে। তরুণীর কথায়, ‘ওই ফেক অ্যাকাউন্টে প্রতিটা ছবিই এডিট করে অশ্লীলভাবে দেওয়া হয়েছে।’ এদিকে, ওই অ্যাকাউন্টের সূত্র ধরে ওই তরুণীর বসের কাছেও বিভিন্ন ধরনের ফোন যেতে থাকায় অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। ওই তরুণীর কথায়, ‘অফিসে আমি যেখানে বসি, সেখানে লাগানো বোর্ডে আমার বসের নম্বর রয়েছে। সেই নম্বর আমার মনে করেই হয়তো অ্যাকাউন্টে আমার নম্বর হিসাবে দেওয়া হয়েছিল।’

গ্রেপ্তার ১

চোপড়া, ২৫ মার্চ : আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম প্রভাস সিংহ। ধৃত চোপড়ার ভোজপুরানিগছের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে কালাগছ মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র চত্বর এলাকা থেকে স্থানীয় ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে বুধবার ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাঁকে ৩ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

জোড়পাকড়ির পথ এখন মরণফাঁদ

জনতার কণ্ঠ

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৫ মার্চ : রাস্তার মধ্যে যেন ছোটখাটো ডোবা তৈরি হয়ে গিয়েছে। পিচের চাদর আগেই উঠে গিয়েছিল। দিনকয়েকের বৃষ্টিতে এখন নুড়ি-পাথরও বেরিয়ে এসেছে। ২৯ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা ব্যয়ে তৈরি রাস্তাটি কার্যত মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। সেই রাস্তা দিয়েই ঝুঁকি নিয়ে ছুটছে টোটো। খড়িবাড়ি পিডব্লিউডি মোড় থেকে জোড়পাকড়ি পর্যন্ত দীর্ঘ ২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তা নিয়ে ভোটের আগে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে পথশ্রী প্রকল্পে ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে তৈরি করা হয় রাস্তাটি। কিন্তু উদ্বোধনের কিছুদিনের মধ্যেই পিচ উঠে গিয়ে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়ে যায়। দু’দিনের বৃষ্টির পর বর্তমানে রাস্তার যা পরিস্থিতি, তাতে সাইকেল চালানোও দুষ্কর হয়ে পড়েছে। মাঝেমধ্যেই যাত্রীবাহী টোটো উলটে যাচ্ছে। স্কুল পড়ুয়া সহ নিত্যযাত্রী ও গাড়িচালকদের প্রতিনিয়ত চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা সীমা সরকার বলছেন, ‘এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন মেয়েকে স্কুলে, টিউশনে নিয়ে যেতে হয়। ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে যেতে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়।’ নয়াহাট, ময়নাগুড়ি, জোড়পাকড়ি সহ প্রায় দশটি গ্রামের মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। নিয়মানুযায়ী পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা তৈরির পর পাঁচ বছর পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ঠিকাদারের। কিন্তু কোনও অজানা কারণে ঠিকাদারকে দিয়ে সংস্কারের কাজ করানো হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এলাকাবাসীর দাবি, অবিলম্বে প্রশাসন এই রাস্তা মেরামতের ব্যবস্থা করুক, না হলে যে কোনও সময় বড়সড়ো দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।

এদিকে, রাস্তার এই কঙ্কালসার অবস্থাকে হাতিয়ার করে আসরে নেমেছেন বিরোধীরা। বিজেপি বিধায়ক তথা প্রার্থী দুর্গা মুর্মু রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করে বলছেন, ‘এই সরকার শুধু নিজের স্বার্থ বোঝে। মানুষের জন্য এরা কিছু করে না। শুধু অপপ্রচার করে ভোট চায়। এই রাস্তার কাজে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে, নেতাদের পকেটে গিয়েছে কাটমানির টাকা।’

জবাব দিতে ছাড়েনি শাসকদলও। মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ তথা খড়িবাড়ি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ বলছেন, ‘বিজেপি ও তাদের বিধায়ক শুধু সমালোচনা করতেই জানে। মানুষের জন্য ওরা আজ পর্যন্ত কী কাজ করেছে? ওরাই কাটমানি সংস্কৃতি পছন্দ করে। এই রাস্তার কাজ একটি স্থানীয় সংস্থা করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে। বর্তমানে নির্বাচনি বিধিনিষেধ চলছে, ভোট মিটলেই রাস্তা সংস্কারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ ভোটের লড়াইতে শাসক-বিরোধী তর্জা চললেও, খড়িবাড়ির সাধারণ মানুষের দাবি, দ্রুত রাস্তাটি সংস্কার করা হোক।

খানাখন্দে ভর্তি রাস্তায় জমে বৃষ্টির জল। বুধবার।

কেন্দ্রের জবাব ঘিরে বিতর্ক

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এক বছরের মধ্যে তাঁকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। মঙ্গলবার সংসদে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ বাপি হালদারের প্রশ্নের জবাবে এমনটাই জানিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। তবে, প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই লিখিতভাবে জানিয়েছেন, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে (জিটিএ) কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধি না থাকায় এবং বেশ কয়েকবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের জন্য রাজ্যকে চিঠি দিয়েও সাড়া না পাওয়ায় সমস্যা মেটানো যাচ্ছে না। এর পরেই কেন্দ্র মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছে।

মঙ্গলবার সংসদে মথুরাপুরের তৃণমূল সাংসদ পাহাড় সমস্যা সমাধানে রাজ্যকে এড়িয়ে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এর জবাবে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, কেন্দ্র পাহাড় সমস্যা মেটাতে আন্তরিক। কিন্তু বারবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকে রাজ্যকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও রাজ্যের কোনও প্রতিনিধি বৈঠকে আসেননি। পাশাপাশি জিটিএতেও কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধি নেই। লিখিত জবাবে আরও বলা হয়েছে, দার্জিলিং জেলার পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্সের সমস্যা মেটাতে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করা হয়েছে।

এখানেই প্রশ্ন উঠছে, পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্স পুরোটাই তো দার্জিলিং জেলায় পড়ছে না। এর মধ্যে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের অংশ রয়েছে। তাহলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কেন এমন দায়সারা জবাব দিল? পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা

মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ

প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মার বক্তব্য, ‘কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দার্জিলিং পাহাড় নিয়ে কোনও সঠিক তথ্য নেই। হয় দার্জিলিংয়ের সাংসদ কেন্দ্রকে এখানকার কোনও তথ্য দেন না, নয়তো কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি সঠিকভাবে কাজ করছে না। তা না হলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এভাবে ভুলভাল তথ্য দিয়ে জবাব দেবে কেন?’ বিষয়টি নিয়ে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন না ধরায় বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে, বিজেপির পার্বত্য শাখার সভাপতি সঞ্জীব লামা বলেছেন, ‘স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকই এই বিষয়ে যা বলার বলবে, আমার কিছু বলার নেই।’

বাড়িতে হামলা

প্রার্থীর হয়ে প্রচার ও কর্মীদের খাবারের বন্দোবস্ত করায় বিজেপির নেতার বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে। ঘটনায় উত্তেজনা বর্ধমান পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডে।

মাকে খুন

একাধিক সম্পর্কে জড়িয়ে মা। মেনে নিতে না পেরে বাগুইআটিতে মাদকাসক্ত ছেলের হাতে খুন মা। ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে ছেলেকে। অভিযুক্ত প্রথম পক্ষের সন্তান।

চুরির শঙ্কা

পরপর চুরির অভিযোগ বর্ধমান থানা এলাকায়। সোনাদানা, টকার সঙ্গে গ্যাস, ওভেনও নিয়ে যাচ্ছে চোরেরা। ঘটনায় আশঙ্কায় এলাকাবাসী। ইতিমধ্যেই অনেকে থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন।

কাজ শুরু

১৯ মাস পর আরজি করে জরুরি বিভাগে মেরামতির কাজ শুরু করল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সুপার জানিয়েছেন, কাজ শেষের পর জানানো আছে কবে থেকে জরুরি বিভাগ চালু করা সম্ভব হবে।

মুসলিম তাসে তৃণমূলকে সরানোর ডাক ওয়াইসির

রিমি শীল

কলকাতা, ২৫ মার্চ : হুমায়ুন কবীরের আমজনতা উন্নয়ন পার্টি (এজেইউপি)-র সঙ্গে জোটে সিলমোহর দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূলকে সরানোর ডাক দিলেন এআইমিম সুপ্রিমো আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। বুধবার নিউটাউনের একটি বিলাসবহুল হোটেলে হুমায়ুনকে পাশে বসিয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের দুর্নীতির বিরোধিতার পাশাপাশি মুসলিম সমাজের ক্ষমতায়নের বার্তাও দিয়েছেন তিনি। তবে মমতার বিরুদ্ধে ওয়েইসি এদিন যতটা আক্রমণাত্মক ছিলেন বিজেপির বিরুদ্ধে ততটা কড়া শব্দ প্রয়োগ করেননি।

তাঁর সাফ কথা, 'এই রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তৃণমূল সরকারের আমলে বঞ্চিত। ৩০ শতাংশ মুসলিমদের মধ্যে কত জন সরকারি চাকরি পেয়েছেন? কতজন গ্র্যাজুয়েট? মুসলিমদের সুযোগে ও ভোটের জন্য ব্যবহার করা হয়। এতজনের নাম বিচারাধীন, মুসলিম সম্প্রদায়েরই বেশিরভাগ ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল হল। রাজ্য সরকার চাইলে নথি দিয়ে সাহায্য করতে পারত না?' মুসলিম নেতৃত্ব না হলে তাঁদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানবিক উন্নয়ন সম্ভব নয় বলেও জানিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, এই রাজ্যে সবচেয়ে বড় ইস্যু মুসলিম ক্ষমতায়ন। বাবরি মসজিদ ইস্যুতেও হুমায়ুনকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সমর্থন জানিয়েছেন ওয়াইসি। হুমায়ুনের সঙ্গে জোট করে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুখ্যমন্ত্রী আনার দাবিও তুলেছেন তিনি। ওয়াইসি-হুমায়ুন জোটকে বিঁধে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'ওয়াইসিরা মরসুমি পরিযায়ী পাখি। ভোটের আগে পাঁচবছর কোথায় ছিলেন? মানুষ বোঝেন বিজেপি এদের ভোট কাটার জন্যই নামিয়েছে।' অন্যদিকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'হুমায়ুনই তৃণমূল, তৃণমূলই হুমায়ুন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভেবে দেখবেন, মুর্শিদাবাদে আজ বাবরি মসজিদ তৈরি হলে, কাল কালীঘাটের সামনে চেঙ্গিস খানের স্মারক তৈরি হবে।'

এদিন 'বড়ভাই'-কে পাশে বসিয়ে ১ এপ্রিল বহরমপুর থেকে যৌথভাবে মিছিল ও সভা শুরুর ঘোষণা করেছেন হুমায়ুন। তিনি জানিয়েছেন, যৌথভাবে মালদা, উত্তরদিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, আসানসোল, কলকাতা সহ একাধিক জেলায় মোট ২০টি জনসভা হবে।

সারমর্ম দেখার অপেক্ষায়... *নদিয়ায়। বুধবার। -পিটিআই*

পানিহাটিতে পদ্ম প্রার্থী অভয়ার মা

অরূপ দত্ত

কলকাতা ২৫ মার্চ : সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে পানিহাটি আসনে আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসকের মা রত্না দেবনাথকেই প্রার্থী করল বিজেপি। বুধবার দলের তৃতীয় দফার ১৯ জন প্রার্থীর তালিকায় তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। অভয়ার বাবার দেওয়া ইঙ্গিত এবং আইনি জটিলতা কাটিয়ে রত্না দেবনাথের প্রার্থী হওয়া এখন গঙ্গার ওপারের রাজনীতিতে সবথেকে বড় চমক। সেখানে তাঁর মূল লড়াই বিদায়ী বিধায়ক নির্মল ঘোষের ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষের সঙ্গে। তবে ওই কেন্দ্রে সিপিএমের প্রার্থী কলতান দাশগুপ্তও অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী।

আরজি করের নির্যাতিতা ডাক্তারের মা যে বিজেপির প্রার্থী হতে পারেন তার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল আগেই। অভয়ার বাবা প্রকাশ্যেই জানিয়েছিলেন প্রার্থী হওয়ার কথা। কয়েক দিন আগেই দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশের দিনেই তা নিয়ে জল্পনা ছিল বিজেপিতে। কিন্তু শেষপর্যন্ত আইনি জটে তখনকার মতো নাম ঘোষণা স্থগিত রাখতে হয়। সেই জটিলতা কাটিয়ে এদিন তৃতীয় দফার তালিকায় পানিহাটি আসনে নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

নির্যাতিতার মা প্রার্থী হতে চেয়ে বিজেপিকে জানানোর পর শুভেন্দু বলেছিলেন, প্রার্থী পদের বিষয়টি দিল্লি থেকে দলের সংসদীয় কমিটি চূড়ান্ত করবে। এদিন তাঁর নাম ঘোষণা হওয়ার পর সেই জল্পনায় ইতি পড়ল। তবে চমকের পাশেই অস্বস্তি বাড়িয়েছে বিজেপির অন্দরের সমীকরণ।

এদিন প্রার্থী তালিকায় উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু আসনে বড় রদবদল ঘটিয়েছে গেরুয়া শিবির। কোচবিহার দক্ষিণে বর্তমান বিধায়কের বদলে এবার রথীন্দ্রনাথ বসুকে তুরুপের তাস করেছে বিজেপি। রাজগঞ্জে প্রার্থী করা হয়েছে দীনেশ সরকারকে। এছাড়া ইসলামপুরে চিত্রজীৎ রায়, হেমতাবাদে হরিপদ বর্মন এবং ইংরেজ বাজারে অম্লান ভাদুড়ীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আসন যেমন শান্তিপুর, সিঙ্গুর ও চুঁচুড়াতেও অভিজ্ঞ মুখদের ওপর ভরসা রেখেছে দিল্লি। তবে ১৯ জনের নাম ঘোষণা হলেও এখনও ১৯টি আসনে প্রার্থী দেওয়া বাকি রয়ে গেল বিজেপির।

এদিকে প্রার্থী ঘোষণা নিয়ে যখন উন্মাদনা তুঙ্গে, তখন দলের সাংগঠনিক বৈঠকে অনুপস্থিতি নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। নবদ্বীপ জোনের কর্মীদের নিয়ে সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের বৈঠকে এদিন দেখা যায়নি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এবং শান্তনু ঠাকুরকে। দক্ষিণেশ্বর মন্দির দর্শন সেরে নবীন যখন তৃণমূলের 'সন্ত্রাস' রুখতে রণকৌশল সাজাচ্ছেন, তখন দলের এই হেভিওয়েট তিন নেতার অনুপস্থিতি নিয়ে গুঞ্জন ছড়িয়েছে।

সুকান্ত মজুমদার এদিন হরিরামপুরের সভায় ব্যস্ত থাকলেও, তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে দাবি, এই বৈঠকের ব্যাপারে তাঁদের আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই জানানো হয়নি। শান্তনু ঠাকুরের ক্ষেত্রেও একই অভিযোগ। অন্যদিকে শুভেন্দু অধিকারীর অনুপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। দলের অন্দরে যখন সমন্বয় নিয়ে টানাপোড়েন চলছে, তখন বাইরে তৃণমূলের অরাজকতা শেষ করার ডাক দিচ্ছেন নীতিন নবীন। বাংলাজুড়ে বিজেপির এই অভ্যন্তরীণ কোন্দল বনাম প্রার্থী বাছাইয়ের লড়াই শেষ পর্যন্ত ভোটের বাক্সে কী প্রভাব ফেলে, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

শুভেন্দুর মন্তব্যে বিজেপি-কমিশন আঁতাতের সন্দেহ

আমলা ও পুলিশ বদলিতে অবস্থানে অনড়

রিমি শীল

কলকাতা, ২৫ মার্চ : ভোটের আবহে রাজ্যের পুলিশ ও উচ্চপদস্থ আমলাদের গণ-বদলি নিয়ে লড়াই এবার তুঙ্গে। কার ক্ষমতা বেশি, নবান্ন না নির্বাচন কমিশন? বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে এই প্রশ্নেই সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হল দু'পক্ষ। একদিকে কমিশন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটের স্বার্থে যে কোনও আধিকারিককে সরানোর পূর্ণ অধিকার তাদের আছে। অন্যদিকে, রাজ্যের পালটা দাবি, এভাবে অফিসার সরালে উন্নয়নের চাকা থমকে যাবে।

বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে কমিশনের আইনজীবী দামা সেশাদ্রি নাইডু সওয়াল করেন, 'নির্বাচন ঘোষণা থেকে ফলাফল পর্যন্ত গোটা প্রক্রিয়ার রাশ কমিশনের হাতে থাকে। প্রয়োজনে যে কোনও আধিকারিককে বদলি করা কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত।'

পালটা রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তি, আগামী ৬ মে পর্যন্ত বর্তমান সরকারের মেয়াদ রয়েছে। এভাবে ঝড়ের গতিতে আধিকারিকদের সরিয়ে দিলে প্রশাসনিক কাজের দায়ভার কে নেবে? এমনকি, ভিন রাজ্য থেকে পর্যবেক্ষক আনার ক্ষেত্রেও রাজ্যের সম্মতির প্রয়োজনীয়তার কথা মনে করিয়ে দেন তিনি। কল্যাণের প্রশ্ন, 'কমিশনের ক্ষমতা কি আইনের ঊর্ধ্বে?'

বিতর্ক যখন চরমে, তখন আদালত সরাসরি জানতে চেয়েছে, ঠিক কতজন আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে এবং কোথায় পাঠানো হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা দিতে হবে। এমনকি, এই মামলাটি আদৌ জনস্বার্থ কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে কমিশন। আগামী শুক্রবার পরবর্তী শুনানি। সেদিনই হয়তো স্পষ্ট হবে, আমলাদের রাশ শেষ পর্যন্ত কার হাতে থাকবে।

বাদ যেতে পারে ৮৭ লক্ষ নাম

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৫ মার্চ : রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে সব মিলিয়ে বাদ পড়তে পারে প্রায় ৮৭ লক্ষ নাম! ছাব্বিশের মহারণের আগে এই পরিসংখ্যান যথেষ্ট চমকে দেওয়ার মতো। অতিরিক্ত তালিকার প্রথম দফা প্রকাশের দু'দিন পরে বাদ যাওয়া নামের সংখ্যা নিয়ে ইঙ্গিত দিলেন সিইও। তবে রাজ্য রাজনীতিতে এখন এর চেয়েও বড় প্রশ্ন— নির্বাচন কমিশন যে তথ্য সযত্নে গোপন রাখছে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তা আগেভাগে জানছেন কী করে?

ঘটনার সূত্রপাত সোমবার মধ্যরাতে। প্রথম দফার অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করলেও, কত নাম বাদ গেল তা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছিল সিইও দপ্তর। অথচ মঙ্গলবার রামনগরের জনসভা থেকে শুভেন্দু অবলীলায় দাবি করেন, 'ব্রেকফাস্টে ৫৮ লক্ষ, লাঞ্চে ৬০ লক্ষ বাদ গিয়েছে। এখন চা-চিনাবাদাম চলছে, তাতে ১৪ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে।' তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এর কয়েক ঘণ্টা পরেই সন্ধ্যায় সিইও মনোজ আগরওয়াল জানান, এপর্যন্ত ৩২ লক্ষ শুনানির মধ্যে ৪০ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ১৩-১৪ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে! এসআইআর শুরুর আগেই, ১ কোটি ২০ লক্ষ নাম বাদ যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন শুভেন্দু। দু'দফায় প্রায় ৬৩ লক্ষ নাম বাদ যায়। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে থাকা ৬০ লক্ষের নিষ্পত্তিতে প্রথম অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ হলেও, তালিকায় কত নাম বাদ পড়ল তা স্পষ্ট করেনি কমিশন। তৃণমূলের অভিযোগ, বাদ পড়া নামের সংখ্যা নিয়ে দু-দিন ধরে সংবাদমাধ্যমকে সিইও কিছু না জানালেও সেই তথ্য আগাম কীভাবে জানলেন শুভেন্দু? এর থেকেই প্রমাণ হয় বিজেপির কষে দেওয়া অঙ্ক মেনেই তালিকা থেকে নাম বাদ দিচ্ছে কমিশন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই নিখুঁত 'কাকতালীয়' মিল নিছক সমাপতন হতে পারে না। কমিশনের আগেই বিরোধী দলনেতার কাছে তথ্য পৌঁছে যাওয়া প্রমাণ করছে যে, বিজেপির কষে দেওয়া অঙ্ক মেনেই তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে তৃণমূলের যে অভিযোগ, তা একেবারে অমূলক নয়। পাটিগণিতের সহজ হিসেবে, ৬০ লক্ষ বিচারাধীন নামের মধ্যে যদি ৪০ শতাংশ হারে নাম বাদ যায়, তবে মোট বাদের সংখ্যা ৮৭ লক্ষে পৌঁছবে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এই বিরাট শূন্যস্থান রাজ্যের বেশ কয়েকটি আসনের জয়-পরাজয়ের সমীকরণ পুরোপুরি উলটে দিতে পারে। এই বাদ পড়া নামের তালিকায় যদি কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের আধিক্য থাকে, তবে তা ভোটের অঙ্কে মারাত্মক প্রভাব ফেলবে।

কমিশন সূত্রের খবর, একলপ্তে এত নাম বাদ পড়ার জেরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কায় ধাপে ধাপে তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। আগামী শুক্রবার দ্বিতীয় দফার তালিকা প্রকাশ হবে। এরপর থেকে দৈনিক তালিকা প্রকাশের অনুমতির জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন সিইও। কিন্তু তার আগেই শুভেন্দুর এই 'তথ্য ফাঁস' কমিশনের নিরপেক্ষতাকেই কার্যত কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিল।

- বুধবার বাদ যাওয়া নামের সংখ্যা নিয়ে ইঙ্গিত দেন সিইও
- এ পর্যন্ত ৩২ লক্ষ শুনানির নিষ্পত্তি হয়েছে, কিন্তু তালিকা প্রকাশ হয়েছে ১০ লক্ষের
- নিষ্পত্তি হওয়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ৪০ শতাংশ বা প্রায় ১৩ লক্ষ নাম

> **ব্রেকফাস্টে ৫৮ লক্ষ বাদ গিয়েছে, লাঞ্চে বাদ গিয়েছে ৬০ লক্ষ। এখনও ডিনার হয়নি। সন্ধ্যা বেলা চা আর চিনা বাদাম হয়েছে, তাতে ১৪ লক্ষ নাম বাদ গেছে।**
>
> -শুভেন্দু অধিকারী

বিতর্ক

বাঁকুড়া, ২৫ মার্চ : ফের বাঁকুড়ার বিজেপি প্রার্থীকে নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। তৃণমূলের অভিযোগ বাঁকুড়ার বিজেপি প্রার্থী বিদায়ী বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানা তার ব্যক্তিগত কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষীকে দিয়ে দলীয় প্রতীক নিয়ে প্রচার করছেন। এনিয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে তার প্রার্থী পদ খারিজের দাবি তোলা হয়েছে। এই বাঁকুড়া বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী নীলাদ্রিশেখর দানা প্রচার চালানোর সময় দলীয় প্রতীকের কাট আউট বইছেন তাঁরই নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ান। এই রকম এক ছবিকে ঘিরে এই বিতর্ক শুরু হয়েছে বাঁকুড়ায়। এই বিতর্কের মুখে পড়ে নীলাদ্রি বাবুর বক্তব্য, যারা এই অভিযোগ করছেন তারা মিথ্যা কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। তিনি দাবি করেন, এ রাজ্যের পুলিশকে দলীয় কাজে ব্যবহার করছে তৃণমূল।

তৃনমূলের বাঁকুড়া জেলা সভাপতি তারাশঙ্কর রায় বলেন, বিজেপি কতটা নীচে নেমে প্রচার করছে। একজন কেন্দ্রীয় জওয়ানকে দিয়ে বিজেপি প্রার্থী কাট আউট নিয়ে যাওয়া করাচ্ছেন। এরা নির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে দিতে চায়না। বিষয়টি তারা নির্বাচন কমিশনের কাছে জানিয়েছেন।

কেন্দ্রের নয়া শর্ত

কলকাতা, ২৫ মার্চ : 'জল জীবন মিশন' প্রকল্পে বরাদ্দের ক্ষেত্রে এবার রাজ্যগুলির জন্য কড়া শর্তাবলি জারি করল মোদি সরকার। নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কেন্দ্রের দেওয়া শর্তগুলি পূরণ করলে তবেই মিলবে বরাদ্দের টাকা। অন্যথায়, প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্পূর্ণ দায় নিতে হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকেই। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের এই নির্দেশিকা ইতিমধ্যে নবান্নে এসে পৌঁছেছে।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, কেন্দ্র মূলত তিনটি শর্ত দিয়েছে। প্রথমত, রাজ্যকে একটি স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট 'রক্ষণাবেক্ষণ নীতি' তৈরি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রকল্পের অর্থ ব্যবস্থাপনা ও তার রূপায়ণ নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করা বাধ্যতামূলক। তৃতীয়ত, প্রতিটি প্রকল্পকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট আইডি নম্বর তৈরি করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী খরচের যাবতীয় খতিয়ান কেন্দ্রকে পাঠাতে হবে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে অর্থ বরাদ্দের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

২০২৫-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এই প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৮ পর্যন্ত বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন। চলতি বছরের মার্চ মাসের শুরুতেই দ্বিতীয় পর্যায়ের এই প্রকল্পের প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন দেয় কেন্দ্র। তারপরই নতুন নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৪ সালের অগাস্ট মাসের পর এই প্রকল্পে কেন্দ্র আর কোনও টাকা দেয়নি। বর্তমানে জল জীবন মিশনে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের পাওনা প্রায় সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা।

রামনবমীর আগে দর্জিপাড়ায় হনুমানের মূর্তি। ছবি : রাজীব মণ্ডল

জোড়া সভায় সরগরম নন্দীগ্রাম

অরূপ দত্ত ও চিত্ত মাহাতো

কলকাতা ও নন্দীগ্রাম, ২৫ মার্চ : ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে ফের রাজ্য রাজনীতির ভরকেন্দ্র সেই নন্দীগ্রাম। একুশের বদলা নিতে এবার অধিকারী গড়ে দাঁড়িয়েই জেলাকে বিজেপি-শূন্য করার ডাক দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পালটা হুংকার দিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, এবার রাজ্যে অন্তত ১৭৭টি আসন জিতবে বিজেপি! বুধবার নন্দীগ্রামে দুই হেভিওয়েটের এই দ্বৈরথে কার্যত ফুটছে মেদিনীপুর।

নন্দীগ্রামে তৃণমূলের তুরুপের তাস এবার পবিত্র কর, যিনি একুশে খোদ শুভেন্দুর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। দলবদলু পবিত্রকে ঢাল করেই এবার অধিকারী গড় ভাঙতে চাইছে ঘাসফুল শিবির। পাশাপাশি, শুভেন্দু এবার ভবানীপুরে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও প্রার্থী হওয়ায়, নন্দীগ্রাম পুনরুদ্ধার তৃণমূলের কাছে আক্ষরিক অর্থেই 'প্রেস্টিজ ফাইট'। একুশের ভোটে মমতার হারের নেপথ্যে যে দলেরই অন্তর্ঘাত ছিল, তা স্পষ্ট করে অভিষেক কর্মীদের সতর্ক করেছেন, 'এখানে আমাদের লোকই দলকে হারিয়েছে। এবার আমি একটা চোখ এখানেই রেখে যাব।' দাসপুরের সভা থেকেও 'গদ্দার' কটাক্ষ ছুড়ে তাঁর চ্যালেঞ্জ, বিজেপি রিপোর্ট কার্ড নিয়ে বিতর্কে আসুক। এমনকি, দিল্লি থেকে টাকার টোপ এলে তা পকেটে পুরে জোড়াফুলেই ভোট দেওয়ার বিতর্কিত নিদানও দিয়েছেন তিনি।

নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্যদিকে, অভিষেকের সভার দিনই পালটা শক্তিপ্রদর্শন করে শুভেন্দুর আত্মবিশ্বাসী হুংকার, 'রেকর্ড করে রাখুন, ১৬-তে ৩, ২১-এ ৭৭, এবার ছাব্বিশে অন্তত ১৭৭!' রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মোদী-শাহরা যখন আসন সংখ্যা নিয়ে এবার অত্যন্ত সতর্ক, তখন শুভেন্দুর এই আগাম দাবি দলের নিচুতলার কর্মীদের মনোবল বাড়ানোর এক সুকৌশলী রাজনৈতিক চাল। একইসঙ্গে রামনগর ও পটাশপুরে প্রচার সেরে শুভেন্দু প্রমাণ করতে চাইছেন, মেদিনীপুরের রাজনৈতিক রাশ এখনও তাঁরই হাতে।

পোর্টালে ডিএ'র হিসেব, তবুও শঙ্কা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৫ মার্চ : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ-র প্রথম কিস্তির টাকা মেটাতে বুধবার প্রথম পদক্ষেপ করল নবান্নের অর্থ দপ্তর। তবে এই পদক্ষেপে কিছুটা স্বস্তি মিললেও, বকেয়া প্রাপ্তি নিয়ে তৈরি হওয়া ধোঁয়াশা কিন্তু পুরোপুরি কাটল না। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, এদিন থেকে 'ইন্টিগ্রেটেড ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' পোর্টালে লগ-ইন করলেই সরকারি কর্মীরা নিজেদের বকেয়া ডিএ-র হিসেব দেখতে পাচ্ছেন। ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বকেয়া ডিএ-র প্রথম কিস্তির একশো শতাংশ টাকা কার কত পাওনা, তা পোর্টালে আপলোড করেছে অর্থ দপ্তর। আর এই খবর ছড়াতেই নিজেদের পাওনাগণ্ডার হিসেব দেখতে পোর্টালে রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে যায় কর্মীদের মধ্যে।

সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী, চলতি ৩১ মার্চের মধ্যেই গ্রুপ এ, বি এবং সি কর্মচারীদের বকেয়া টাকা সরাসরি তাঁদের জিপিএফ অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাওয়ার কথা। অন্যদিকে, গ্রুপ ডি কর্মী এবং অবসরপ্রাপ্তদের এই টাকা পাওয়ার কথা নগদে। কিন্তু আসল জটিলতা বেঁধেছে অন্য জায়গায়। সরকারি কর্মীদের হিসেব পোর্টালে দেখা গেলেও শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মী, পুরসভা, পঞ্চায়েত, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মচারী এবং পেনশনভোগীরা কীভাবে বা কবে এই বকেয়া পাবেন, তার কোনও স্পষ্ট রূপরেখা এখনও মেলেনি।

- সরকারি কর্মীদের হিসেব পোর্টালে দেখা যাচ্ছে
- কিন্তু শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মী, পুরসভা, পঞ্চায়েত, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মচারী এবং পেনশনভোগীরা কীভাবে বা কবে এই বকেয়া পাবেন তার কোনও স্পষ্ট রূপরেখা নেই

ভোটের আদর্শ আচরণবিধি চালু থাকায় অর্থ দপ্তরের কর্তারা এই বিষয়ে আপাতত মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তবে তাঁদের হাবভাব বলছে, প্রক্রিয়া যখন শুরু হয়েছে, তখন ধাপে ধাপে সবাই পাবেন। কিন্তু যৌথমঞ্চ সহ অন্যান্য কর্মচারী সংগঠনগুলির মনে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। ৩১ মার্চের ডেডলাইনের আগে মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি কি সত্যিই পূরণ হবে, নাকি সবাই এই বকেয়ার মুখ দেখবেন না—সেই চরম ধোঁয়াশাতেই এখন দিন গুনছেন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কর্মচারী।

ফ্যাক্টর মতুয়া-সংখ্যালঘু, ভোটে কার ভাগ্য খুলবে?

ভোট-পাখি

কলকাতা, ২৫ মার্চ : ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে কি ফের একুশের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে? নাকি মেরুকরণের চেনা অঙ্কে নতুন সমীকরণ জুড়বে? রাজ্য রাজনীতির অলিন্দে এখন এই জল্পনাই তুঙ্গে। একদিকে টানা চতুর্থবার ক্ষমতায় ফিরতে মরিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস, অন্যদিকে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিজেপি। এর মাঝে শূন্য থেকে খাতা খোলার মরিয়া চেষ্টা বাম-কংগ্রেসের। আর এই ত্রিমুখী লড়াইয়ের পালে নতুন হাওয়া জুগিয়েছে ওয়েইসির মিম এর সঙ্গে হুমায়ুন কবীরের আম জনতা উন্নয়ন পার্টির নয়া জোট এবং আইএসএফ।

একুশের ভোটে মেরুকরণের যে তাস খেলেছিল বিজেপি, তা আখেরে বুমেরাং হয়ে তৃণমূলকেই একচেটিয়া ক্ষমতা পাইয়ে দিয়েছিল। পরিসংখ্যান বলছে, রাজ্যের যে ৯টি জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা ২৫ শতাংশের বেশি, সেখানে ১৬০টি আসনের মধ্যে ১২৭টিতেই জিতেছিল ঘাসফুল। এবারও সেই সংখ্যালঘু ভোটকে টার্গেট করেই রণকৌশল সাজাচ্ছে শাসক ও বিরোধী—উভয় শিবির। একুশের সিএএ-এনআরসি বিতর্কের জায়গা এবার নিয়েছে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন বা এসআইআর। মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং উত্তর দিনাজপুরের মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাগুলোতে এসআইআর-এর জেরে বহু মানুষের নাম বাদ পড়ার অভিযোগ তুলে সরাসরি ময়দানে নেমেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূলের আশা, এই ইস্যুটি তাদের সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে আরও সুসংহত করবে। অন্যদিকে, বিজেপির অঙ্ক—মিম-আজুপ জোট এবং আইএসএফ-সিপিএম জোট যদি সংখ্যালঘু ভোটে সামান্যও থাবা বসাতে পারে, তবে সেই ভোট ভাগাভাগির ফায়দা সরাসরি তাদের ব্যালট বাক্সে গিয়ে পড়বে।

তবে শুধু সংখ্যালঘু ভোট নয়, উত্তরবঙ্গ থেকে জঙ্গলমহল—প্রতিটি অঞ্চলেই রয়েছে ভিন্ন রাজনৈতিক সমীকরণ। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার বা জলপাইগুড়িতে বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হলেও, মালদহ এবং উত্তর দিনাজপুরে তৃণমূলের আধিপত্য। এখানে নির্ণায়ক ভূমিকা নেবে রাজবংশী ভোট এবং চা-বলয়ের শ্রমিকদের সমর্থন। অন্যদিকে, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া বা ঝাড়গ্রামের মতো আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় ৫০ লক্ষ কুড়মি ভোটারের সমর্থন যেদিকে ঝুঁকবে, জয়ের পাল্লা সেদিকেই ভারী হবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

দক্ষিণবঙ্গে বিশেষ করে নদিয়া এবং উত্তর ২৪ পরগনায় মতুয়া ভোট এবার সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর। সিএএ পাসের পর মতুয়ারা ঢালাওভাবে বিজেপিকে সমর্থন করলেও, এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাম বাদ যাওয়ায় তাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে প্রবল ক্ষোভ। তৃণমূল এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে মতুয়াদের মন পেতে মরিয়া, পাশাপাশি বিজেপির অন্দরে খোদ শান্তনু ঠাকুর বনাম সুব্রত ঠাকুরের কোন্দল পদ্ম শিবিরের অস্বস্তি বাড়িয়েছে। অন্যদিকে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি বা বর্ধমানের মতো তৃণমূলের খাসতালুকে আরজি কর কাণ্ড এবং বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের মতো ইস্যুকে হাতিয়ার করে ফাটল ধরাতে চাইছে বিজেপি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, একুশের মতো এবার আর উগ্র মেরুকরণের পথে হাঁটছে না গেরুয়া শিবির। 'অনুপ্রবেশকারী' বা 'উইপোকা'র মতো শব্দ এড়িয়ে অমিত শা'রা এবার তোপ দাগছেন তৃণমূলের তোষণ নীতি এবং অপশাসন-এর বিরুদ্ধে। তবে আদতে মেরুকরণের সেই চেনা ছকেই যে ছাব্বিশের মহারণের পাটিগণিত কষা হচ্ছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এখন দেখার, ওয়েইসি-হুমায়ুন ফ্যাক্টর, আরজি করের ক্ষোভ এবং এসআইআর বিতর্ক পেরিয়ে, বাংলার মানুষ ফের দিদির ওপরই ভরসা রাখেন, নাকি পরিবর্তন-এর ডাকে সাড়া দিয়ে পদ্মে ছাপ মারেন।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩০৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১১ চৈত্র ১৪৩২

ধর্মের কল

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সংখ্যালঘু ভোট বরাবরই সরকার গড়ার অন্যতম প্রধান সোপান। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ সময় কংগ্রেসের হাত শক্ত করেছে। পরে সেই ভোটব্যাংকের দখল নিয়েছিল বামফ্রন্ট। ২০১১ সালের ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সময় রাজ্যের সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকের সমর্থন চলে যায় তৃণমূলের অনুকূলে। তারপর থেকে গত ১৫ বছর ধরে এই ভোটব্যাংক আর তৃণমূল হাত ধরাধরি করে চলেছে।

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সেই সাজানো সমীকরণে ফাটল ধরার ইঙ্গিত মিলছে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগ তুলে হিন্দুত্বের রাজনীতির রাস্তা চওড়া করেছে বিজেপি। স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতির পরিসরের দখল অনেকটাই এখন ধর্মীয় মেরুকরণের হাতে।

ভোটারদের একাংশের মধ্যে তার প্রভাব দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। অবশ্য সারাদেশেই এখন হিন্দুত্বের উগ্র আস্ফালন। সেই প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে বিরোধী শিবিরও নরম হিন্দুত্বকে আঁকড়ে ধরছে। যারা নিজেদের দেশের সবথেকে বড় বামপন্থী দল বলে দাবি করে, সেই দলের প্রার্থীরাও ইদানীং মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন, যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিচ্ছেন আবার ইফতার পালন করছেন দিব্যি।

ফলে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধির মতো মানুষের মৌলিক বিষয়গুলি ভোটের ইস্তাহারপত্রেই সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে। মিটিং, মিছিলে সেসবের উল্লেখ হলেও নামমাত্র। আমজনতার কানে সেসব কথার জোরালো আবেদন পৌঁছাচ্ছে না। বদলে বাংলার ভোটে সংখ্যালঘুদের সমর্থন কোন দিকে যাবে, সেই বিষয়টিই অধিক প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে অন্তত ১১৪টিতে সংখ্যালঘু ভোটারের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী অভিযোগ করছেন, সংখ্যালঘুদের কেবল নির্বাচনের সময় 'দুধেল গাই' হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাঁদের প্রকৃত উন্নয়ন কিছুই করা হয়নি। অপরদিকে সংখ্যালঘুদের নতুন বিকল্প হিসেবে এআইমিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ভোটযুদ্ধে নামছেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির সুপ্রিমো হুমায়ুন কবীর।

হুমায়ুন-ওয়াইসি জোটের লক্ষ্য, রাজ্যের সংখ্যালঘু প্রধান আসনগুলোতে প্রার্থী দিয়ে তৃণমূলের দীর্ঘদিনের একচ্ছত্র আধিপত্যে ভাগ বসানো। হুমায়ুন-মিম-নৌশাদদের সংখ্যালঘু তাসের সামাল দেওয়া খুব সহজ নয় তৃণমূলের পক্ষে। বিজেপির হিন্দুত্বের দেখাদেখি সংখ্যালঘুদের নিজস্ব দলের ন্যারেটিভ হাওয়া পাচ্ছে বলে কপালে ভাঁজ পড়েছে ঘাসফুল শিবিরের। এতদিন যে নিরেট ৩০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটের ওপর ভর করে শাসকদল অনায়াসে বৈতরণি পার হত, এখন সেই ভোটব্যাংক বিভাজনের মুখে।

মালদা-মুর্শিদাবাদে পুরোনো জমি ফিরে পেতে কংগ্রেসও জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে। ফলে যেখানে একসময় লড়াই হত দ্বিমুখী বা বড়জোর ত্রিমুখী, সেখানে এখন সংখ্যালঘু প্রধান কেন্দ্রগুলোতে ভোট কাটাকাটির অঙ্ক বহুমাত্রিক। আর এই বহুধা বিভক্ত ভোট সমীকরণের ফসল কার ঘরে উঠবে সেটাই সবথেকে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে, ধর্মীয় আবেগ ও মেরুকরণের আগ্রাসী ঢেউয়ের মোকাবিলায় ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি বড় দিশাহীন। ধর্মের আবেগ যখন চারদিকে ফণা তুলছে, তখন তৃণমূল হাতিয়ার করছে বাঙালি সংস্কৃতির আবেগকে। কিন্তু বাস্তবের রূঢ় জমিতে কেবল আবেগ বা সংস্কৃতির প্রলেপ দিয়ে মেরুকরণের তীব্র স্রোতকে ঠেকানো সম্ভব কি না, তা নিয়ে সংশয় থেকে যাচ্ছে।

অমৃতধারা

যখন আপনি ব্যস্ত থাকেন তখন সব কিছুই সহজ মনে হয় কিন্তু অলস হলে কিছুই সহজ বলে মনে হয় না। জীবনে ঝুঁকি নিন, যদি আপনি জেতেন তাহলে নেতৃত্ব করবেন আর যদি হারেন তাহলে অন্যদের পথ দেখাতে পারবেন। যা কিছু আপনাকে শারীরিক, বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল করে তোলে সেটাকে বিষ ভেবে প্রত্যাখ্যান করুন। দুনিয়া আপনার সম্বন্ধে কি ভাবছে সেটা ভাবতে দিন। আপনি লক্ষ্যগুলিতে দৃঢ় থাকুন, দুনিয়া আপনার একদিন পায়ের সম্মুখে হবে। কখনও বড় পরিকল্পনার হিসাব করবেন না, ধীরে ধীরে আগে শুরু করুন,আপনার ভূমি নির্মাণ করুন তারপর ধীরে ধীরে এটিকে প্রসার করুন। ইচ্ছা, অজ্ঞতা এবং বৈষম্য-এই তিনটিই হল বন্ধনের ত্রিমূর্তি।

-স্বামী বিবেকানন্দ

আদর্শহীন দলবদলুরা গণতন্ত্রে বড় বিপদ

ক্ষমতা আর ব্যক্তিগত স্বার্থে দলবদল, গণতন্ত্রের জন্য গভীর অশনিসংকেত বয়ে আনে।

শৌভিক রায়

-এআই

১৯৬২ সালে ডেমোক্র্যাট দল ছেড়ে রিপাবলিকান দলে যোগ দেওয়ার সময় আমেরিকার চল্লিশতম প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগনের উক্তি ছিল, 'আমি দল ছাড়িনি, দল আমাকে ত্যাগ করেছে।' এই কথাটি রাজনীতিতে দলবদলের এক চিরন্তন সত্যকে তুলে ধরে। দলবদল কোনও এক দেশের একচেটিয়া বিষয় নয়, পৃথিবীর বহু দেশেই এই প্রবণতা কমবেশি দেখা যায়। রাজনীতিতে এমন ঘটনা বারবার ঘটে আসছে, যা ক্ষমতার গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দলবদলের উদাহরণ অজস্র। ১৯৬৪ সালে হিলারি ক্লিনটনকে আরিজোনা রিপাবলিকানদের হয়ে প্রচার করতে দেখা গেলেও, পরবর্তীতে তিনি ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রেসিডেন্ট পদের জন্য রিপাবলিকান পার্টির টিকিট না পেয়ে ১৯১২ সালে রুজভেল্ট প্রগ্রেসিভ পার্টি (বুল মুজ পার্টি নামেও পরিচিত) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যদিও পরে তিনি পুরোনো দলেই ফিরে আসেন। মার্কিন সিনেটেও দলবদলের ঘটনা বিরল নয়। ১৯৯৪ সালে পাঁচজন হাউস ডেমোক্র্যাট ও দুজন সিনেট ডেমোক্র্যাট রিপাবলিকান পার্টিতে যোগ দেন। ২০০১ সালে জিম জেফর্ডস রিপাবলিকানদের সঙ্গত্যাগ করে 'স্বাধীন' হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করলেও, তাঁর রাজনৈতিক রাশ ছিল ডেমোক্র্যাটদের হাতে। ২০০৯ সালেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল, যা প্রমাণ করে যে, ব্যক্তিগত রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রায়শই দলের প্রতি আনুগত্যের ঊর্ধ্বে স্থান পায়।

তুরস্কের কিউবিলে উগানের সাতবার নিজের দল থেকে ইস্তফা দেওয়া এবং চারটি ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়া এক কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। অস্ট্রেলিয়ায় এক দল থেকে অন্য দলে যাওয়ার রেওয়াজ কম হলেও, নিজের দল ছেড়ে স্বাধীনভাবে থাকা বা নতুন দল প্রতিষ্ঠা করা সাধারণ ঘটনা। ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে ইতালিতে দলবদলের ইতিহাস সবচেয়ে বেশি। তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে ইতালির 'চেম্বার অফ ডেপুটিজ'-এর ২৫ শতাংশ সদস্য কোনও না কোনও সময় দলবদল করেছেন। ফিলিপাইনে দলবদল একটি 'নীতি' হিসেবেই বিবেচিত হয়। মালয়েশিয়ার মতো রাষ্ট্র দলবদলের ধাক্কায় বিরক্ত হয়ে শেষপর্যন্ত আইন করে এটিকে বন্ধ করেছে। আফ্রিকা ও পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশও এই প্রবণতা থেকে মুক্ত নয়, বরং সেখানেও ক্ষমতার পরিবর্তন ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য দলবদল একটি সাধারণ কৌশল।

ভারতে দলবদলের প্রবণতা কমাতে ১৯৮৫ সালে সংবিধানের ৫২তম সংশোধনের মাধ্যমে দশম তফশিল বা দলত্যাগ বিরোধী আইন পাশ করা হয়। কিন্তু এই আইন 'আয়ারাম গয়ারাম'দের আটকাতে পারেনি। 'আয়ারাম গয়ারাম' শব্দবন্ধটি মজার ছলে তৈরি হলেও, এর বাস্তব ভিত্তি হরিয়ানার বিধায়ক গয়ালালকে ঘিরে। ১৯৬৭ সালে তিনি হাসানপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেন এবং একই দিনে কয়েকবার কংগ্রেস ও ইউনাইটেড ফ্রন্টে যোগ দিয়ে এক অবিশ্বাস্য রেকর্ড তৈরি করেন। তখন প্রায়শই প্রশ্ন করা হত, 'গয়ারাম আজ কোন দলে?' শেষপর্যন্ত পনেরো দিন পর হরিয়ানার কংগ্রেস নেতা রাও বীরেন্দ্র সিং সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করেন, 'গয়ারাম এখন আয়ারাম', অর্থাৎ তিনি আবার কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন। এই ঘটনা ভারতীয় রাজনীতির একটি প্রতীকী চিত্র হয়ে আজও বিদ্যমান।

আমাদের রাজ্যেও এই 'আয়ারাম গয়ারাম' সংস্কৃতি সমানভাবে বিদ্যমান। বিশেষ করে নির্বাচনের আগে এই দৃশ্য কমবেশি প্রতিবারই দেখা যায়। দলবদলকারীরা যদিও দেশের প্রতি তাঁদের গভীর চিন্তার যুক্তি দেন, আসল কারণটি বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। সম্প্রতি, একটি জেলা শহরে শাসকদল ছেড়ে শতাব্দীপ্রাচীন এক দলে যোগ দিয়ে একজন পরিচিত নেতা কেঁদে ফেলেন। দীর্ঘদিন ধরে শাসকদলে কোণঠাসা হয়ে থাকলেও, 'বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার' আশায় তিনি চুপ করে ছিলেন। কিন্তু যখন প্রার্থীতালিকায় তাঁর স্থান হল না, তখনই তিনি দল ছাড়লেন। শোনা যাচ্ছে, নতুন দল তাঁকে প্রার্থী করতে পারে। এই ধরনের ঘটনাগুলি ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতার লোভের স্পষ্ট প্রতিফলন।

দলবদল এক বৈষয়িক রাজনৈতিক প্রবণতা হলেও, এর মূল চালিকাশক্তি প্রায়শই আদর্শের চেয়ে ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকার আকাঙ্ক্ষা। যুক্তরাষ্ট্র থেকে মালয়েশিয়া, ভারত থেকে ইতালি– সর্বত্রই এই ধারা বিদ্যমান। বিশেষ করে ভারতীয় রাজনীতিতে 'আয়ারাম গয়ারাম' সংস্কৃতি গভীর শিকড় গেড়েছে। যখনই নেতারা ব্যক্তিগত সুবিধা বা পদ হারানোর শঙ্কায় ভোগেন, তখনই দলবদলের পথ বেছে নেন। এই আদর্শহীনতা মেধাবী মানুষকে রাজনীতি থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে, যা গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎকে সংকটের মুখে ফেলছে।

আজকের রাজনীতি 'করে খাওয়ার' এক জায়গায় পরিণত হয়েছে। অপমানের শিকার হয়েও অনেকে চুপ থাকাকে শ্রেয় মনে করেন। মুখ তখনই খোলেন, যখন দেখেন তাঁরা আর প্রার্থীতালিকায় নেই। কেউ কেউ 'সম্মানের সঙ্গে' রাজনৈতিক জীবন শেষ করতে পারলেন না বলে আক্ষেপ করেন, আবার কেউ কেউ অভিমানে রাজনৈতিক সন্ন্যাস ঘোষণা করেন। এই প্রবীণ নেতাদের অনেকেই হয়তো দলবদল করেননি বা করবেন না, কিন্তু তাঁদের শারীরিক ভাষা বুঝিয়ে দেয়, তাঁরা আদৌ খুশি নন এবং সুযোগ পেলে অন্য কিছু ভাববেন না, এমনটিও নয়। যেমন, উত্তরবঙ্গের এক বড় শহরে কানাঘুষো শোনা যায় যে, কোনও বয়স্ক নেতার জন্য একজন তরুণ দল ছেড়ে সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শের দক্ষিণপন্থী দলে যোগ দিয়েছিলেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, ওই বয়স্ক মানুষটির জন্য তিনি কখনোই বিধায়ক হতে পারবেন না। এটি এক দুঃখজনক বাস্তবতা, যেখানে আদর্শের চেয়ে ব্যক্তিগত ক্ষমতা লাভই মুখ্য হয়ে ওঠে।

একসময় বামপন্থীদের আদর্শ ও নীতি নিয়ে চলার কারণে তাদের দলবদল থেকে মুক্ত মনে করা হত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। নতুন শাসকদলে ভিড় জমিয়েছিলেন একদা বামপন্থীরা। তাঁদের অনেকেই আজ ক্ষমতার কেন্দ্রে। কেউ কেউ নির্লজ্জ দুর্নীতিতে জড়িয়েও প্রার্থীতালিকায় স্বমহিমায় রয়ে গিয়েছেন। বর্তমান শাসকদলেও অনেক জায়গায় অন্য দল থেকে আসা এই নেতারাই ছড়ি ঘোরাচ্ছেন। যাঁরা দলের সঙ্গে প্রথম থেকে ছিলেন, তাঁরা আজ ব্যাকফুটে। কেউ দল ছেড়েছেন, কেউ আবার রাজনৈতিক হতাশা ঢাকতে কিছু হবে না জেনেও এমন সব দলে ভিড়ছেন, যারা এ বঙ্গে একেবারেই অপরিচিত। সামাজিক কোনও আন্দোলনের ফায়দা তুলে, রাজনৈতিক দলের তুল্যমূল্য বিচার করে নির্বাচনি বৈতরণি পার হওয়ার ধান্দাতেও কেউ কেউ লেগে আছেন; এঁরাও দলবদলু। এই প্রবণতাগুলি রাজনৈতিক আদর্শের অবক্ষয়কেই নির্দেশ করে।

গত বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায়, এবার জার্সি বদলে অন্য দলের হয়ে নেমে পড়ার সংখ্যাটা কিছুটা কম। তবে নিজের দলের কর্মী খুনে অভিযুক্ত দলবদলুর নির্বাচনে টিকিট পাওয়াটা বেশ অভিনব। অবশ্য যে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা নিজেই দলবদলকারী, সেই রাজ্যে হয়তো এটাই স্বাভাবিক। মনে রাখা প্রয়োজন, রাজ্যের বর্তমান প্রধানও একসময় দলবদল করেছিলেন; পার্থক্য এই যে, তিনি নতুন কোনও দলে যাননি, বরং নতুন দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্তমানে হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া, কমবেশি প্রায় সকলেই দলবদলের রোগে আক্রান্ত। কেউ অন্য দলে যোগ দিয়েছেন, কেউ আবার পিংপং বলের মতো এদিক-ওদিক করেছেন। এই বিষয়ে প্রবীণ-নবীন কেউই আর কলঙ্কমুক্ত নন। রাজনীতিতে নীতি-আদর্শের চেয়ে ক্ষমতার প্রলোভন যে প্রবল, তা এই ঘটনাগুলি স্পষ্ট করে তোলে।

একটা সময় পুরোনো দল ছেড়ে অন্য দল প্রতিষ্ঠা করা বা নতুন দলে যোগ দেওয়ার পেছনে হয়তো কিছুটা আদর্শ কাজ করত। কিন্তু আজ সেই দিন নেই। আদর্শহীনতা এখন রাজনীতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে। যে কোনওভাবে ক্ষমতায় থাকাই আজকাল রাজনীতির একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দলবদল যেন অতি সাধারণ এক বিষয়। কিন্তু এই দলবদলকারীরা বুঝতে পারছেন না যে, এর ফলে সামগ্রিকভাবে তাঁরা ভারতীয় গণতন্ত্রের বিপদ ডেকে আনছেন। তাঁদের জন্যই মেধাবী ও মননশীল মানুষরা ক্রমশ রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। প্রাজ্ঞ, বুদ্ধিমান, সুবক্তা এবং আদর্শকে বুকে নিয়ে চলা সত্যিকারের নেতোরা হারিয়ে যাচ্ছেন। রাষ্ট্রের পক্ষে এটা কখনোই ভালো হতে পারে না। রাজনীতি যদি সমাজ সচেতন সুনাগরিক তৈরি করতে না পারে, তবে রাষ্ট্রের অগ্রগতি আর হবে কীভাবে? এ প্রশ্ন আজ জাতীয় রাজনৈতিক পরিসরে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের বাসিন্দা।)

আজ

১৯০৭

হিন্দিভাষী লেখিকা মহাদেবী বর্মার জন্ম আজকের দিনে।

১৯৮০

আজকের দিনে ফরাসি দার্শনিক, সমালোচক রলাঁ বার্থ প্রয়াত হন।

আলোচিত

পশ্চিমবঙ্গ হোক বা দেশ- যদি মুসলিম সংখ্যালঘু নেতা না থাকেন, তবে গোটা সম্প্রদায়ের উন্নয়ন হয় না। আমরা বাংলায় বেশি আসন চাই না। পশ্চিমবঙ্গে ভালো অবস্থায় নেই মুসলিম সমাজ। তাদের ওপর শোষণ বন্ধ করতে হুমায়ুনের সঙ্গে জোট বেঁধেছি।

- আসাদউদ্দিন ওয়াইসি

ভাইরাল/১

প্লাস্টিকের জলের বোতল ফেলার জায়গা খুঁজছেন এক ভিনদেশি তরুণ। পুরোনো দিল্লিতে ডাস্টবিন দেখতে না পেয়ে তিনি কয়েকজনের সাহায্য চান। প্রত্যেকেই তাঁকে নির্দ্বিধায় রাস্তা অথবা ড্রেন- যেখানে ইচ্ছা বোতল ফেলার 'পরামর্শ' দেন। হতভম্ব ওই বিদেশি পর্যটক।

ভাইরাল/২

বিয়েবাড়িতে পেট্রোল পাম্প! তবে জ্বালানি নয়, এই পাম্প থেকে ঠান্ডা পানীয় পাওয়া যাচ্ছে। যার পোশাকি নাম 'ড্রিংক স্টেশন'। তেল ভরার কায়দায় পাম্পের নোজল ব্যবহার করে অতিথিরা গ্লাসে পছন্দের পানীয় ভরে নেওয়ার ব্যাপারটাকে চুটিয়ে উপভোগ করছেন।

জনমন

জনমত

টোটোর দৌরাত্ম্য ঃ আর কত প্রাণ?

ইদানীং জলপাইগুড়ি শহরের নিত্য উপদ্রবের আরেক নাম টোটো। সকাল-সন্ধ্যা শহরের জনবহুল রাস্তায় প্রশাসনিক উদাসীনতায় ছুটে চলেছে অসংখ্য টোটো। ট্রাফিক আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে চলমান পথচারীকে কখনও স্পর্শ, কখনও প্রায় ধাক্কা দিয়ে দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে এবং পরিণামে প্রায়দিনই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে। আর এই দুর্ঘটনার অভিঘাত যখন নিজের পারিবারিক জীবনের অন্দরমহলে আছড়ে পড়ে তখন মর্মে মর্মে সেই উপলব্ধির তীব্রতা আরও বাড়ে। যান্ত্রিক ত্রুটিযুক্ত টোটো এবং মাদকাসক্ত চালকের চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার মূল্য দিতে হয় আমাদের মতো আরও কত পরিবারকে তার হিসেব কে রাখে! অথচ প্রশাসনের নাকের ডগা দিয়েই চলছে এই অনিয়ম, অনিয়ন্ত্রিত টোটোর চলাচল।

শুধু শহরের মধ্য দিয়েই নয়, বেআইনিভাবে হাই রোড ধরেও চলছে ঝুঁকিপূর্ণ টোটোর অনিয়ন্ত্রিত চলাচল। 'হাইওয়েতে হাত গুটিয়ে পুলিশ' শিরোনামে ২৪ মার্চ উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত খবরে আঁতকে উঠতে হয়। খবরে প্রকাশ, গয়েরকাটা থেকে বীরপাড়াগামী হাইরোড ধরে চলা একটি টোটো তেলিপাড়ায় আরেকটি টোটোকে পেছন থেকে ধাক্কা মারলে ঝাঁকুনিতে মায়ের কোল থেকে ছিটকে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় কন্যাসন্তানটির। এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনার দায় কার? কীভাবে পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে ব্যস্ত হাই রোড ধরে টোটো চলাচল করে? দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে কিছুদিন নজরদারি চললেও সময়ের স্রোতে আবার সেই উদাসীনতার স্রোতে গা ভাসিয়ে চলার বেনিয়মই যেন এখন এক অলিখিত নিয়ম। এর থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে নিতে প্রশাসনকে কঠোর থেকে কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে।

গৌতমেন্দু নন্দী, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মনুমেন্টের বদলে বেঁচে থাকার অধিকার

সরকারি হাসপাতালের অব্যবস্থা এবং নির্বাচনের বিপুল খরচের বোঝায় নাভিশ্বাস ওঠে সাধারণ মানুষের।

অজিত ঘোষ

-এআই

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা নিয়ে লেখা কালজয়ী উপন্যাস 'অল কোয়াইট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'-এর রচয়িতা, বিখ্যাত জার্মান ঔপন্যাসিক এরিখ মারিয়া রেমার্ক লিখেছিলেন, মানুষ বেঁচে থাকতে তাকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু মৃত্যুর পর প্রচুর খরচে মনুমেন্ট বা স্মৃতিসৌধ তৈরি হয়। সেই টাকার সিকিভাগ দিয়ে যত্ন নিলে মানুষটি হয়তো আরও দশ-কুড়ি বছর বাঁচত, মনুমেন্টের কোনও প্রয়োজনই হত না। তাঁর এই উক্তিটি আজকের দিনের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। সম্প্রতি আরজি কর হাসপাতালে লিফট দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যুর রেশ কাটতে না কাটতেই আরেকটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। ট্রমা কেয়ারে প্রাথমিক চিকিৎসার পর এক প্রৌঢ়কে শৌচকর্মের জন্য পঞ্চাশ মিটার দূরে হাসপাতাল গেটের বাইরের সুলভ শৌচালয়ে হেঁটে যেতে বলা হয়। পরিবারের দাবি, ওইটুকু পথ হেঁটেই অচৈতন্য হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

রাজ্যের বেশিরভাগ সরকারি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আজও সংযুক্ত শৌচালয়ের দেখা মেলে না। রোগীর প্রয়োজনে স্ট্রেচার জোগাড় করে নির্দিষ্ট বিভাগে নিয়ে যাওয়ার পুরো দায়িত্ব পরিবারকেই নিতে হয়, অনেক জায়গায় স্ট্রেচারের জন্য টাকা চাওয়ার ঘটনাও প্রকাশ্যে আসে। স্বাস্থ্য বিভাগ 'উন্নয়ন'-এর কথা বললেও বাস্তব হল, সরকারি হাসপাতালে সঠিক পরিষেবা মিললে 'স্বাস্থ্যসাথী' বা 'দুয়ারে চিকিৎসা'-র মতো প্রকল্পের প্রয়োজনই হত না। বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থাকে 'আলিবাবা ও চল্লিশ চোর'-এর সঙ্গে তুলনা করা যায়। সরকারি অব্যবস্থায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে মানুষ ঘটিবাটি বিক্রি করে বাধ্য হন আশপাশে গজিয়ে ওঠা নার্সিংহোমে ছুটতে। জনগণের করের টাকায় চলা এই ব্যবস্থায় সঠিক পরিষেবা ও সম্মান কি মানুষের প্রাপ্য নয়? বিধায়করা এলাকার উন্নয়নে সড়ক বা শ্মশান তৈরি করলেও নিম্নমানের কাজের মুনাফা লোটে একশ্রেণির অসাধু চক্র, আর দায় চাপে সেই জনগণের ঘাড়ে। রেমার্কের মনুমেন্টের প্রসঙ্গটি ঠিক এখানেই সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক।

অন্যদিকে, রাজ্যে নির্ধারিত হয়েছে নির্বাচনের দিনক্ষণ। ঝড়ের গতিতে চলছে প্রচার, চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। এই পারদের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন ভোটার। প্রচারে উন্নয়নের কথা এমনভাবে উঠে আসছে, যেন এই একটি নির্বাচনের দিকেই উন্নয়নের চাকা থমকে ছিল। কিন্তু বাস্তব হল, প্রতিটি নির্বাচনের মতো এই ভোটের বিপুল ব্যয়ভারও জনগণকেই বহন করতে হবে। এটি আক্ষরিক অর্থেই মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। এবারের বিধানসভা নির্বাচনের সম্ভাব্য খরচ প্রায় দু'হাজার কোটি টাকা, যা গতবারের তুলনায় পঁচিশ শতাংশ বেশি। দিন-দিন খরচের এই অঙ্ক বাড়ছে, আর তা মেটানোর দায় এসে পড়ছে সীমিত আয়ের মানুষের ওপর। মূল্যবৃদ্ধির জাঁতাকলে নাভিশ্বাস উঠছে আমজনতার।

ভোট এমন এক বিচিত্র উৎসব, যার হাত ধরে আসা বর্ধিত মূল্য আর হ্রাস পায় না। নির্দিষ্ট কারণ দেখিয়ে, প্রোটোকলের দোহাই দিয়ে জনপ্রতিনিধিরা নিজেদের বেতন বা ভাতা অনায়াসেই বৃদ্ধি করতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা পারেন না। অথচ ভোটের সময় এই সাধারণ জনগণই হয়ে ওঠেন ভোটের ভগবান।

তাহলে কি রাজ্যে নির্বাচন হবে না? নিশ্চয়ই হবে। তবে জনস্বার্থে এমন কোনও প্রোটোকল তৈরি হওয়া উচিত, যেখানে ভোটের খরচ নিয়ে সাধারণ ভোটারের সঙ্গে আলোচনা হবে। ভোট পরবর্তী মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস ওঠা ভোটার যাতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলতে পারেন, ভোট দেওয়ার পাশাপাশি নির্বাচনের খরচ নিয়ে প্রশ্ন তোলাও আমার গণতান্ত্রিক অধিকার। কম খরচে কীভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করা যায়, তার পথ ভোটাররাই বাতলে দেবেন।

(লেখক অক্ষরকর্মী। গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪০৩

পাশাপাশি : ১। তোপধ্বনি ৩। মদবিশেষ, আখের গুড় ৪। যোজনা, আকস্মিক ব্যাপার ৫। পীড়াপীড়ি বা টানাটানি ৭। ঘোড়া, গোরু প্রভৃতি জন্তুর ক্ষুর ১০। সান্ধ্যকালীন রাগিণী ১২। তরজা জাতীয় গান ১৪। জগৎ, পৃথিবী, বিশ্ব ১৫। অবিশ্বাস্য, অসম্ভব বা অদ্ভুত ১৬। কয়দিন, কতদিন, অল্প কিছুদিন।

উপর-নীচ : ১। যিনি নিদ্রা ও আলস্যকে জয় করেছেন, অর্জুন ২। দেবরাজ ইন্দ্রের আরেক নাম ৩। ভাঙা বা ফুটো কড়ি, অতি তুচ্ছ পরিমাণ ৬। কোরক, কুড়ি বা কলি ৮। ছোট অম্লমধুর ফলবিশেষ ৯। আজেবাজে বস্তু ১১। বস্ত্রাদির অতি মিহি বা সূক্ষ্মতার ভাব ১৩। চিনামাটি, কলাই প্রভৃতির থালা।

সমাধান ■ ৪৪০২

পাশাপাশি : ২। সূত্রপাত ৫। সেতার ৬। পাকশাসনি ৮। তিলি ৯। শক ১১। তালুকদার ১৩। তড়াক ১৪। ঝিকমিক।

উপর-নীচ : ১। ডিসেম্বর ২। সুর ৩। পাতক ৪। পাটনি ৬। পালি ৭। শাবক ৮। তিলেক ৯। শর ১০। শশিকর ১১। তামাশা ১২। দারক ১৩। তক।

বিন্দুবিসর্গ

সর্বদলীয় বৈঠক বয়কট তৃণমূলের

বুকিংয়ের গেরোয় নাভিশ্বাস আমজনতার

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : আমেরিকা, ইজরায়েল কিংবা ইরান চাইছে কি না জানা নেই। তবে যুদ্ধ দ্রুত মিটে যাওয়ার জন্য কাতর হয়ে প্রার্থনা করছে ভারতের সাধারণ মানুষ। কারণ যুদ্ধ না থামলে ভারতে রান্নার গ্যাস নিয়ে বিড়ম্বনাও যে বন্ধ হবে না সেটা এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। সময় যত গড়াচ্ছে ততই রান্নার গ্যাস নিয়ে গ্রাহকদের সমস্যা বাড়ছে। ছবিটা দেশের প্রায় প্রতিটি জেলা, প্রতিটি শহর, প্রতিটি মফসসল, প্রতিটি ব্লকে একই। কোথাও কম, কোথাও হয়তো একটু বেশি। সরকার মুখে যতই আশ্বাসবাণী শোনাক, বাস্তবে পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলছে গ্যাসের সিলিন্ডার বুকিং সংক্রান্ত সরকারের একের পর এক নির্দেশিকা।

মঙ্গলবার রাতে সমাজমাধ্যমে জানা গিয়েছিল, উজ্জ্বলা যোজনার বাইরে থাকা ডাবল সিলিন্ডারের গ্রাহকরা ৩৫ দিনের আগে নতুন করে বুকিং করতে পারবেন না। যাঁদের সিঙ্গল সিলিন্ডার তাঁদের ক্ষেত্রে অবশ্য সেই সময়সীমা ২৫ দিনই রয়েছে। কিন্তু বুধবার এই সংক্রান্ত যাবতীয় খবর সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে কেন্দ্র। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, সিঙ্গল হোক বা ডাবল, এলপিজি সিলিন্ডার বুকিংয়ের সময়সীমার ক্ষেত্রে আগের নিয়মই চালু রয়েছে। অর্থাৎ শহরাঞ্চলে বুকিংয়ের ক্ষেত্রে ২৫ দিনের ব্যবধান থাকবে। আর গ্রামাঞ্চলে বুকিংয়ের ক্ষেত্রে ৪৫ দিনের ব্যবধান থাকছে। এদিকে এদিন কেন্দ্রের ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন রাজনাথ সিং। উপস্থিত ছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী, সংসদ বিধয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং বিদেশসচিব বিক্রম মিস্ত্রি। তবে তৃণমূল কংগ্রেস এই বৈঠকে যোগ দেননি। তাদের অভিযোগ, মধ্যপ্রাচ্যের ইশ্যু নিয়ে সংসদে আলোচনা না করে কেন কনফারেন্স রুমে বৈঠক করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার রাতে সমাজমাধ্যমে সিলিন্ডার বুকিংয়ের যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল তা ভুল এবং বিভ্রান্তিকর বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের বক্তব্য, 'এই ধরনের কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। সিলিন্ডার বুকিংয়ের ক্ষেত্রে যে নিয়ম চালু ছিল সেটাই জারি রয়েছে।' সাধারণ মানুষকে অহেতুক আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি ভুলভাল তথ্য ও সংবাদ খতিয়ে দেখতেও বলেছে কেন্দ্র।

সিলিন্ডার সরবরাহকারীদের সংগঠন মঙ্গলবার জানিয়েছিল, দুটি সিলিন্ডার বুকিংয়ের মাঝে সময়ের ব্যবধান পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু পিআইবি বুধবার জানিয়েছে, সময়ের ব্যবধান বদলের যে তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে তা ভুল। ইন্ডেন এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটর অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র বিজন বিশ্বাস বলেন, 'সিস্টেমটা এমন করে দেওয়া হয়েছে যেখানে শহরে ৩৫ দিন এবং গ্রামীণ ক্ষেত্রে ৪৫ দিন ছাড়া বুকিং করা যাবে না। সিস্টেমটা যেভাবে করে দেওয়া হয় আমরা সেভাবেই পরিষেবা দিতে পারি।'

পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের যুগ্মসচিব সুজাতা শর্মা অবশ্য এদিনও দাবি করেছেন, ভারতে এলপিজি পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত আছে। আতঙ্কের কোনও কারণ নেই। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল জানিয়েছে, সারাদেশে এলপিজি গ্যাস সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রয়েছে। কিন্তু বাস্তব ছবিটা কিন্তু অন্য কথা বলছে। কলকাতার পাটুলিতে ইন্ডেন গ্যাসের ডেলিভারি বয়রা জানিয়েছেন, চাহিদা যতটা রয়েছে সেই পরিমাণে সরবরাহ নেই। ডেলিভারি বয়দের সাফ কথা, 'এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আমাদের পক্ষে সিলিন্ডার সরবরাহ করা মুশকিল।'

পাইপবাহিত প্রাকৃতিক গ্যাসে জোর কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : ইরান যুদ্ধের কারণে দেশে এলপিজি সিলিন্ডারের সংকট ক্রমশ বাড়ছে। এই অবস্থায় গ্যাস বুকিং এবং তার সরবরাহ ঘিরে গ্রাহকদের মধ্যে একরাশ বিড়ম্বনার মধ্যেই পাইপবাহিত প্রাকৃতিক গ্যাস বা পিএনজি-তে জোর দিল কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার সরকার জানিয়েছে, যে সমস্ত এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে রান্নার গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার পরিকাঠামো রয়েছে, সেখানকার বাসিন্দারা ওই সংযোগ না নিলে তিন মাস পর থেকে এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হবে। জ্বালানির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এলপিজি নির্ভরতা কমাতেই এই কড়া পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

গ্যাস সরবরাহে সংকট নেই বলে মুখে দাবি করা হলেও পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে ভারতে এলপিজি আমদানিতে বড় ধরনের ঘাটতি তৈরি হয়েছে। এই সংকট মোকাবিলায় এবং গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকার গৃহস্থালি এবং বাণিজ্যিক—উভয় ক্ষেত্রেই পিএনজি ব্যবহারে জোর দিচ্ছে। এই পিএনজি সরাসরি রান্নাঘরের ওভেনে পৌঁছায় এবং এতে সিলিন্ডার বুকিংয়ের কোনও ঝামেলা থাকে না। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক ন্যাচারাল গ্যাস অ্যান্ড পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস ডিস্ট্রিবিউশন অর্ডার, ২০২৬ জারি করেছে। যুদ্ধের কারণে উপসাগরীয় অঞ্চলে গ্যাস উৎপাদন পরিকাঠামোর ক্ষতি এবং হরমুজ প্রণালীতে অচলাবস্থার কারণে এলপিজি আমদানিতে সমস্যা হচ্ছে। পিএনজি মূলত দেশীয় স্তরে উৎপাদিত এবং এর জোগানের উৎস বহুমুখী। এছাড়াও এই পদক্ষেপের মাধ্যমে বড় বড় শহরে এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ বন্ধ করে সেই সিলিন্ডারগুলি দেশের প্রত্যন্ত ও গ্রামীণ এলাকায় পাঠানো সম্ভব হবে, যেখানে এখনও পাইপলাইন পৌঁছায়নি।

২৪ মার্চ জারি করা নির্দেশে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কোনও এলাকায় পিএনজি নেটওয়ার্ক চালু হওয়ার পর নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও যদি কোনও পরিবার সংযোগ না নেয়, তবে তিন মাস পর তেল বিপণন সংস্থাগুলি সেখানে এলপিজি সিলিন্ডার দেওয়া বন্ধ করে দেবে। তবে যে সমস্ত ক্ষেত্রে পিএনজি সংযোগ দেওয়া প্রযুক্তিগতভাবে অসম্ভব, সেখানে সংশ্লিষ্ট সংস্থার নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট সাপেক্ষে সিলিন্ডার চালু রাখা যাবে।

শেষবিদায়... হরীশ রানার শেষকৃত্যে হাজির তাঁর পরিবার সহ অন্যান্যরা। বুধবার নয়াদিল্লিতে।

বঞ্চিত করেছেন মমতা, দাবি নির্মলার

চা বাগান নিয়ে তৃণমূলকে তোপ

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে হামেশাই সরব হন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রকে বাংলা বিরোধী বলেও নিশানা করেন তিনি এবং তৃণমূলের নেতানেত্রীরা। তার জবাবে তৃণমূলের বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের সঙ্গে অন্যায় করার পালটা অভিযোগ তুলে সুর চড়ালেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বুধবার লোকসভায় অর্থ বিল ২০২৬ নিয়ে বিতর্কের জবাবি বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'তৃণমূল চা বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে অন্যায় করেছে। রাজ্যের ৩ লক্ষ ৭৯ হাজার চা-শ্রমিককে সরকারি সুযোগসুবিধা থেকে মমতার সরকার বঞ্চিত করে রেখেছে।' তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের মন্তব্যের জবাবে নির্মলা ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলেন, 'তৃণমূল সরকার প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক প্রোৎসাহন যোজনা কার্যকর করেনি। পিএম কিষান দু-বছর দেরি করে কার্যকর করা হয়েছিল রাজ্যে।'

> তৃণমূল চা বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে অন্যায় করেছে। রাজ্যের ৩ লক্ষ ৭৯ হাজার চা-শ্রমিককে সরকারি সুযোগসুবিধা থেকে মমতার সরকার বঞ্চিত করে রেখেছে।
>
> নির্মলা সীতারামন

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, 'দারিদ্র্যের প্রান্তসীমায় থাকা চা শ্রমিকদের আপনারা ন্যায়বিচার দেননি। অথচ অর্থ বরাদ্দ প্রস্তুত ছিল। কেন করেননি আপনারা?' আসন্ন বিধানসভা ভোটে তৃণমূল এবং বিজেপি উভয় শিবিরই উত্তরবঙ্গকে টার্গেট করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে উত্তরবঙ্গে নির্বাচনি প্রচার করছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও উত্তরবঙ্গে প্রচারে যাওয়ার কথা। তার আগে এদিন চা শ্রমিকদের বঞ্চনার প্রসঙ্গে রাজ্যকে কাঠগড়ায় তুলে বার্তা দিয়ে রাখলেন নির্মলা সীতারামন। কংগ্রেসকে নিশানা করে এদিন তিনি বলেন, 'সামান্য একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক সংকটের সময় ইউপিএ সরকার কেঁপে গিয়েছিল। অথচ করোনার সময় ভারতীয় অর্থনীতিতে নামমাত্র প্রভাব পড়েছিল।' ডিএমকে-কেও খোঁচা দেন তিনি।

হরিশের শেষকৃত্যে কাঁদলেন পড়শিরাও

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : অবসান হল ১৩ বছরের অনন্ত যন্ত্রণার। শান্তিপারাবারে পাড়ি দিলেন ভারতের ইতিহাসে প্রথম 'পরোক্ষ নিষ্কৃতিমৃত্যু'র অনুমতি পাওয়া হরিশ রানা। যাওয়ার আগে দিয়ে গেলেন নিজের চোখ আর হৃদয়। বুধবার সকালে দক্ষিণ দিল্লির গ্রিন পার্কে চোখের জলে হরিশের অন্ত্যেষ্টি সারলেন পরিবার ও পড়শিরা।

২০১৩ সালে চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের চারতলা থেকে পড়ে গিয়ে কোমায় চলে গিয়েছিলেন একসময়ের তুখোড় বক্সার ও মেধাবী ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া হরীশ। সেই থেকে নিস্পন্দ দেহ নিয়ে বিছানাই ছিল তাঁর পৃথিবী। ছেলের অসহ্য কষ্ট লাঘব করতে দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁর বাবা অশোক রানা ও মা নির্মলা দেবী। গত ১১ মার্চ শীর্ষ আদালত হরিশের সম্মানজনক মৃত্যুর অধিকার রক্ষায় জীবনদায়ী ব্যবস্থা সরিয়ে নেওয়ার অনুমতি দেয়। সেই অনুযায়ী গত মঙ্গলবার বিকাল ৪টে ১০ মিনিটে দিল্লির এইমস-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৩১ বছর বয়সি এই তরুণ। বুধবার সকালে যখন তাঁর নিথর দেহ শ্মশানে আনা হয়, তখন উপস্থিত সকলের চোখের কোণেই ছিল জল। তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন ছোট ভাই আশিস। প্রিয় সন্তানকে বিদায় জানাতে গিয়ে শোকাতুর বাবা উপস্থিত সকলকে শান্ত করে বলেন, 'আপনারা কাঁদবেন না, ও এখন অনেক ভালো জায়গায় আছে, শান্তিতে আছে।' শোকের চরম মুহূর্তেও বিরল মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে হরিশের চোখ ও হৃদযন্ত্রের ভালভ দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবার।

শনিবারেই কংগ্রেসের প্রার্থীতালিকা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : জোটের অঙ্ক সরিয়ে এবার 'একলা চলো' নীতিতে অনড় কংগ্রেস। আগামী শনিবার দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির হাইভোল্টেজ বৈঠকের পরেই প্রকাশিত হতে চলেছে বাংলার ২৯৪টি আসনের পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা। তবে এবারের লড়াই স্রেফ গদি দখলের নয়, বরং বাংলায় কংগ্রেসের হারিয়ে যাওয়া জমি পুনরুদ্ধারের মরণ-বাঁচন লড়াই।

দলের অন্দরমহল সূত্রে খবর, এবার আর শুধু মালদা, মুর্শিদাবাদ বা উত্তর দিনাজপুরের গড়ে আটকে থাকতে চাইছে না হাত শিবির। সারা রাজ্যে সংগঠনকে অক্সিজেন দিতেই ২৯৪ আসনে প্রার্থী দেওয়ার এই বড় বাজি। লক্ষ্য খুব স্পষ্ট—স্রেফ ভোট নয়, এমন মুখ চাই যারা সারা বছর এলাকায় মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। তাই তালিকায় থাকছে একঝাঁক তরুণ মুখ এবং মহিলাদের বিশেষ প্রাধান্য। নতুন রক্ত সঞ্চার করে আগামীর নেতৃত্ব তৈরি করতে চাইছে দিল্লি।

রাজ্য রাজনীতির 'রবিনহুড' অধীর রঞ্জন চৌধুরীর কাঁধেই থাকছে মূল দায়িত্ব। শোনা যাচ্ছে, খোদ অধীরবাবু এবার বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই লড়াইয়ের ময়দানে নামতে পারেন। উত্তরবঙ্গের ঘাঁটি শক্ত করতে এবং পুরনো গড়গুলোতে আধিপত্য ফেরাতে কোমর বেঁধে নেমেছেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভা ভোটের এই লড়াই আসলে কংগ্রেসের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। শনিবারে প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর স্পষ্ট হবে, অধীরবাহিনী কোন কৌশলে বাংলার বুথে বুথে পদ্ম-ঘাসের মোকাবিলা করে।

ইরানের মিসাইল থেকে বাঁচতে বাঙ্কারে আশ্রয় নিয়েছে মানুষদের সঙ্গে ওরা। তেল আভিভে।

পদ্মায় বাস, নিখোঁজ ৪০

রাজবাড়ি, ২৫ মার্চ : চোখের পলকে যেন সব শেষ! ফেরিতে ওঠার জন্য পন্টুনে সবেমাত্র চাকা রেখেছিল যাত্রীবোঝাই বাসটি। কিন্তু কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভারসাম্য হারিয়ে হুড়মুড়িয়ে সোজা পদ্মার অতল গর্ভে তলিয়ে গেল সেটি। বুধবার বিকেল সওয়া পাঁচটা নাগাদ বাংলাদেশের রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ঘাটে ঘটা এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় অন্তত ৪০ জন যাত্রীর সলিল সমাধির আশঙ্কা করা হচ্ছে। আপাতত মাত্র ২ জনকে জীবিত উদ্ধার করা গেলেও, বাকিদের খোঁজে নদীতে চলছে ডুবুরিদের মরিয়া তল্লাশি।

পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে খবর, দৌলতদিয়া ঘাটের ৩ নম্বর পন্টুন দিয়ে ফেরিতে ওঠার সময় এই ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে। বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাটের এজিএম সালাহউদ্দিন জানান, ঢাকাগামী 'সৌহার্দ্য পরিবহণ'-এর ওই বাসটি পন্টুনে ওঠার মুখেই হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একপাশে হেলে যায় এবং মুহূর্তের মধ্যে নদীর জলে ডুবে যায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে নৌ-পুলিশ, দমকল এবং স্থানীয় উদ্ধারকারী দল। তবে পদ্মার প্রবল স্রোত এবং ঘোলা জলের কারণে উদ্ধারকাজে ডুবুরিদের যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি পন্টুনের ভারসাম্যহীনতা—ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা, তা খতিয়ে দেখছে স্থানীয় প্রশাসন।

এদিকে, দৌলতদিয়া ঘাটে আছড়ে পড়েছে নিখোঁজ যাত্রীদের স্বজনদের কান্না। কেউ প্রিয়জনের খোঁজে হন্যে হয়ে ছুটছেন, মোবাইল ফোনে যোগাযোগের ব্যর্থ চেষ্টা পরিস্থিতিকে দমবন্ধ করা করে তুলছে। উদ্ধারকাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা বলা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

কংগ্রেসকে বাড়িছাড়া করার উদ্যোগ

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : লুটিয়েন্স দিল্লির আইকনিক ঠিকানা ২৪ আকবর রোড এবং রাইসিনা রোডের যুব কংগ্রেসের অফিস খালি করতে এবার চরম সময়সীমা বেঁধে দিল কেন্দ্র। আগামী ২৮ মার্চের মধ্যে এই অফিসগুলো ছাড়ার নোটিশ ধরানো হয়েছে। ৪৮ বছর ধরে যে ঠিকানা থেকে জাতীয় রাজনীতির একের পর এক মোড় ঘোরা সিদ্ধান্ত এসেছে, সেই সদর দপ্তর হাতছাড়া হওয়াকে কেন্দ্র করে বর্তমানে দিল্লির অন্দরে শোরগোল তুঙ্গে।

কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রকের এস্টেট ডিপার্টমেন্ট এই নোটিশ পাঠিয়েছে। সূত্রের খবর, ২৮ মার্চের পর ওই চত্বরে নিরাপত্তা বা পরিষেবা বজায় রাখা সম্ভব হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস হাইকমান্ড এই পদক্ষেপকে 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' বলে দেগে দিলেও কেন্দ্রের দাবি, গত বছরেই কংগ্রেসকে বিকল্প হিসেবে 'ইন্দিরা ভবন' বরাদ্দ করা হয়েছিল। নিয়ম মেনেই এই উচ্ছেদ।

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ২৪ আকবর রোড ছিল কংগ্রেসের প্রাণকেন্দ্র। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি থেকে এই বাংলোটি দলের সদর দপ্তর হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। গত বছর জানুয়ারিতে সদর দপ্তর লুটেন্স দিল্লির ৯এ কোটলা রোডে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলেও, আকবর রোডের ওই ঠিকানার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দলের দীর্ঘ ইতিহাস ও আবেগ। ৫ রাইসিনা রোডের দপ্তরটিও দলের সমন্বয় ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল।

হাসপাতালে সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : সোনিয়া গান্ধি অসুস্থ হয়ে স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালে ভর্তি। তাই আপাতত কেরলে নির্বাচনি সফর বাতিল করে দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। মঙ্গলবার রাতে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সোনিয়াকে। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। যে চিকিৎসকেরা তাঁকে দেখছেন তাঁরা জানিয়েছেন, সোনিয়ার অসুস্থতা গুরুতর নয়। হাসপাতালের চেয়ারম্যান অজয় স্বরূপ জানিয়েছেন, সোনিয়া গান্ধি আপাতত স্থিতিশীল রয়েছেন। তাঁর পেটে এবং মূত্রনালিতে সংক্রমণ হয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রাহুলের বদলে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে কেরলে যান বুধবার। কোঝিকোড়ে একটি জনসভাও করেন তিনি।

এটিএম-এ এলপিজি

গুরুগ্রাম, ২৫ মার্চ : ইরান যুদ্ধের জেরে এলপিজির আকাল হওয়ায় সংকট ক্রমেই বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে হরিয়ানার গুরুগ্রামে এটিএম থেকে এলপিজি সিলিন্ডার দেওয়ার অভিনব ব্যবস্থা করেছে বিপিসিএল। গুরুগ্রামের সেন্ট্রাল পার্ক ফ্লাওয়ার ভ্যালির সেক্টর ৩৩-এ এটিএম এলপিজি পাইলট প্রোজেক্ট শুরু হয়েছে। কীভাবে পাবেন? গ্যাস পাওয়ার জন্য গ্রাহককে তাঁর রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর দিতে হবে। নম্বর দিলেই ওটিপি আসবে। ওটিপির মাধ্যমে গ্রাহকের তথ্য যাচাইয়ের পর খালি সিলিন্ডার এটিএম মেশিনে ঢোকাতে হবে। টাকা দিতে হবে অনলাইনে। টাকা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার মেশিন থেকে বেরিয়ে আসবে। তবে এই সিলিন্ডারগুলিতে গ্যাসের পরিমাণ ১০ কেজি, ১৪ কেজি নয়।

অসমের চা-বলয়ে পদ্মের জমি শক্ত করছে মোদির পাট্টা

গুয়াহাটি, ২৫ মার্চ : আলমারির তাকে সযত্নে রাখা একটি বড় কার্ডবোর্ডের শংসাপত্র—ডিব্রুগড়ের দিনজয় চা বাগানের শ্রমিক কুঠার্তি ভূমিজের কাছে এটাই এখন সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। কারণ, খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত থেকে পাওয়া এই 'ডিজিটাল ল্যান্ড পাট্টা' বা জমির পাট্টাই তাঁকে রাতারাতি শ্রমিক মহল্লায় সেলিব্রিটি করে তুলেছে। অসমের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে, দীর্ঘদিনের বঞ্চনা দূর করে চা-শ্রমিকদের নিজস্ব জমির অধিকার দিয়ে কার্যত এক রাজনৈতিক মাস্টারস্ট্রোক দিল হিমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার।

অসমের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৭ শতাংশই হলেন চা-শ্রমিক, যাঁরা মূলত ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে আসা আদিবাসী। আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া এই সম্প্রদায় রাজ্যের ১২৬টি বিধানসভা আসনের মধ্যে অন্তত ৩০-৩৫টিতে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। স্বাধীনতার পর থেকে চা-বাগানের লেবার লাইনে (শ্রমিক আবাস) নিজেদের বাসভূমির জমির অধিকার ছিল তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবি। বাগানের মালিকপক্ষ এবং ম্যানেজমেন্টের আইনি বাধা ও বিরোধিতা সত্ত্বেও, ভোটের ঠিক মুখে ২৮,২৪১টি শ্রমিক পরিবারের হাতে জমির দলিল তুলে দিয়ে বাজিমাত করেছে বিজেপি। প্রতিশ্রুতি মোট ৩.৩৩ লক্ষ পরিবারকে এই পাট্টা দেওয়ার।

শুধু জমির পাট্টা নয়, 'অরুণোদয়' (মহিলাদের জন্য নগদ অর্থ) এবং 'এতি কলি দুটি পাত' (চা-শ্রমিকদের জন্য এককালীন ৫,০০০ টাকা)-এর মতো একাধিক সরকারি প্রকল্পও চা-বলয়ে বিজেপির ভোটব্যাঙ্ককে আরও শক্তপোক্ত করেছে। তবে ক্ষোভ যে একেবারেই নেই, তা নয়। পানিতোলা চা বাগানের শ্রমিক অজয় কালুন্ডির আক্ষেপ, 'তফশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এখনও পূরণ হয়নি। মজুরি ৩৫১ টাকা করার কথা থাকলেও মাত্র ৩০ টাকা বেড়েছে।' তা সত্ত্বেও, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ায় অধিকাংশ শ্রমিকের ঝোঁক এখন পদ্ম শিবিরের দিকেই।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে উচ্চ ও উত্তর অসমের চা-বলয়ের ৪২টি আসনের মধ্যে ৩৬টিতেই সুইপ করেছিল এনডিএ জোট। এবারও সেই ধারা বজায় রাখতে মরিয়া বিজেপি। কংগ্রেস বিজেপির পদক্ষেপকে 'স্রেফ লোক দেখানো' বলে কটাক্ষ করেছে। কংগ্রেস প্রার্থী প্রাঞ্জল ঘাটোয়ারের দাবি, 'প্রকৃত সমস্যাগুলো না মিটিয়ে ভোটের আগে তড়িঘড়ি পাট্টা বিলি করা হচ্ছে। চা-জনজাতির বিধায়ক সংখ্যাও ১০ থেকে কমে ৫ হয়ে গিয়েছে।' তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, জমির পাট্টা এবং নগদ প্রকল্পের জোড়া ফলায় ভর করে অসমের চা-বাগানে এবারও যথেষ্ট স্বস্তিতেই রয়েছে গেরুয়া শিবির।

উঠল সেনসেক্স

মুম্বই, ২৫ মার্চ : টানা পতনের ধাক্কা সামাল দিয়ে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় শেয়ার বাজার। মঙ্গলবারের পর বুধবারও বড় অঙ্কের উত্থান হল দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটির। বুধবার দিনের শুরু থেকেই ঊর্ধ্বমুখী ছিল শেয়ার বাজার। লেনদেন শেষে সেনসেক্স ১২০৫ পয়েন্ট উঠে ৭৫২৭৩.৪৫ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একইভাবে নিফটি ৩৯৪.০৫ পয়েন্ট উঠে ২৩৩০৬.৪৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, টানা পতনের জেরে বহু সংস্থার শেয়ারদর অনেকটাই কমেছে। কম দামে শেয়ার কেনার হিড়িকে সূচক ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারগুলির উত্থান, ইরান যুদ্ধের তীব্রতা কমা ইত্যাদি কারণেও লগ্নিকারীরা শেয়ার কেনায় উৎসাহ দিয়েছেন।

ট্রাম্পের ১৫ দফা বনাম ইরানের পালটা শর্ত

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ২৫ মার্চ : অবশেষে ২৬ দিনের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের যবনিকা পতন! না কি খাদের কিনারায় মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি? মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষিত '১৫ দফা শান্তি প্রস্তাব' এবং তার জবাবে তেহরানের পালটা শর্ত, এই দুয়ের টানাপোড়েনে এখন সরগরম আন্তর্জাতিক কূটনীতি। একদিকে ওয়াশিংটন যখন ইরানের পরমাণু কর্মসূচি ও ক্ষেপণাস্ত্র ভাণ্ডার গুঁড়িয়ে দেওয়ার ছক কষছে, অন্যদিকে তেহরান স্পষ্ট করে দিয়েছে, মাথা নীচু করে নয়, বরং সমানে সমানে লড়াইয়ের মেজাজেই তারা আলোচনার টেবিলে বসতে চায়।

ট্রাম্পের এই ১৫ দফা পরিকল্পনার লক্ষ্য হল, ইরানকে সামরিক ও কৌশলগতভাবে পঙ্গু করে দেওয়া। এই প্রস্তাবের প্রধান শর্তগুলির তালিকায় রয়েছে, ইরানকে তাদের সমস্ত পারমাণবিক ক্ষমতা এবং নাতানজ, ইসফাহান ও ফরডোর মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলি পুরোপুরি ধ্বংস করতে হবে। ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ সম্পূর্ণ বন্ধ করে মজুত থাকা ৬০ শতাংশ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম রাষ্ট্রসংঘের হাতে তুলে দিতে হবে। ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ও সংখ্যা নির্ধারণ করে দেবে আমেরিকা, যা শুধু আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহার করা যাবে। হরমুজ প্রণালীকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখবে। হামাস, হিজবুল্লা, হুতির মতো আঞ্চলিক সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে অর্থ-অস্ত্র সাহায্য বন্ধ করবে ইরান। বিনিময়ে ওয়াশিংটন আংশিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং একটি রাষ্ট্রসংঘ নিয়ন্ত্রিত অসামরিক পরমাণু প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দেবে। ট্রাম্পের দাবি, ইরান একটি 'বিরাট উপহার' পাঠিয়েছে এবং তারা চুক্তি করতে 'মরিয়া'। ট্রাম্পের কথায়, 'ওরা অসাধারণ কাজ করেছে। আমাদের একটি উপহার দিয়েছে যা আজ এসে পৌঁছেছে।'

ট্রাম্পের শর্ত	ইরানকে তাদের সমস্ত পারমাণবিক ক্ষমতা এবং নাতানজ, ইসফাহান ও ফরডোর মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলি পুরোপুরি ধ্বংস করতে হবে। ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ সম্পূর্ণ বন্ধ করে মজুত থাকা ৬০ শতাংশ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম রাষ্ট্রসংঘের হাতে তুলে দিতে হবে। ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা নির্ধারণ করে দেবে আমেরিকা। হরমুজ প্রণালীকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে হবে। সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে সাহায্য বন্ধ করবে ইরান।
ইরানের দাবি	মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমেরিকার সমস্ত সামরিক ঘাঁটি সরিয়ে নিতে হবে। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির জন্য আমেরিকা ও ইজরায়েলকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলের জন্য 'ট্রানজিট ফি' দিতে হবে।

এদিকে ট্রাম্পের প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়ে ইরান তাদের নিজস্ব শর্তাবলি পেশ করেছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের রিপোর্ট বলছে, তেহরানের দাবিগুলি আমেরিকার চেয়েও কঠোর। তাদের প্রথম দাবি, মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমেরিকার সমস্ত সামরিক ঘাঁটি সরিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির জন্য আমেরিকা ও ইজরায়েলকে বিপুল আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এছাড়া হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচলের জন্য ইরানকে 'ট্রানজিট ফি' দিতে হবে। যদিও পর্দার আড়ালে কিছুটা নমনীয়তার ইঙ্গিত মিলছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি, ইরান ৫ বছরের জন্য ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি স্থগিত রাখা এবং ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কমানোর বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

তেহরান অবশ্য প্রকাশ্যে ট্রাম্পের সঙ্গে কোনও ধরনের আলোচনার কথা অস্বীকার করেছে। বুধবার সেদেশের সেনাবাহিনীর শীর্ষ মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইব্রাহিম জোলফাগারি একটি ভিডিও বার্তায় মার্কিন প্রেসিডেন্টকে প্রশ্ন করেছেন, ট্রাম্প কি আসলে নিজের সঙ্গেই নিজে আলোচনা করছেন?

চলো যাই
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ভ্রমণের নতুন ঠিকানা

প্রকৃতির গুপ্তধনের খোঁজে

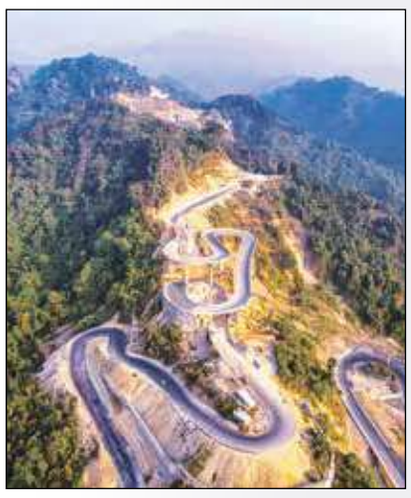

রোজকার একঘেয়ে রুটিন, কাজের প্রবল চাপ আর কংক্রিটের জঙ্গলের দমবন্ধ করা পরিবেশ থেকে একটু মুক্তি পেতে মন যখন হাঁসফাঁস করে ওঠে, তখন অবচেতনভাবেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সবুজে ঘেরা কোনও এক অচেনা গন্তব্য। উত্তরবঙ্গের রূপ সর্বদাই বৈচিত্র্যময়। ডুয়ার্সের প্রবেশদ্বার হিসেবে ওদলাবাড়ির নাম কমবেশি আমাদের সকলেরই চেনা। শিলিগুড়ি থেকে খুব বেশি দূরের পথ নয়। তবে বেশিরভাগ পর্যটকই একে কেবল একটি ট্রানজিট পয়েন্ট বা চা পানের সাময়িক বিরতির জায়গা হিসেবেই দেখেন। তাঁদের গন্তব্য থাকে লাভা, লোলেগাঁও বা আরও দূরের কোনও পরিচিত পাহাড়ি শহর। কিন্তু এই চেনা জনপদের গণ্ডি পেরিয়ে একটু এদিক-ওদিক এগোলেই যে অপরূপ প্রকৃতির গুপ্তধন লুকিয়ে আছে, তা অনেকেরই অজানা থেকে যায়। উত্তরবঙ্গ সংবাদের ‘চলো যাই’-এর পাতায় আজ রইল ওদলাবাড়ি সংলগ্ন সেই চেনা গণ্ডির বাইরের কিছু অফবিট ঠিকানার গল্প, যেখানে প্রকৃতি তার সবটুকু উজাড় করে দিয়েছে। এই জায়গাগুলো যেন নিভৃতে নিজেদের রূপ সাজিয়ে বসে আছে শুধুমাত্র সত্যিকারের প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য।

রূপক দত্ত

শহরের পরিচিত কোলাহল আর গাড়ির হর্ন পিছনে ফেলে কিছুটা এগোতেই চারপাশের ক্যানভাসটা জাদুমন্ত্রের মতো বদলাতে শুরু করে। প্রথম চমক হিসেবে আপনার সামনে হাজির হবে নতুন লুপ পুল। এই পুলটি যেন সমতল আর পাহাড়ের মেলবন্ধনের এক অনন্য স্থাপত্য, যা মানুষের তৈরি কাঠামোর সঙ্গে প্রকৃতির এক আশ্চর্য বোঝাপড়া। পুলের ওপর দাঁড়ালে চোখের সামনে এক জাদুকরি দৃশ্যপট খুলে যায়, যা যে কোনও চিত্রশিল্পীর ক্যানভাসকেও হার মানাবে। একপাশে দিগন্ত বিস্তৃত চা বাগানের সবুজ গালিচা, যা বাতাসের দোলায় মৃদু কাঁপতে থাকে। আর ঠিক অন্যপাশে সগর্বে দাঁড়িয়ে থাকা হিমালয়ের পাদদেশের নীলচে পাহাড়ের সারি। পুলের ওপর দিয়ে যখন উত্তুরে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যায়, তখন মনে হয় যেন পাহাড় তার শীতল আলিঙ্গনে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে। রোদেলা দিনে এই লুপ পুল থেকে পাহাড়ের দৃশ্য এতটাই স্পষ্ট আর মনোরম হয় যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকাই যায়। নীল আকাশের গায়ে সাদা মেঘের ভেলা আর তার নীচে গাঢ় সবুজ পাহাড়- সব মিলিয়ে এক মায়াবী পরিবেশ। এই পুল পেরোনোর সময় থমকে দাঁড়িয়ে মনোরম ল্যান্ডস্কেপের কয়েকটা ফ্রেম লেন্সবন্দি না করলে এই যাত্রাপথ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

ওদলাবাড়ির এই অঞ্চলের রূপ আরও খোলতাই হয়েছে লিস আর ঘিস নদীর আশীর্বাদে। পাহাড়ের বুক চিরে নেমে আসা এই দুই নদী তাদের নিজস্ব আদিম ছন্দে বয়ে চলেছে। বর্ষায় এরা ভয়ংকর রূপ নিলেও, বছরের অন্য সময় লিস আর ঘিসের বিস্তীর্ণ পাথুরে নদীখাত এক অদ্ভুত প্রশান্তি এনে দেয়। নদীর পাড়ে গিয়ে শান্ত হয়ে বসলে কানে ভেসে আসে বড় বড় বোল্ডার আর নুড়ি পাথরে জল আছড়ে পড়ার অবিরাম শব্দ। এই ধ্বনি যেন প্রকৃতির এক নিজস্ব সুর, যা শহরের সমস্ত ক্লান্তি আর অবসাদ এক লহমায় মুছে ফেলার জন্য যথেষ্ট। নদীর বুকে বিকেলের দিকে যখন সূর্যের তির্যক আলো পড়ে রুপোলি আভা ছড়ায়, তখন মনে হয় যেন প্রকৃতি নিজের হাতে এক অপরূপ জলরংয়ের ছবি এঁকেছে। নদীর ধারে ইতিউতি ছড়িয়ে থাকা সাদা কাশফুল আর দূরে চরে বেড়ানো গবাদিপশুদের দৃশ্য এক অনাবিল গ্রাম্য শান্তির ছবি তুলে ধরে।

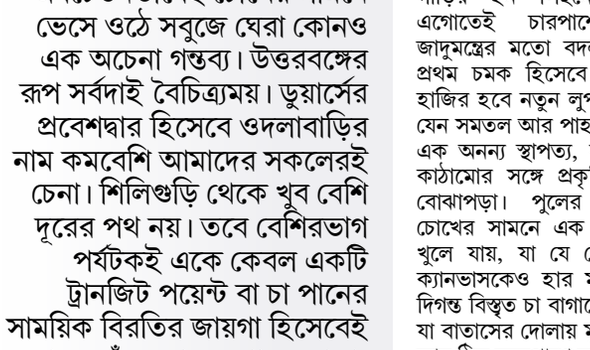

এই বিস্তীর্ণ নদীখাতের পাশ ঘেঁষেই গড়ে উঠেছে মানাবাড়ি এবং তুড়িবাড়ির মতো শান্ত, স্নিগ্ধ গ্রামগুলো। কংক্রিটের পিচঢালা রাস্তার বদলে এখানে আপনাকে স্বাগত জানাবে পায়ে চলা লাল মাটির মেঠো পথ। চারদিকে ছোট ছোট পাহাড়ি ধাঁচের ঘরবাড়ি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন উঠোনে ফুটে থাকা নাম-না-জানা অসংখ্য বুনো ফুল আর স্থানীয় মানুষদের মুখের অমলিন সরল হাসি নিমেষেই মন ভালো করে দেয়। তুড়িবাড়ির চা বাগানের মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় চায়ের কচি পাতার একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে ভেসে আসে। এখানকার মানুষজনের জীবনযাত্রা অত্যন্ত ধীর এবং শান্ত। শহুরে জীবনের ইঁদুর দৌড় বা ব্যস্ততার ছিটেফোঁটাও এখানে পৌঁছায়নি। স্থানীয় তরুণ থেকে শুরু করে বৃদ্ধ- সকলেরই সহজ-সরল জীবনযাপন পর্যটকদের মুগ্ধ করে। মেঘ আর রোদ্দুরের লুকোচুরি খেলার মাঝে এই গ্রামগুলোতে এক চক্কর হেঁটে নিলে মনে হবে যেন কোনও এক রূপকথার দেশে এসে পড়েছেন। এখানকার বাতাসে একটা অদ্ভুত সতেজতা আছে, যা শহরের ধোঁয়াটে বাতাসে অভ্যস্ত ফুসফুসকে নতুন করে প্রাণ দেয়।

প্রকৃতির আরও গভীরে প্রবেশ করতে চাইলে, আরও একটু অফবিটের স্বাদ পেতে চাইলে আপনাকে পাড়ি জমাতে হবে মানজিং এবং পাথরঝোরার দিকে। এই জায়গাগুলো এখনও তথাকথিত পর্যটকদের ভিড় আর কোলাহল থেকে একদম মুক্ত। পাথরঝোরা চা বাগানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এককথায় অনবদ্য এবং অকৃত্রিম। উঁচুনীচু টিলার গায়ে সবুজের বিশাল সমারোহ আর ব্যাকগ্রাউন্ডে গাঢ় সবুজ ঘন জঙ্গল, সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত মায়াবী এবং রহস্যময় পরিবেশ। মানজিং গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছালে পাহাড় যেন আরও আপনার কাছাকাছি চলে আসে। মনে হয় হাত বাড়ালেই যেন ছোঁয়া যাবে মেঘে ঢাকা চূড়াগুলোকে। পাহাড়ি ঝোরাগুলোর পাথরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বয়ে চলার কুলকুল শব্দ আর নাম-না-জানা বিচিত্র পাখির ডাক ছাড়া এখানে আর কোনও শব্দ নেই। এই নৈসর্গিক নির্জনতা উপভোগ করার জন্য ছোট ছোট পায়ে চলা পথ ধরে ট্রেকিং করে কিছুটা পথ হেঁটে যাওয়ার মজাই আলাদা। পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটার ক্লান্তি দূর হয়ে যায় চোখের সামনের দৃশ্য দেখে। এখানকার প্রতিটি বাঁকে যেন নতুন করে অবাক হওয়ার মতো দৃশ্য অপেক্ষা করে থাকে।

বিকেলের দিকে যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে, তখন এই পুরো এলাকার পরিবেশ যেন আরও মোহময়, আরও জাদুকরি হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যাঁরা ছবি তুলতে ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য এই সময়টা এক নিখুঁত ক্যানভাস তৈরি করে দেয়। লিস আর ঘিস নদীর জলে গোধূলির লালচে-সোনালি আলো পড়ে এক অপার্থিব আবেশ তৈরি করে। মানাবাড়ি ও তুড়িবাড়ির চা বাগান শ্রমিকরা যখন সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর পিঠে পাতা তোলার ঝুড়ি নিয়ে দলবেঁধে নিজেদের ডেরায় ফেরেন, তখন সেই অপরূপ দৃশ্য লেন্সবন্দি করার জন্য চিত্রগ্রাহকদের হাত নিশপিশ করবেই। সিল্যুয়েট ফ্রেমে এই দৃশ্যগুলো অনায়াসেই এক-একটি মাস্টারপিস হয়ে উঠতে পারে। দূরে পাহাড়ের গায়ে ধীরে ধীরে জ্বলে ওঠা টিমটিমে আলো দেখে মনে হয় যেন হাজার হাজার জোনাকি এক জায়গায় জড়ো হয়ে পাহাড়টাকে আলোকিত করে রেখেছে। রাতে এখানে যখন তারাভরা পরিষ্কার আকাশের নীচে বসে থাকা যায়, তখন মহাজাগতিক এক বিশালতার সামনে নিজেকে বড্ড ক্ষুদ্র, অথচ এই অপার প্রকৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে হয়।

সবশেষে অবশ্যই বলতে হয় নোয়াম ফরেস্টের কথা। জঙ্গলপ্রেমীদের জন্য এই জায়গাটি এক আস্ত স্বর্গরাজ্য। মাঝে মাঝে গাছের পাতার ফাঁক গলে সূর্যের আলো তিরের মতো মাটিতে এসে পড়ে, যা এক দারুণ রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করে। অবিরত ঝিঁঝিপোকার ডাক, শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কোনও বন্যপ্রাণীর হেঁটে যাওয়ার খসখস শব্দ আর স্যাঁতসেঁতে মাটির বুনো গন্ধ- সব মিলিয়ে নোয়াম ফরেস্ট পর্যটকদের এক আদিম বন্যতার স্বাদ এনে দেয়। ভাগ্য ভালো থাকলে এখানে দেখা মিলতে পারে নানা ধরনের বন্যপ্রাণী ও পাখির।

ওদলাবাড়ি সংলগ্ন এই স্বল্প পরিচিত এলাকাগুলো এককথায় প্রকৃত প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য এক আদর্শ আশ্রয়। চেনা গণ্ডি পেরিয়ে যাঁরা প্রতিনিয়ত নতুন কিছুর সন্ধানে থাকেন, যাঁরা ভিড়ভাট্টা আর পর্যটকদের কোলাহল এড়িয়ে প্রকৃতির একান্ত কাছাকাছি কিছুটা নিভৃত সময় কাটাতে চান, তাঁদের জন্য এর চেয়ে ভালো ঠিকানা আর হতে পারে না। কংক্রিটের ইট-কাঠ-পাথরের শহরে, নিজের কর্মব্যস্ত জীবনে ফিরে যাওয়ার আগে মানাবাড়ি, তুড়িবাড়ি, মানজিং, পাথরঝোরা আর নোয়াম ফরেস্টের এই স্নিগ্ধতা মনের মধ্যে এক অমলিন স্মৃতি হয়ে থেকে যাবে। এই স্মৃতিই আপনাকে পরবর্তী কাজের দিনগুলোতে নতুন করে বাঁচার রসদ জোগাবে। তাই আগামী ছুটির দিনগুলোতে আর অযথা দেরি না করে ব্যাকপ্যাকটা গুছিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারেন এই অচেনা ডুয়ার্সের টানে।

এখানকার সতেজ বাতাস আর সবুজ প্রকৃতি আপনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে।

সবুজের গালিচায় আধুনিকতার ডালি নিয়ে অপেক্ষায় প্যাচিয়ানো

শহরের যান্ত্রিক কোলাহল, ধুলোমাখা রোজনামচা আর প্রতিদিনের একঘেয়ে রুটিন থেকে দূরে কোথাও হারিয়ে যাওয়ার কথা ভাবলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক স্নিগ্ধ সবুজ ক্যানভাস। বুকভরে বিশুদ্ধ পাহাড়ি হাওয়া নেওয়া, চারপাশের বিস্তীর্ণ চা বাগানের মন কেমন করা নিস্তব্ধতা, আর তার বুক চিরে বয়ে চলা কোনও এক শান্ত নদীর কুলকুল ধ্বনি- এ যেন এক স্বপ্নের জগৎ। দিগন্ত বিস্তৃত নীল পাহাড়ের কোলে, প্রকৃতির এমন এক অনাবিল প্রশান্তির ঠিকানাই হল উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার ওদলাবাড়ির মানাবাড়ি চা বাগানের গভীরে অবস্থিত প্যাচিয়ানো রিসর্ট।

জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার মহকুমায় অবস্থিত এই রিসর্টটি কেবল একটি সাধারণ থাকার জায়গা নয়, বরং অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও অত্যাধুনিক বিলাসবহুল আতিথেয়তার এক অনবদ্য মেলবন্ধন। ইট-কাঠ-পাথরের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে প্রকৃতির এই মায়াময় কোলে পা রাখলেই মনে হবে যেন এক অন্য পৃথিবীতে এসে পড়েছেন, যেখানে সময় থমকে দাঁড়িয়েছে কেবল আপনারই বিশ্রামের জন্য।

প্যাচিয়ানো রিসর্টে প্রবেশের মুহূর্ত থেকেই চারপাশের সতেজ বাতাস আর সবুজের সমারোহ মনের যাবতীয় ক্লান্তি ও অবসাদ নিমেষে দূর করে দেয়। অতিথিদের আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যের কথা নিপুণভাবে মাথায় রেখে এখানে ২৪টি আকর্ষণীয় ও আধুনিক সুবিধাযুক্ত ঘরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতিটি ঘর অত্যন্ত যত্নসহকারে এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যা বাইরের অকৃত্রিম প্রকৃতির সঙ্গে ভেতরের আভিজাত্যের এক সুন্দর ভারসাম্য তৈরি করে। ঘরের বিশাল জানলা বা ব্যালকনি দিয়ে বাইরে তাকালেই চোখে পড়বে দিগন্ত বিস্তৃত চা বাগান আর দূরে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়ের সারি। সকালের প্রথম নরম রোদ যখন চা পাতার গায়ে পড়ে চিকচিক করে ওঠে, তখন বিছানায় বসে এক কাপ গরম চায়ে চুমুক দেওয়ার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। প্রতিটি ঘরেই রয়েছে আধুনিক জীবনের সমস্ত রকম সুযোগসুবিধা, যাতে প্রকৃতির মাঝে থেকেও আপনার নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যে কোনও ঘাটতি না হয়।

শহুরে জীবনের মানসিক চাপ ও শারীরিক ক্লান্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পেতে এখানকার চমৎকার নীল জলের সুইমিং পুলে নিশ্চিন্তে গা ভাসাতে পারেন। জলের স্নিগ্ধতা আর চারপাশের সবুজের ছোঁয়া আপনার মনকে এক অদ্ভুত শান্তিতে ভরিয়ে তুলবে। বিনোদনের জন্য এখানে রয়েছে হরেকরকমের ইন্ডোর গেমসও।

রসনাবিলাসী মানুষদের জন্য এই রিসর্টটি যেন এক স্বর্গরাজ্য। দক্ষ শেফদের তৈরি দেশি-বিদেশি নানা সুস্বাদু খাবারের স্বাদ নেওয়ার চমৎকার সুযোগ রয়েছে এখানে। এখানকার কর্মীদের অত্যন্ত আন্তরিক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আতিথেয়তা প্রতিটি অতিথির ছোটখাটো চাহিদার দিকেও খেয়াল রাখে।

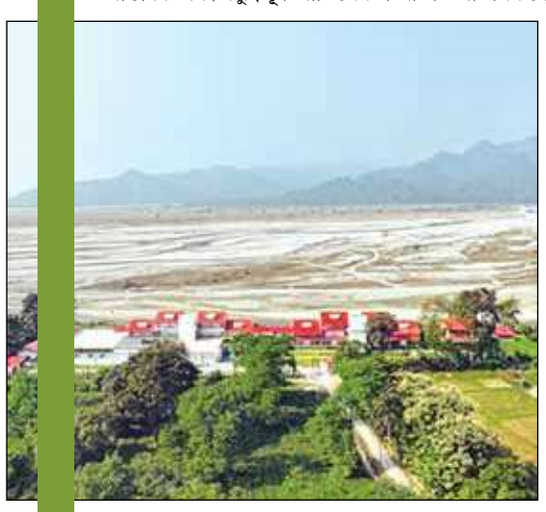

রিসর্টের চারপাশটা যেন আস্ত একটা জীবন্ত ল্যান্ডস্কেপ পেন্টিং। সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরে পা রাখলেই সদ্য তোলা চা পাতার মিষ্টি ও সতেজ সুবাস মন ভরিয়ে দেয়। আর যাঁরা একটু অ্যাডভেঞ্চার বা ঘোরাঘুরি পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য এই রিসর্টের চারপাশেই ছড়িয়ে রয়েছে ডুয়ার্স ও উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় গন্তব্য। রিসর্ট থেকে খুব সহজেই অল্প সময়ের মধ্যে ঘুরে আসা যায় রহস্যময় কাঠামবাড়ি জঙ্গল থেকে। পাখিপ্রেমীদের জন্য রয়েছে গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজ, যা শীতকালে পরিযায়ী পাখিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়। প্রকৃতির আরও গভীরে প্রবেশ করতে চাইলে মংপং বা চাপড়ামারি অভয়ারণ্যের বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণীদের জগৎ আপনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। এছাড়াও ঘুরে আসতে পারেন গরুমারা, লাটাগুড়ি, ঝালং, বিন্দু, রকি আইল্যান্ড, সামসিং, সুনতালেখোলার মতো জায়গা। আরেকটু সময় নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারেন মাত্র কয়েক ঘণ্টা দূরের রাজভাতখাওয়া, জয়ন্তী, বক্সা টাইগার রিজার্ভের উদ্দেশে। যাত্রাপথে দু'ধারের সবুজ আপনার চোখ জুড়িয়ে দেবে নিশ্চিত।

প্যাচিয়ানো কেবল নিভৃতে নির্জন ছুটি কাটানোর জন্যই নয়, জীবনের যে কোনও বিশেষ মুহূর্ত উদযাপনের জন্যও এক আদর্শ ও পরিপূর্ণ জায়গা। এখানে ২০০ জন অতিথি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন একটি সুসজ্জিত ও প্রশস্ত ব্যাংকোয়েট হল রয়েছে। বর্তমানে অনেকেই ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের দিকে ঝুঁকছেন, প্রকৃতির কোলে পাহাড় আর চা বাগানের সাক্ষী রেখে নতুন জীবন শুরু করার জন্য এর চেয়ে সুন্দর জায়গা আর কী বা হতে পারে! এছাড়া বড় কোনও পারিবারিক অনুষ্ঠান, বিবাহবার্ষিকী কিংবা কর্পোরেট ইভেন্টের জন্যও এই জায়গাটি দারুণ উপযোগী। প্রকৃতির শান্ত পরিবেশের মাঝেও যে কোনও বড় আয়োজনকে সফল করতে রিসর্ট কর্তৃপক্ষ সব রকমভাবে প্রস্তুত থাকে।

আপনি যদি একা ভ্রমণ করেন এবং নিজের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে চান, পরিবারের সঙ্গে ছুটির নির্ভেজাল আনন্দ উপভোগ করতে চান, ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে একান্ত কিছু রোমান্টিক মুহূর্ত কাটাতে চান অথবা নিছকই ব্যবসার কাজে এসে একটু শান্তির খোঁজ করেন- তাহলে এই রিসর্টটি এক নিখুঁত আশ্রয়। কোলাহলমুক্ত এমন বিলাসবহুল এবং শান্তিময় পরিবেশে কয়েকটা দিন কাটালে, নিশ্চিতভাবেই এক নতুন জীবনীশক্তি নিয়ে আবার চেনা রোজনামচায় ফেরা যায়।

প্যাচিয়ানো আসলে শুধু একটি রিসর্ট নয়, এটি এমন এক অভিজ্ঞতা যা আপনার মনের মণিকোঠায় দীর্ঘকাল অমলিন হয়ে থাকবে।

ছোট্ট তারা

ড্রিমল্যান্ড ইংলিশ স্কুলের ছাত্রী ঐশিকী বিশ্বাসের আঁকা ও নাচে আগ্রহ রয়েছে। নার্সারির এই খুদের আগ্রহে খুশি স্কুলের শিক্ষিকারা।

প্রতিবাদ না ভোটের অঙ্ক, চর্চা তুঙ্গে শহরে

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : ভোট প্রচারে ব্যস্ত শিলিগুড়ির তৃণমূল এবং বাম প্রার্থী। সকাল, বিকেল ছুটছেন বিভিন্ন এলাকায়। সে সময় অবস্থান বিক্ষোভে বসে বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। তিনি গত মঙ্গলবার থেকে জংশনের সামনে মঞ্চ বানিয়ে বসে পড়েছেন। শহরের কুলিপাড়া এলাকায় কিশোরীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে শংকরের অবস্থান। অভিযুক্ত ধরা না পড়া পর্যন্ত তিনি দলীয় প্রচারে বার হবেন না বলে জানিয়েছেন। ভোটের মুখে শংকরের মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিরোধীদের এভাবে প্রচারের জন্য কি খোলা মাঠ ছেড়ে দিলেন? নাকি এটাই শংকরের গোপন চাল? সেই প্রশ্ন উঠছে।

পুরসভার ১, ৩ নম্বর ওয়ার্ড এবং সংলগ্ন এলাকাগুলিতে অবাঙালি ভোটের প্রাধান্য রয়েছে। মৃতা অবাঙালি ঘরের। শংকরের জোরদার প্রতিবাদ কি তাহলে শহরের অবাঙালিদের মন জয়ের চেষ্টা? সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কুলিপাড়ার পাশে, গুরুংবস্তি, জংশন এলাকাগুলি তৃণমূলের দখলে। সেখানে সাধারণ ঘরের অবাঙালিদের বসবাস বেশি। তারা জোরদার প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন। তাদের ভাবাবেগকে কাজে লাগাতে শংকর উঠেপড়ে লেগেছেন বলে দাবি। দলের কেউ কেউ তো শংকরের এমন অবস্থানকে ভোটের ফলাফল পালটে দিল বলে মনে করছেন। তাতে শংকরের পালেই হাওয়া লাগল বলে দাবি তাঁদের।

যদিও শংকরের প্রশ্ন, নির্বাচনি প্রচারের থেকে কি মহিলাদের সুরক্ষা বেশি জরুরি? ভোটের আগে হাতজোড় করে অন্য সময় পাশে না থাকাটা ঠিক নয়। শহরের সুরক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলেই তিনি মনে করেন। শংকরের অভিযোগ, ঘটনার ৩৬ ঘণ্টা পরে গিয়ে পরিবারটির কাছে পৌঁছেছেন মেয়র। মুখ্যমন্ত্রী একটা কথা বলেননি। সাধারণ ঘরের সমস্যা বলেই কি নজর এড়িয়ে গেলেন? বিজেপি প্রার্থীর বক্তব্য, 'বাড়িতে কেউ সন্তানহারা হলে কি অভিভাবক দূরে থাকতে পারেন? ওঁর (গৌতম দেব) অভিভাবক হওয়ার যোগ্যতা নেই। অভিযুক্ত শাসকদলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাই বলে কি গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না?' এই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

পালটা তৃণমূল প্রার্থী তথা মেয়র গৌতম দেবের দাবি, 'মানুষ দেখুক। এটাই তো ওঁদের (বিজেপি) চরিত্র। ঘটনার নিন্দা করেছি। কমিশনারকে ঘটনার পরেই বলেছি। পরিবারটির সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানিয়েছি। সংকীর্ণ রাজনীতি যদি কেউ করে সেটা মানুষ দেখবে। ওঁর (শংকরের) কথার উত্তর কে দেবে। পুলিশের হয়ে তো আমি জবাব দিতে পারব না।'

> **রাজনীতি করছেন বিজেপি প্রার্থী। ভোটের অঙ্ক বুঝতে পেরে লোকদেখানো অবস্থান করছেন। আমরা তার নিন্দা করছি।**
>
> **-শরদিন্দু চক্রবর্তী**
> বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী

বাম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী জানিয়েছেন, তিনি পরিবারটির সঙ্গে দেখা করেছেন। অভিযুক্তের কড়া শাস্তির দাবি তুলেছেন। জয়ের বক্তব্য, 'রাজনীতি করছেন বিজেপি প্রার্থী। ভোটের অঙ্ক বুঝতে পেরে লোকদেখানো অবস্থান করছেন। আমরা তার নিন্দা করছি।' যদিও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রামভজন মাহাতো বলেন, 'আমরাও ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু বিজেপি রাজনীতি করছে। এলাকার মানুষের তা বোঝার বাকি নেই।'

নোটিশ লাগানোয় দুই কর্মীকে মারধর

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : নদীর চরে গজিয়ে ওঠা অবৈধ নির্মাণে নোটিশ সাঁটানোয় জমির দালালদের কাছে বেধড়ক মার খেলেন পুরনিগমের দুই কর্মী। এই ঘটনা ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের কমলানগরের। পুরকর্মী রবিজিৎ রায়ের অভিযোগ, 'নদীর তীরে গজিয়ে ওঠা এলাকার দুটি বাড়িতে নোটিশ সাঁটার সময় কয়েকজন ঘিরে ফেলে। এরপর আমাদের মারধর করা হয়।'

সোমবার ওই ঘটনাটি ঘটলেও মঙ্গলবার রাতে তাঁরা অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে ভক্তিনগর থানার পুলিশ তদন্তে নেমেছে। ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কে রয়েছেন পুরনিগমের ওই দুই কর্মী। ডিসিপি (হেডকোয়ার্টার) তন্ময় সরকারের বক্তব্য, 'গোটা ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এদিকে, ভোটের আবহে এই ধরনের ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও পারদ চড়তে শুরু করেছে। পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, 'কীভাবে এধরনের ঘটনা ঘটল? পুর প্রশাসনের তো উচিত এব্যাপারে জবাবদিহি করা।' বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদ শোভা সুব্বা বলেন, 'ঘটনাটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমি বিষয়টি জানার পরেই বরো অফিসারকে ফোন করি। এরপর ওদেরকে বলি, লিখিত আকারে থানায় অভিযোগ দায়ের করার জন্য। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি অবশ্যই জানাচ্ছি।'

কমলানগরে দীর্ঘদিন ধরেই মহানন্দা নদীর চরকে কেন্দ্র করে দখলদারি অব্যাহত রয়েছে। মাস দুয়েক আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদের তরফে খোঁজখবর নিয়ে জানা গিয়েছিল, এক থেকে দেড় লাখ টাকা কাঠা হিসেবে জমি পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি অনেকেই বাড়ি তৈরি করে সেটা চড়া দামে হাতবদলও করে দিচ্ছেন। চর এলাকায় তৈরি হওয়া একের পর এক নির্মাণ নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনও বরাবরই মুখে কুলুপ এঁটেছে। তবে সম্প্রতি চর এলাকায় তৈরি হওয়া দুটো নির্মাণের ওপর নজর গিয়ে পড়ে পুর প্রশাসনের। চলতি মাসের ১৮ তারিখ ওই দুই নির্মাণের জন্য নোটিশ জারি করা হয়। গত সোমবার ওই দুই নোটিশ নিয়েই এলাকায় গিয়েছিলেন পুরনিগমের ওই দুই কর্মী। ওই কর্মীদের কথায়, ঘর দুটো তালাবন্ধ ছিল। তাই দরজায় নোটিশ সাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এদিকে, গোটা বিষয়টি এলাকার মোড় থেকে নজর রাখছিল একদল তরুণ। নোটিশ লাগানোর শাস্তি হিসেবে ওই মোড়ে আসতেই তাঁদের দুজনের ওপর চড়াও হয় ওই অভিযুক্তরা।

গর্ভবতী কিশোরী, গ্রেপ্তার তরুণ স্বামী

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : ১৪ বছরের কিশোরী ন'মাসের গর্ভবতী হওয়ার ঘটনায় তার 'স্বামী'-কে মঙ্গলবার রাতে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি মহিলা থানার পুলিশ। বুধবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছরখানেক আগে ওই কিশোরীর সঙ্গে তিরিশ বছরের ওই তরুণ পালিয়ে বিয়ে করে। এরপর ওই তরুণের সঙ্গেই ঘরভাড়া করে থাকতে শুরু করেছিল ওই কিশোরী। এর মধ্যেই ওই কিশোরী গর্ভবতী হয়ে পড়ে। মঙ্গলবার ওই কিশোরীকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় ওই তরুণ। এরপরেই চিকিৎসকদের সন্দেহ হওয়ায় খবর দেওয়া হয় মহিলা থানার পুলিশকে। এরপর স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বিধি মেনে প্রস্তুতি ফিকে

ইসলামপুরে ঐতিহ্যের রামনবমীর শোভাযাত্রা

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৫ মার্চ : ইসলামপুর শহরের ঐতিহ্যবাহী রামনবমীর শোভাযাত্রার কাউন্ট ডাউন শুরু হয়েছে। এলাকাজুড়ে সাজোসাজো রব। ভোটের আবহে শাসক থেকে বিরোধী কী অবস্থান নেবে সেই চর্চাও তুঙ্গে। কিন্তু অন্যবারের তুলনায় শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে উন্মাদনা অনেকাংশেই কম। অন্তত এলাকা ঘুরে এমনটাই মনে হয়েছে। শোভাযাত্রার আয়োজক বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ভোটের আদর্শ আচরণবিধির কারণে আগাম উন্মাদনায় লাগাম টানা হয়েছে বলে জানিয়েছে। তবে জনসংযোগ বাড়াতে শোভাযাত্রা নিয়ে মুখিয়ে রয়েছে ঘাসফুল ও বাম শিবির।

তৃণমূল প্রার্থী কানাইয়ালাল আগরওয়ালের দাবি, অন্যবারের মতো এবারও পার্টি অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে জল খাইয়ে তিনি শোভাযাত্রায় শামিল ভক্তদের স্বাগত জানাবেন। আলাদা করে তিনি কিছু ভাবছেন না। সিপিএম প্রার্থী বাজিল আখতার জানিয়েছেন, প্রতিবার শোভাযাত্রায় শামিল ভক্তদের জল পানের ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি যেমন সম্প্রীতির বার্তা দেন, এবারও সেটাই করবেন।

অন্যদিকে অনেক জল্পনা কাটিয়ে বুধবার রাতে গেরুয়া শিবির ইসলামপুরে প্রার্থী ঘোষণা করতেই মিছিল, আবির খেলায় মেতে ওঠেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। সঙ্গে চলে দেদারে বাজি ফাটানো। ঝিমিয়ে থাকা গেরুয়া শিবির রামনবমীর প্রাক-মুহূর্তে প্রার্থীর নাম ঘোষণা হওয়ায় উল্লাসে ফেটে পড়ে। বিজেপির ইসলামপুর শহরের ভূমিপুত্র দলের নগর মণ্ডল সভাপতি চিত্রিজৎ রায়কে (পাখি) প্রার্থী করেছে দল। চিত্রিজৎ পেশায় হাইস্কুল শিক্ষক। রামনবমীর শোভাযাত্রা বিজেপিকে কতটা সুবিধা পাইয়ে দেবে প্রশ্নে চিত্রিজৎ জানিয়েছেন, ধর্মীয় শোভাযাত্রার সঙ্গে রাজনীতিকে মেশাতে তিনি নারাজ। তবে প্রতিবার শোভাযাত্রায় যেমন সক্রিয় থাকেন, এবারও তেমনই সক্রিয় থাকবেন।

প্রার্থী ঘোষণার পর চিত্রজিৎ রায়কে নিয়ে কর্মী-সমর্থকদের আবির খেলা।

শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে গোটা শহর সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে পুলিশ প্রশাসন। কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও নিরাপত্তার কাজে লাগানো হবে বলে পুলিশ সূত্রেই জানা গিয়েছে। ড্রোনের সাহায্যে বৃহস্পতিবার শহরে নজরদারির ব্যবস্থাও থাকছে বলে জানা গিয়েছে।

তবে ভোটের আবহে রাজনৈতিক দলগুলি যে জনসংযোগের কোনও সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নয় তা দলগুলির অন্দরমহলে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে। এলাকার সাংসদ কার্তিক পাল বলেছেন, 'প্রতিবার যেমন থাকি, এবারও শোভাযাত্রায় অংশ নেব।' রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'ভোটের মুখে রামনবমীর শোভাযাত্রায় হিন্দুত্বের অস্ত্রে শান দিতে গেরুয়া শিবির যে কসুর করবে না তা একপ্রকার নিশ্চিত। তবে ভোটবাক্সে তা কতটা প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই।'

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মকর্তা গৌরাঙ্গ তলাপাত্র বলেন, 'রামনবমীর শোভাযাত্রার পুলিশ প্রশাসনের অনুমতি আমরা পেয়েছি। মাদক সেবন করে বা কোনও অস্ত্র নিয়ে কেউ যাতে মিছিলে অংশ না নেন সে ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।' এরপরেই গৌরাঙ্গর সংযোজন, 'যাঁরাই নিজেদের হিন্দু মনে করেন সকলকে শোভাযাত্রায় স্বাগত। তবে যে কোনও দল শোভাযাত্রাকে জড়িয়ে রাজনীতি করার ছক কষে থাকলে বলব দয়া করে শামিল হবেন না। রামনবমীর শোভাযাত্রাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে আমরা কাউকেই ব্যবহার করতে দেব না।'

- জনসংযোগ বাড়াতে শোভাযাত্রা নিয়ে মুখিয়ে রয়েছে ঘাসফুল ও বাম শিবির
- ভোটের আদর্শ আচরণবিধির কারণে আগাম উন্মাদনায় লাগাম টানা হয়েছে
- ইসলামপুরের বিজেপি প্রার্থী শোভাযাত্রার সঙ্গে রাজনীতিকে মেশাতে নারাজ

আকালের মধ্যেও পাড়ায় স্বস্তি দিচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডারের গাড়ি। বুধবার শিলিগুড়িতে দীপ্তেন্দু দত্তের তোলা ছবি।

কুলিপাড়ায় জ্বলছে ক্ষোভের আগুন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : বুধবার সকাল থেকে নিস্তব্ধ কুলিপাড়া। কিশোরীর 'আত্মহত্যা'র ঘটনায় দু'দিন এলাকায় উত্তেজনা ছিল। তবে পাড়ার ভেতরে জটলার আলোচনায় কান পাততেই বোঝা গেল, ভেতরে ভেতরে বইছে ক্ষোভের চোরাস্রোত। সন্ধ্যায় শহরে মোমবাতি মিছিল বের হয়। রামনবমীর মধ্যে অভিযুক্তকে পাকড়াও না করা গেলে সোমবার বনধ ডাকার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ।

বুধবার এলাকায় পুলিশ পিকেট ছিল। তবে গত দু'দিন পুলিশকর্মীদের সামনেই চলেছে হুজ্জতি। অভিযুক্তের বাড়ি ভাঙচুরও হয়েছে। মঙ্গলবার সারাদিন চলে পথ অবরোধ থেকে শুরু করে অভিযুক্তের বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা। এদিকে, সময়ের সঙ্গে রাজনৈতিক উসকানির মাত্রাও বাড়ছে বলে অভিযোগ। ফলে, অভিযুক্তকে দ্রুত পাকড়াও করা না গেলে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠার আশঙ্কা তীব্র।

এদিকে, তৃণমূলের জেলা স্তরের বিভিন্ন নেতার সঙ্গে অভিযুক্তের দাদার ছবি সামনে এসেছে। যদিও সেই ছবির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। তিনি শাসকদলের সংখ্যালঘু সেলের নেতা হিসেবে পরিচিত বলেও দাবি। এদিন আক্রমণের সুর চড়ান শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। তিনি বলেন, 'অভিযুক্তের দাদার সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্ক আছে। তাই কি এখনও অভিযুক্তকে পাকড়াও করতে পারছে না পুলিশ?' এদিনও শংকরের মুখে ফের 'ডেডলাইন' প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, 'আমি বৃহস্পতিবার সকাল দশটা পর্যন্ত সময় দিচ্ছি। অভিযুক্তকে ধরতে না পারলে শিলিগুড়ির পুলিশ আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায় দেখার জন্য তৈরি থাকুক।'

অভিযুক্তের দাদার সঙ্গে যোগ থাকার দাবি ঘিরে অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়ালের বক্তব্য, 'অভিযুক্তের দাদাকে দুই মাস আগেই দলের সংখ্যালঘু সেল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এখন তিনি সদস্য নন। আমি পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি। অভিযুক্তের কড়া শাস্তি চাই। এই ধরনের ঘটনা মেনে নেওয়া হবে না।' অন্যদিকে, বুধবার মৃত কিশোরীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'প্রার্থী হিসেবে নয়। শহরবাসী হিসেবে দেখা করলাম। অভিযুক্ত যাতে সাজা পায়, তার জন্য আমরা রাস্তায় থাকব।' অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে পুলিশ কমিশনারকে দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের তরফেও চিঠি পাঠানো হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের ওপরেও চাপ বাড়তে শুরু করেছে। তদন্তকারীদের দাবি, অভিযুক্ত বিহারে পালিয়েছে। মোবাইল নম্বর ট্র্যাক করে দেখা যাচ্ছে, বারবার জায়গা পরিবর্তন করছে সে। এমনকি, মাঝেমধ্যে মোবাইল বন্ধ করে রাখছে। ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের একটি দল বিহারে গিয়ে খোঁজ শুরু করেছে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'অভিযুক্তকে দ্রুত পাকড়াওয়ের চেষ্টা করা হচ্ছে।'

ধর্ষণে অভিযুক্ত দুই নাবালক

ইসলামপুর, ২৫ মার্চ : এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তারই প্রতিবেশী দুই নাবালকের বিরুদ্ধে। ইসলামপুর থানা এলাকার এই ঘটনায় এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত দুই নাবালক নিখোঁজ। প্রায় দুই মাস ধরে ১১ বছরের ওই নাবালিকা তার দিদার বাড়িতে ছিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তার দিদা দোকানে গেলে দুই নাবালক ওই নাবালিকাকে বাড়িতে একা পেয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। বাড়ি ফিরে এসে সেই ঘটনা দেখে ফেলেন ওই নাবালিকার দিদা। এরপর ওই দুই নাবালক ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় নির্যাতিতাকে প্রথমে স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসক তাকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে রেফার করেন। এরপর ওই নাবালিকাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নির্যাতিতার বাবা এই মর্মে ওইদিন গভীর রাতে ইসলামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : রামনবমীতে মদের দোকান বন্ধ রাখার দাবি জানিয়েছে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। বুধবার আবগারি দপ্তরের সামনে সংগঠনের সদস্যরা এই দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। সংগঠনের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডল বলেন, 'রামনবমীর মতো পুণ্য দিনে যাতে শহরে কোনও মদের দোকান খোলা না থাকে আমরা সেই দাবি জানিয়েছি।'

ক্লাস এগোনোর সিদ্ধান্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : ভোটের জন্য শিলিগুড়ি কলেজের বিদ্যাসাগর ভবন ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন নিয়ে নিয়েছে। সে কারণে বাংলা, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যার মতো বিভাগের ক্লাস বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ওই বিভাগের ক্লাসগুলি সকালে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

বুধবার শিলিগুড়ি কলেজে টিচার্স কাউন্সিলের বৈঠক হয়। বৈঠকে কলেজের ক্লাস সকাল ৯টা থেকে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি, নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি কলেজ নিয়ে নিলে ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠন স্বাভাবিক রাখতে অনলাইনে ক্লাস চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ সুজিত ঘোষ বলছেন, 'এমনিতে আমাদের ক্লাস সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়। ওই বিষয়গুলির ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য সকালে এক ঘণ্টা ক্লাস এগিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। যতদিন কলেজ পুরোপুরি নির্বাচন কমিশন না নিচ্ছে, ততদিন এক ঘণ্টা আগে থেকেই ক্লাস শুরু হবে, যাতে মেজর বিষয়ের পড়ুয়াদের পড়াশোনার ক্ষতি না হয়।'

মিড-ডে মিলে কাস্টার্ড

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : বুধবার প্রধানমন্ত্রী পোষণ শক্তি নির্মাণ মিড-ডে মিলে পড়ুয়াদের কাস্টার্ড খাওয়ানো হয়েছে। এদিন নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়াদের পাশাপাশি অভিভাবকদের হাতেও তুলে দেওয়া হয় এই খাবারটি। স্কুলের টিচার ইনচার্জ কাঞ্চন দাস জানান, পড়ুয়াদের পুষ্টির জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে বাইপাসে নাকা চেকিং। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

গাড়ির জটলায় দুর্ভোগ বয়েজ স্কুলের সামনে

বয়েজ স্কুলের গেটের পাশে রাস্তার ওপর পার্ক করা সারি সারি বাইক।

- বয়েজ স্কুলের সামনে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকছে অ্যাম্বুল্যান্স, শববাহী গাড়ি
- স্কুলের মূল গেটের সামনের রাস্তায় দু'দিকে পার্কিংয়ের জেরে হচ্ছে যানজট
- জায়গাটা অলিখিত স্ট্যান্ডে পরিণত হওয়ায় ছুটির সময় সমস্যার সৃষ্টি হয়

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের সামনে যেন হাসপাতাল চত্বরের আবহ। স্কুলের ঠিক পাশেই সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকছে অ্যাম্বুল্যান্স, শববাহী গাড়ি। ক্লাসরুমের জানলা দিয়ে তাকালেই পড়ুয়াদের চোখে পড়ছে সেসব। এই দৃশ্য পড়ুয়াদের মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন কিছু অভিভাবক। কিছুদিন আগে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এনিয়ে সরব হয়েছিল। পুরনিগম থেকে পুলিশ- সব জায়গায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন তাঁরা। এবার বিদ্যালয়ের এক পড়ুয়ার অভিভাবক কল্পনা দাস বললেন, 'এটা তো অবশ্যই ভাবার বিষয় আর সেটা স্কুল কর্তৃপক্ষেরই ভাবা উচিত। তাদেরই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

যদিও সমস্যা এখানেই শেষ নয়। স্কুলের মূল গেট এবং পোস্ট অফিসের সামনে পর্যন্ত রাস্তায় দু'দিকে যত্রতত্র পার্কিংয়ের জেরে প্রতিদিন হচ্ছে যানজট। স্কুল ছুটির সময় পড়ুয়া-অভিভাবকদের রাস্তায় চলাচলও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক অভিভাবক রতন পাল বলছিলেন, 'এখানে সবসময় গাড়ি পার্ক করা থাকে। চলাচল করাটাই সমস্যা হয়ে যায়, স্কুল সংলগ্ন জায়গাটা অলিখিত স্ট্যান্ডে পরিণত হয়েছে। ছুটির সময় সব গাড়ি একজায়গায় হয়ে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়।'

প্রধান শিক্ষক উৎপল দত্ত বলেন, 'এখনও পর্যন্ত অভিভাবকরা আমাদের কোনও অভিযোগ জানাননি। যখন কোনও অনুষ্ঠান হয় বা খুব অসুবিধে হয় তখন আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সমস্যার কথা জানাই। তাঁরা ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যার সমাধান করে দেন।'

স্থানীয় কাউন্সিলার মিলি শীল সিনহা বলেন, 'স্কুলের সামনে এই সমস্যা আমাদের নজরে এসেছে। স্কুল চত্বর ছাড়াও এলাকায় বিভিন্ন জায়গায়, বাড়ির সামনে যত্রতত্র পার্কিং হচ্ছে। গাড়ি দাঁড় করিয়ে কেউ চলে যাচ্ছেন, অনেকক্ষণ তাঁদের খোঁজ থাকছে না। ট্রাফিক বিভাগে জানানো আছে বিষয়টা, সবটাতেই আমাদের নজরদারি চলছে। ট্রাফিক বিভাগে জানিয়ে ভোটের পর অভিযান চালানো হবে।'

অবিলম্বে ট্রাফিক পুলিশ ও পুরনিগমের হস্তক্ষেপে যাতে স্কুলের সামনে থেকে এই যানজট ও গাড়ির জটলা সরিয়ে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা যায় তার দাবি রয়েছে স্থানীয় থেকে অভিভাবক সকলেরই।

অনুমোদন জটে আটকে সিংহ সাফারি

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : বাঘ, ভালুক, গন্ডার সহ বিভিন্ন প্রাণী দেখার রোমাঞ্চ নিতে সারাবছর পর্যটকরা বেঙ্গল সাফারিতে ভিড় জমান। তবে বেশ কয়েকমাস ধরে পর্যটকদের মূল আকর্ষণ প্রস্তাবিত সিংহ সাফারি। কিন্তু সিংহ দেখার সেই ইচ্ছা আপাতত প্রশাসনিক জটে পূরণ হচ্ছে না।

এই পরিস্থিতিতে কবে বেঙ্গল সাফারিতে সিংহ সাফারি শুরু হবে, এখন এই প্রশ্নই ঘুরছে পার্কে আসা পর্যটকদের মুখে মুখে। বেঙ্গল সাফারিতে সিংহ সাফারি যে অন্যতম আকর্ষণ হবে, তা পর্যটকদের আগ্রহ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তবে বেঙ্গল সাফারিতে সিংহের গর্জন শুনতে না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে পর্যটকদের।

বেঙ্গল সাফারিতে পশুরাজ। -ফাইল চিত্র

পার্কে সিংহ সাফারির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি হয়ে গেলেও কেন্দ্রীয় জু অথরিটির তরফে চূড়ান্ত অনুমোদন না আসায় এখনই তা চালু করা যাচ্ছে না বলে কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে। পার্কে সিংহ সাফারির জন্য প্রয়োজনীয় এনক্লোজার এবং পরিকাঠামো তৈরির কাজ শেষ। আপাতত এনক্লোজার থেকেই সিংহ দর্শন করতে হচ্ছে পর্যটকদের। জানা গিয়েছে, রাজ্য বন দপ্তরের তরফে সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হলেও মূল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেন্ট্রাল জু অথরিটির অনুমোদন। নতুন প্রাণী আনা বা সাফারি চালু করার আগে এই কেন্দ্রীয় সংস্থার ছাড়পত্র বাধ্যতামূলক। সেখান থেকে এখনও সবুজ সংকেত না পাওয়ায় কবে এই সাফারি চালু হবে, তা নিয়ে নিশ্চিত কিছু বলতে পারছেন না বেঙ্গল সাফারির ডিরেক্টর বিজয় কুমার। যদিও তিনি বলছেন, ‘সাফারির আকর্ষণ বাড়াতে বেশ কিছু নতুন প্রাণী আনার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।’

> সিংহ সাফারির কথা কয়েকমাস ধরেই শুনছিলাম। ভেবেছিলাম, চালু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সিংহ দর্শন হলেও সাফারির আনন্দ পেলাম না।
>
> **অক্সিতা বসু,** *পর্যটক*

এখন পাহাড় ও ডুয়ার্সে পর্যটকদের ভিড় রয়েছে। অনেকেই সিংহ সাফারির আশায় পার্কে আসছেন, কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরছেন। সাফারিতে এসে অক্সিতা বসু বলেছেন, ‘সিংহ সাফারির কথা কয়েকমাস ধরেই শুনছিলাম। ভেবেছিলাম, চালু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সিংহ দর্শন হলেও সাফারির আনন্দ পেলাম না।’

ট্রাকের চাকায় পিষ্ট খুদে

ধূপগুড়ি, ২৫ মার্চ : বাবার সঙ্গে সাইকেলে করে স্কুলে যাওয়ার জন্যে বেরিয়েছিল খুদে মিষ্টু। কিন্তু তার যে আর স্কুলে যাওয়া হবে না, সেটা কেউ ভাবতেই পারেনি। স্কুলের যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার পর রাস্তায় দেহ পড়ে থাকল প্রায় চার ঘণ্টা। মৃতদেহের সামনে রাস্তায় বসেই কেঁদে ভাসালেন মা ও আত্মীয়স্বজনরা। বুধবার ধূপগুড়ি ব্লকের ময়নাতলি বাজার থেকে ডাউকিমারির পথে জেলা পরিষদের রাস্তায় ট্রাকের চাকায় পিষে মৃত্যু হয় দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী বছর ছয়েকের মিষ্টু ঘটকের। সাইকেলে থাকা তার বাবা নিখিল ঘটকও গুরুতর আহত।

তাঁকে প্রথমে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে এবং তারপর সেখান থেকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। এদিন ময়নাতলি সংলগ্ন এলাকার একটি স্কুলে যাচ্ছিল মিষ্টু।

গ্রামের রাস্তায় বেপরোয়া ট্রাক চলাচল নিয়ে পুলিশের ওপর ক্ষোভে পরিবারের লোকেরা মৃতদেহ তুলতে দেয়নি। গ্রামের রাস্তা আটকে প্রায় চারঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ চলে। তারপর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন গ্রামের মানুষ। দুই দফায় প্রায় দুইঘণ্টা ধরে ধূপগুড়ি-শিলিগুড়ি ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক আটকে বিক্ষোভ চলে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে তাদের ঘিরেও

বিক্ষোভ দেখানো হয়।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, গ্রামের রাস্তা দিয়ে ভারী যানবাহন বেপরোয়াভাবে চলাচল করে। ডাম্পারের দৌরাত্ম্যে সাধারণ মানুষকে প্রতিদিন বিপদে পড়তে হচ্ছে। বারবার পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। বাসিন্দাদের দাবি, স্কুলের সময় ডাম্পার চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করতে হবে। এদিনের ঘটনায় গ্রামজুড়ে কান্নার রোল উঠেছে। মৃতার পিসেমশাই অখিল ঘটক বলেন, ‘বাচ্চাটি স্কুলে যাচ্ছিল, বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় শেষ হয়ে গেল। আরেকজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।’

পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়ার পরই বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়। ময়নাগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী থাকায় এবং জাতীয় সড়ক দুই দফায় অবরুদ্ধ হওয়ায় পুলিশ প্রশাসনকেও চাপের মুখে পড়তে হয়েছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে ধূপগুড়ি থানার আইসি উৎপল সাহার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী নামানো হয়। পরে ধূপগুড়ির মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অরিন্দম পাল চৌধুরী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) উত্তম ঘোষ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। জলপাইগুড়ি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) উত্তম ঘোষ বলেন, ‘ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক।’

দুঃসাহসিক অপহরণ

কিশনগঞ্জ, ২৫ মার্চ : মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে অপহরণ! মঙ্গলবার রাতে কিশনগঞ্জ শহরের মোতিবাগ চক থেকে একজন ধানের পাইকারি ব্যবসায়ী ও তাঁর গাড়ির চালককে অপহরণ করে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। যদিও ইসলামপুর পুলিশের তৎপরতায় রাতেই ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করা হয়। কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তের টেরাগছ ব্লকের ঝালা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা বিমলকুমার শা ধানের পাইকারি ব্যবসা করেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিজের গাড়িতে চালক পাপ্পু মণ্ডলকে নিয়ে স্থানীয় এক চালকল থেকে নগদ ৫ লাখ টাকা ও চেক নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হন। তখনই মোতিবাগ চকের কাছে দুষ্কৃতীরা গাড়ি থামায়। এরপর চালক সহ বিমলকে অপহরণ করে উত্তর দিনাজপুর জেলার দিকে চলে যায়। তবে, রাস্তায় চালক পাপ্পু কোনওভাবে চম্পট দেন। অপহরণকারীরা বিমলকে পাঞ্জিপাড়ার কাছে একটি লাইন হোটেলের ঘরে বন্ধ করে রেখে চেকে সই করিয়ে নেয় বলে অভিযোগ।

‘বেপাত্তা’ পদ্ম

প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীকে জনসভা করতে হয়েছে। মানুষ বিজেপির সঙ্গে রয়েছেন। লোকদেখানো ভিড় নিয়েই শুধু প্রচার হয় না। নীরবেও প্রচার করা যায়।’ অন্যদিকে শিখার দাবি, কলকাতায় দলীয় বৈঠক ও নিজস্ব কিছু কাজ সেরে ফিরেই আমি ডাবগ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘুরেছি। শিখা বলেন, ‘বিরোধীরা ভুল বার্তা দিতে নানা কিছু ছড়াচ্ছে। নির্বাচনি লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে রাজি নই। মুখ্যমন্ত্রীর জনসভার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা আমাদের কর্মসূচি জারি রেখেছি।’

তবে প্রচারের চেয়েও বড় কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি রটনা। ডাবগ্রামে বিজেপির অন্দরে প্রার্থী পালটানোর হাওয়া ছড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। বিজেপির দাবি, এর নেপথ্যে রয়েছে তৃণমূল। মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াতে এই মিথ্যে রটানো হচ্ছে। শিখার সাফ বক্তব্য, ‘হারের ভয়েই তৃণমূল এই অপপ্রচার চালাচ্ছে।’

তৃণমূলের দাবি মাটিগাড়া ও নকশালবাড়িতে তাঁদের সভায় ব্যাপক ভিড় হয়েছে এবং বিজেপি প্রার্থী হারের ভয়ে রাজবংশী এলাকায় চুপিসারে প্রচার সারছেন। নকশালবাড়ির দিকে পা রাখছেন না। সব মিলিয়ে, এই দুই বিধানসভাতেই দিদির সভার দিনকে ঘিরে শাসক-বিরোধী বাগযুদ্ধ এখন তুঙ্গে।

বর্ষার টিপ

প্রথম পাতার পর

সেখানে এবার ইতিমধ্যেই অনেক জায়গায় একশো মিলিমিটারের গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছে। প্রকৃতির এই আকস্মিক মতিভ্রমের পিছনে কাজ করছে এক জটিল প্রাকৃতিক সমীকরণ। আবহবিদ ইন্দ্রজিৎ রায়চৌধুরীর মতে, বঙ্গোপসাগরের ওপর তৈরি হওয়া বায়ুচাপ বলয় এবং পশ্চিমী ঝঞ্ঝার এক অদ্ভুত সহাবস্থান এই অকাল বর্ষণ ও ঠান্ডার মূল কারিগর। পুবালি হাওয়ার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প সমতলে ঢুকে হিমালয়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে তৈরি করছে ঘন মেঘপুঞ্জ। সাধারণত এই সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে আসা শুকনো গরম হাওয়া বা ‘লু’ উত্তরের জেলাগুলোতে গরমের দাপট বাড়ায়, কিন্তু এবার শক্তিশালী পশ্চিমী ঝঞ্ঝা সেই পথ রুদ্ধ করে উত্তুরে হাওয়ার রেশ টেনে এনেছে। এর ফলে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়ে এক কৃত্রিম বর্ষাকালীন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিশ্বজনীন সংকটেরই এক ক্ষুদ্র সংস্করণ যেন ফুটে উঠেছে উত্তরের এই অংশে। মার্চে উত্তরে এমন আবহাওয়ার কোনও রেকর্ড নেই বলেই জানিয়েছেন ইন্দ্রজিৎ।

প্রকৃতির ছন্দপতনের এই চড়া মাশুল দিতে হচ্ছে উত্তরবঙ্গের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে। গৌড়বঙ্গ থেকে তরাই বা ডুয়ার্সের বিস্তৃত আলুর খেতে আজ কান পাতলে শোনা যাচ্ছে কৃষকের দীর্ঘশ্বাস। যে আলু এই সময় ঘরে তোলার কথা, অসময়ের বৃষ্টিতে সেই খেতে জল জমে পচন ধরেছে। শুধু আলুই নয়, শিলাবৃষ্টিতে কোচবিহারের একটা বড় অংশে কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে তামাক গাছ। আমের মুকুল ঝরে পড়ছে অকাল বর্ষণ ও ঝোড়ো হাওয়ায়। ভুট্টার খেতেও থাবা বসিয়েছে দুর্যোগ। মাটির বুক চিরে যে ফসলের হাসার কথা ছিল, তা পচা গন্ধ আর অনিশ্চয়তার চাদরে ঢেকে গিয়েছে। কামাখ্যাগুড়ির আলুচাষি সুভাষ রায়ের কথা, ‘কুড়ি বছরের বেশি সময় ধরে নিজে চাষ করছি। চৈত্রের শুরুতে এমন আবহাওয়া প্রথম দেখলাম।’ মানুষের শরীরী ছন্দও এই খামখেয়ালিপনায় বিপর্যস্ত। কখনও মেঘলা আকাশের ভ্যাপসা গরম, আবার কিছুক্ষণ পরেই বৃষ্টির ঝাপটায় হাড়কাঁপানো ঠান্ডা, এভাবে তাপমাত্রার দ্রুত ওঠানামায় ঘরে ঘরে ভাইরাল ফিভার, সর্দিকাশি আর শ্বাসকষ্টের প্রকোপ বাড়ছে। বিশেষ করে শিশু এবং বয়স্কদের জন্য এই আবহাওয়া নীরব ঘাতকের মতো কাজ করছে। চিকিৎসকদের চেম্বারে তিলধারণের জায়গা নেই, কারণ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এই অদ্ভুত পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হিমসিম খাচ্ছে। তাই সকলকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক উজ্জ্বল আচার্য। কোনওভাবেই ঠান্ডা বা বৃষ্টিকে উপেক্ষা করা যাবে না বলেই জানিয়েছেন তিনি। প্রাণী বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় পশুপাখিরাও তাদের প্রজনন ঋতুর স্বাভাবিক গতিবিধি হারিয়ে ফেলছে।

কবি রণজিৎ দেবের কথায়, ‘প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের চুক্তি ছিল, তা আজ কোথাও একটা বড়সড়ো ফাটলের মুখে দাঁড়িয়ে। যখন দহনজ্বালায় পোড়ার কথা ছিল শরীর, তখন বৃষ্টির শীতলতা আশঙ্কার নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে।’ শিলিগুড়ির বিধান রোডের হকার থেকে শুরু করে কোচবিহারের প্রান্তিক কৃষক সবার চোখ এখন আকাশের দিকে। প্রশ্ন একটাই, কবে ফিরবে সেই পরিচিত চৈত্র-দুপুর? কবে বিদায় নেবে এই অকাল শীতের কুহক? দূর থেকে ভেসে আসছে বাসন্তীপুজোর বাদ্যির আওয়াজ। সেই আনন্দ ছাপিয়ে যেন নীল বেদনার কাব্য লেখা হচ্ছে উত্তরজনের প্রাণের প্রতিটি বাঁকে, যেখানে বৃষ্টির শব্দে প্রকট হচ্ছে হারানোর সুর।

‘বাহিনীকে বুঝে নেবেন মা-বোনেরা’

প্রথম পাতার পর

মহিলা ভোটকে হাতিয়ার করেই গত বিধানসভার ভোট বৈতরণি পার করে তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল। চতুর্থবারও যে মহিলাদের ভোট ধরে রাখতে মরিয়া তৃণমূল তা মমতার রণকৌশলেই স্পষ্ট। বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার অনেক আগে থেকেই এবার নজিরবিহীনভাবে বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বিজেপির নির্দেশে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কাজ করা ও বাড়াবাড়ির অভিযোগ তুলে এর আগে একাধিকবার সরব হয়েছেন তৃণমূলের নেতারা। তাই ভোটের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী ভয় দেখালে তার পালটা হিসেবে মহিলাদেরকেই সামনে রেখে চাল দেবার পরিকল্পনা করেছে ঘাসফুল শিবির। ময়নাগুড়ি টাউন ক্লাব ময়দানে তৃণমূল প্রার্থী রামমোহন রায়ের সমর্থনে জনসভার মঞ্চ থেকে মমতা বলেন, ‘বিজেপি যদি মনে করে বাইরে থেকে এজেন্সি এনে ছাপ্পা করব তবে মা-বোনেদের বলব, যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। ছেলেদের পেছনে রাখবেন, আপনারা সামনে থাকবেন। আর কী কী দিয়ে কী করতে হয় আপনারা সব জানেন। আমাকে বলবার দরকার নেই।’ এদিন শংকর মালাকারের সমর্থনে নির্বাচনি প্রচারে মমতার সভামঞ্চের সামনে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। বিশেষ করে চা বলয়ের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহিলারা সভামঞ্চের সামনে ভিড় জমিয়েছিলেন। ময়নাগুড়িতেও মহিলাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। মহিলাদের বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয়টি মমতা তুলে ধরার সময় উপস্থিত মহিলারা উল্লসিত হয়ে ওঠেন। অনেকেই প্ল্যাকার্ড হাতে মমতাকে ধন্যবাদ জানান। যা দেখে তৃণমূল সুপ্রিমো অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী। ময়নাগুড়ির সভামঞ্চ থেকে মহিলাদের উদ্দেশ্য করে তিনি আরও বলেন, ‘মা-বোনেরা না থাকলে দেশ চলে না, ঘর চলে না, সংসার চলে না।’ তৃণমূল সুপ্রিমোর এহেন বার্তায় দলের মহিলা সংগঠন বাড়তি অক্সিজেন পেল বলেই দলীয় নেতৃত্ব দাবি করছে। এবিষয়ে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস (সমতল)-এর কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষ বলেন, ‘মহিলারা সারা বছর কাজ করেন। ভোটের দিন তাঁদের কী করতে হবে তা তাঁরা ভালো মতো জানেন।’ জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপের কথায়, ‘দলের সুপ্রিমোর নির্দেশমতো আমরা রাজ্য সরকারের মহিলাদের প্রকল্পগুলি আরও বেশি করে তুলে ধরব। বিজেপি কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভয় দেখাতে গেলে মহিলারা সামনে এগিয়ে আসবে।’ তবে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে এই ‘নারী ঢাল’ কতটা ছাপ ফেলতে পারবে, তা অবশ্য এখনই নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

সন্তানদের

প্রথম পাতার পর

তখন ও পালিয়ে যায়। তখনও আমাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে।’ সন্তানদের নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তিনি, দাবি সেই তরুণীর।

এদিকে, ঘটনায় ধৃতকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ধৃতের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার ধারা যুক্ত করা হয়েছে। পুলিশের এক পদস্থ কর্তা জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে তড়িঘড়ি ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত তরুণের সঙ্গে তরুণীর দাম্পত্যজীবন তেরো বছরের পুরোনো। এদিন ওই তরুণী চোখে জল নিয়ে বলছিলেন, ‘বিয়ের পর থেকেই স্বামী মদ খেয়ে এসে রাতে আমার ওপর অত্যাচার চালাত।’ অত্যাচারেরমাত্রা সহ্যের বাইরে চলে যাওয়ায় শেষমেশ পুলিশে অভিযোগ দায়েরের সিদ্ধান্ত নেন ওই তরুণী। তাতে বিপদ আরও বেড়েছে। তিনি বলছিলেন, ‘গত ৬ জানুয়ারি অভিযোগ দায়ের করার পর থেকেই স্বামী পালিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ করেই গত ১৬ তারিখ স্বামী রাতের দিকে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করে। আমরা দরজা আটকে দেওয়ায় ঘরের ভেতরে ঢুকতে পারেনি। খুন করার হুমকি দিয়ে পালিয়ে যায়।’ তবে মঙ্গলবার সুযোগ বুঝে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে অভিযুক্ত। তরুণীর অভিযোগ, ‘আমাকে ঘরের মধ্যে থেকে টেনে বের করে বাড়ির উঠোনে নিয়ে এসে বেধড়ক মারধর করে। আমার সন্তানদেরও ছাড়েনি। তারপর আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে কেরোসিন ঢেলে দরজায় আগুন লাগিয়ে দেয়।’

ঘটনায় স্তম্ভিত স্থানীয়রাও। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলছিলেন, ‘হঠাৎ করেই তরুণী ও বাচ্চাদের চিৎকার শুনতে পাই। এরপর আমরা বাড়িতে ঢুকতেই ওই তরুণ পালিয়ে যায়। দরজা ভেঙে এরপর ভেতর থেকে তরুণী সহ তাঁর সন্তানদের উদ্ধার করি।’

উত্তরবঙ্গ থেকেই প্রচার শুরু মোদির

প্রথম পাতার পর

বিজেপির জন্য অতটা সহজ না-ও হতে পারে বলে দলেরই একাংশের ধারণা। বাংলায় ভোটের প্রস্তুতিতে নেমে প্রতি পদে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে, এমনই একটি বিস্তারিত রিপোর্ট ইতিমধ্যে দিল্লিতে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে জমা পড়েছে বলে সূত্রের খবর। সেই রিপোর্টে স্পষ্ট বলা হয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে স্থানীয় ক্লাব, সংগঠন ও সামাজিক নেটওয়ার্কের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে কার্যত ব্যর্থ বিজেপি। বছরের পর বছর ধরে রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদান, বিভিন্ন উৎসব ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতার ফলে রাজ্যের হাজার হাজার ক্লাব ও স্থানীয় সংগঠনের সঙ্গে তৃণমূলের সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, যা ভাঙা বিজেপির পক্ষে কঠিন হয়ে উঠছে। রিপোর্টে আরও একটি বিষয় উঠে এসেছে, ‘প্রবাস কর্মসূচি’। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ ছিল, রাজ্যের প্রথমসারির নেতাদের গ্রামে গিয়ে কর্মীদের বাড়িতে থাকা, খাওয়া, সময় কাটানো এবং সরাসরি সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করার। উদ্দেশ্য, সংগঠনের নীচুতলার কর্মীদের সঙ্গে নেতৃত্বের দূরত্ব কমানো এবং সংগঠনকে শক্ত করা। কিন্তু রিপোর্টে অভিযোগ, অধিকাংশ প্রথমসারির রাজ্য নেতা এই কর্মসূচি ঠিকভাবে পালন করেননি। ফলে তৃণমূল স্তরে সংগঠন শক্ত করার যে পরিকল্পনা ছিল, তা পুরোপুরি সফল হয়নি। রিপোর্টে আরও একটি বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। তা হল ‘সরল অ্যাপ্লিকেশন’। এই মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে রাজ্যের সব নেতা, সাংসদ ও বিধায়কদের দৈনন্দিন রাজনৈতিক কর্মসূচি মনিটর করার পরিকল্পনা ছিল। প্রতিদিন অন্তত পাঁচটি বৈঠক করা, সেই বৈঠকের ছবি এবং জিপিএস তথ্য আপলোড করার নির্দেশ ছিল। প্রথমদিকে কিছুদিন নিয়ম মানা হলেও পরে অনেকেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি, ফলে দিল্লির মনিটরিং ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়ে, এমন অভিযোগও উঠেছে রিপোর্টে। সবশেষে যে বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অসন্তোষ চরমে, তা হল আসনভিত্তিক রণকৌশল প্রয়োগে গাফিলতি। ২৯৪টি বিধানসভা আসনকে এ, বি, সি এবং ডি- এই চার ভাগে ভাগ করে আলাদা আলাদা কৌশল নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। যেখানে বিজেপি শক্তিশালী, যেখানে অল্প ব্যবধানে হেরেছে, যেখানে সম্ভাবনা আছে এবং যেখানে কোনওদিন জেতেনি সেই অনুযায়ী নেতৃত্বকে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল।

রিপোর্ট বলছে, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব লক্ষ করা গিয়েছে, যার ফলে প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় এবং উত্তরবঙ্গে দলীয় কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষের ছবিটি বারবার সামনে এসেছে।

শীতঘুম কাটে না

প্রথম পাতার পর

ধলদিঘি রোডে শাহ আতার দরগার সামনেও একই চিত্র। মাদ্রাসা শিক্ষার সূতিকাঘর হিসেবে পরিচিত এই স্থাপত্য আজ অবহেলায় ক্ষয়িষ্ণু। এএসআই বোর্ড টাঙানো কেবল। তাছাড়া আর কোনও উদ্যোগ নেই। স্থানীয় বাসিন্দা মেহেবুব সরকারের আক্ষেপ, ‘রক্ষণাবেক্ষণ হলে পর্যটন বাড়ত, এলাকার অর্থনীতি চাঙ্গা হত।’

কালদিঘি থেকে নয়াবাজারের পথে দমদমা গ্রামের ভাঙাচোরা রাস্তা জনজীবনের নিত্য সমস্যা। নয়াবাজারে ঢুকলেই ভেসে আসে ক্ষীরদইয়ের গন্ধ, যার খ্যাতি গোটা বাংলায়। কিন্তু সেই শিল্পও ধুঁকছে। কারিগর কালী ঘোষের কথায়, ‘সরকারি সহায়তা না থাকায় বড় বড় বাজারে আমাদের মাল পৌঁছেই দিতে পারি না। আমাদের নেতা-মন্ত্রীদের সেসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই।’ একই হাল একসময়কার প্রসিদ্ধ তাঁতশিল্পেরও। বোড়ডাঙ্গির তাঁতশিল্পী আনন্দ সরকারের অভিযোগ, ‘মেশিনে তৈরি কলের শাড়ির দাপটে হারাচ্ছে হাতের কাজের মূল্য। ভোটের আগে নেতারা প্রতিশ্রুতি দিলেও কাজ হয় না।’ অভিযোগের তালিকাটা অনেক দীর্ঘ। গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গ ১৬ বছরেও চালু হয়নি, ১৬ লক্ষ টাকার প্রকল্প থমকে। আজও ময়নাতদন্তের জন্য ছুটতে হয় বালুরঘাটে। কোটি টাকার একাধিক কমিউনিটি হল চলে যাচ্ছে ক্লাবের হাতে। কাজের কাজ কিছু হয় না। দশ বছর আগে শহরে বসানো ৪৭টি জলের ট্যাংক আজ অচল। মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেয়নি রাজ্য থেকে কেন্দ্র। এখানকার আট থেকে দশ হাজার মৎস্যজীবীদের দিকে ফিরেও তাকায়নি কেউ। রাজনীতির ছবিটাও এই সামগ্রিক অচলাবস্থারই প্রতিফলন। একসময় সিপিএমের শক্ত ঘাঁটি ছিল গঙ্গারামপুর। প্রাক্তন মন্ত্রী, প্রয়াত নারায়ণ বিশ্বাসের হাত ধরে নিশ্চিন্তে জিতে আসা যেত এখান থেকে। এখন কিন্তু চৌপথির ধারে সিপিএমের এরিয়া অফিসে ঢুকলেই চোখে পড়বে অন্য ছবি। ভোটের মরশুমেও দুপুরে খাঁখাঁ করছে ফাঁকা ঘর। কাঠের বেঞ্চের ওপর এক সদস্য টানটান হয়ে শুয়ে রয়েছেন। নিউ মার্কেটে তৃণমূলের ঝাঁ চকচকে জেলা অফিসে ভিড়ের অন্দরেই ঘুরপাক খাচ্ছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ছায়া। প্রার্থী গৌতম দাসকে ঘিরে বিরোধী গোষ্ঠীর ‘চোরাস্রোত’ নিয়ে সজাগ সকলে। ২০১৬ সালে বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে জিতে তৃণমূলে যোগ দেন। পরে জেলা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পান। ’২১-এর বিধানসভা ভোটে পরাজয়। তখন সেই হারের জন্য দায়ী করা হয়েছিল মন্ত্রী বিপ্লবের গোষ্ঠীকেই। বিজেপির ক্ষেত্রেও ছবিটা আলাদা নয়। ২০১১ সালের তৃণমূল বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায় ২০১৬ সালে ভোটে দাঁড়িয়ে পরাজিত হন। সেখানেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ ওঠে। পরে দল বদলে বিজেপিতে যোগ দিয়ে জিতে বিধায়ক হন তিনি। এখন ভোটের মুখে তাঁর ‘রিপোর্ট কার্ড’ বিলিতে ব্যস্ত কর্মীরা। দুই প্রার্থীর একবার এই ফুলে, আরেকবার ওই ফুলের মধু খাওয়ার রাজনৈতিক যাত্রাপথ যতটা দলবদলের রংয়ে রঙিন, গঙ্গারামপুরের উন্নয়ন ঠিক ততটাই ফ্যাকাশে।

এই সমীকরণের মাঝেই গত বিধানসভায় ভোটে গঙ্গারামপুরবাসী দলবদলুদের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিতে আগ্রহ দেখিয়েছেন। তবে এবার সেই বাইনারি ভাঙার চেষ্টা করছে বামেরা। ছাত্র থেকে শিক্ষক সংগঠন হয়ে উঠে আসা নেতা বিপ্লব বর্মনকে সামনে এনে যেন নতুন দিশার খোঁজ। গঙ্গারামপুর কার্যত এক চলমান গিরগিটির ক্যানভাস। ক্ষমতার অঙ্ক মেলাতে গিয়ে আদর্শ বারবার পিছিয়ে পড়েছে এখানে। কালীতলার চায়ের ঠেকে বসে প্রবীণ কৃষ্ণ দেবনাথের কথায় উঠে এল সারমর্ম, ‘এখানে কখন কোন দলের নেতা কার কাছে বিক্রি হয়ে যাবে, বোঝা মুশকিল। এখানকার ভোটের হিসেব সত্যিই খুব কঠিন।’

রাজ্যটাকেই তুলে দিতে চায় ওরা

প্রথম পাতার পর

আর এই জনগণের শক্তিই আমার আসল শক্তি।’ বাংলার মাটি থেকে এদিন আগামীদিনে দিল্লির মসনদ দখলেরও কড়া হুংকার দেন তিনি। গত ১৫ বছরে উত্তরবঙ্গে তাঁর সরকার কী বিপুল পরিমাণ উন্নয়নের কাজ করেছে, এদিন তার এক বিস্তারিত খতিয়ান মানুষের কাছে তুলে ধরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাম জমানার সঙ্গে তৃণমূল আমলের ফারাক বোঝাতে গিয়ে তিনি জাবরাভিটার সভায় জনতার উদ্দেশে প্রশ্ন তোলেন, ‘আগে শিলিগুড়ি কী ছিল? আর এখন কী হয়েছে? আপনারা নিজেরাই বুকে হাত দিয়ে বলুন, কী করিনি উত্তরবঙ্গের জন্য?’ তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, উত্তরবঙ্গের মানুষের সুবিধার্থে এবং প্রশাসনিক কাজকর্মের বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে শিলিগুড়িতে উত্তরকন্যা গড়ে তুলেছে তাঁর সরকার। এখানকার মানুষকে আর ছোটখাটো কাজে কলকাতায় ছুটতে হয় না। এছাড়াও পর্যটন ও ধর্মীয় ভাবাবেগের কথা মাথায় রেখে মহাকাল মন্দির নির্মাণ, ঐতিহ্যবাহী জল্পেশ মন্দিরের আধুনিকীকরণ এবং ঢেলে সাজানোর কাজ হয়েছে। জলকষ্ট দূর করতে ঘরে ঘরে পানীয় জলপ্রকল্প পৌঁছে দেওয়া, রাস্তার আলোর ব্যবস্থা করা থেকে শুরু করে বেঙ্গল সাফারির মতো আন্তর্জাতিকমানের পর্যটনকেন্দ্র তৈরি, সবই তাঁর সরকারের অবদান বলে দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকাকে আগামীদিনে পুরসভায় উন্নীত করার দীর্ঘদিনের যে জোরালো দাবি সাধারণ মানুষের রয়েছে, তা তাঁর মাথায় আছে এবং খুব শীঘ্রই তা বাস্তবায়িত করা হবে বলেও তিনি এদিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নাগরিকত্ব ইস্যুতে এদিন ফের একবার সুর চড়িয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। এসআইআর-এর প্রসঙ্গ টেনে তিনি সরাসরি নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রকে তোপ দেগে তাঁর প্রশ্ন, ‘এতদিন দেশে বসবাস করার পরেও এখন এসআইআর-এর নামে নিজেদের নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে, এটা কি সাধারণ মানুষের কাছে চরম অপমানজনক নয়? এসআইআর করে বহু রাজবংশী মানুষের নাম অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর জেরে যদি কোনও প্রাণহানি ঘটে বা আতঙ্কে কেউ আত্মঘাতী হন, তবে সেই মৃত্যুর দায় কে নেবে?’

ময়নাগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী রামমোহন রায়ের সমর্থনে বলতে গিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বকে তুলোধোনা করেন মমতা। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই ময়নাগুড়িতে এসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার তৃণমূল প্রার্থীকে গাছে বেঁধে রাখার নিদান দিয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গ টেনে রামমোহন রায়ের হাত তুলে ধরে মমতা বলেন, ‘বিজেপির একজন মন্ত্রী আমার প্রার্থীকে গাছে বেঁধে পেটাবেন বলেছেন। গাছ তো মানুষকে বেঁধে রাখার জন্য নয়, গাছ মানুষকে ছায়া দেওয়ার জন্য। আমি বলি তোমাদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক। এসব হিংসার রাজনীতি করতে যেও না। না হলে নির্বাচনের পরে এমন দিন আসবে যখন নিজেদের পিঠে পোস্টার লাগিয়ে তোমাদেরই ঘুরে ঘুরে বলতে হবে যে, আমি আর বিজেপি করি না।’

কৃষক এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন অর্থনীতি ও বেঁচে থাকার লড়াই নিয়েও এদিন সরব ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি অকাল বৃষ্টির জেরে জলপাইগুড়ি সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় আলু চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কৃষকদের আশ্বস্ত করতে মমতা বলেন, ‘জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির জেরে আলু চাষের যে বিপুল ক্ষতি হচ্ছে, তা নিয়ে আমি ওয়াকিবহাল। তবে চাষিভাইদের দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আমাদের সরকার আপনাদের পাশে আছে। আগে থেকেই সবার শস্যবিমা করা আছে, তাই প্রত্যেকেই তাঁদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবেন।’

দেশের বেহাল অর্থনীতি, রেকর্ড বেকারত্ব এবং আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি। নাম না করে মমতা বলেন, ‘হাঁদা-ভোঁদা দুই ভাই মিলে গোটা দেশটাকে বিক্রি করে দিচ্ছে। সারাদিন বসে বসে শুধু মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। বছরে দু’কোটি চাকরি দেবে বলে ক্ষমতায় এসেছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছু করেনি।’ তাঁর রাজ্য সরকার কীভাবে কর্মসংস্থান বাড়িয়েছে, তার পরিসংখ্যান তুলে ধরে মমতা দাবি করেছেন পশ্চিমবঙ্গে বেকারত্ব ৪০ শতাংশ কমেছে। পাশাপাশি পেট্রোপণ্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি এবং রান্নার গ্যাসের বুকিং ৩৫ দিন পর করে দেওয়ার একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে কেন্দ্রকে তুলোধোনা করে তিনি বলেন, ‘বিজেপি বিহারে ভোটের আগে মহিলাদের আট হাজার টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট নিয়েছিল। ভোটের পরেই তাঁদের বাড়িঘরের ওপর দিয়ে বুলডোজার চালিয়েছে।’

পৃথিবীর পাঠশালা

উধাও হওয়া আস্ত গ্রাম

এক-দুজন মানুষ হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা হামেশাই ঘটে, কিন্তু একটা আস্ত গ্রাম যদি স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে যায়! ১৫৮৭ সালে আমেরিকায় বসতি গড়তে ইংল্যান্ড থেকে একদল মানুষ রোয়ানোকে নামের একটি দ্বীপে আসেন। দলের নেতা জন হোয়াইট রসদ আনতে ইংল্যান্ডে ফিরে যান। কিন্তু যুদ্ধের কারণে তাঁর ফিরতে তিন বছর দেরি হয়। ১৫৯০ সালে তিনি যখন ওই দ্বীপে ফেরেন, তখন দেখেন পুরো গ্রাম খাঁ খাঁ করছে। ১১৫ জন নারী, পুরুষ ও শিশুর কোনও চিহ্ন নেই। কোনও মৃতদেহ বা ধস্তাধস্তির দাগও মেলেনি। শুধু একটি গাছের গায়ে খোদাই করা ছিল ক্রোয়াটোয়ান নামের এক রহস্যময় শব্দ। আজ পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি ওই মানুষগুলোর ভাগ্যে ঠিক কী ঘটেছিল। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় নিখোঁজ রহস্য এটি।

ইতালির অভিশপ্ত দ্বীপ

ভেনিসের পাশেই থাকা পোভেগ্লিয়া নামের ছোট্ট এই দ্বীপটিকে বিশ্বের সবচেয়ে ভুতুড়ে জায়গা বলা হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে যখন ইউরোপে প্লেগ মহামারি শুরু হয়, তখন হাজার হাজার প্লেগ রোগীকে এই দ্বীপে এনে ফেলে রাখা হত। তাঁরা বিনা চিকিৎসায় এখানেই ধুঁকে ধুঁকে মারা যেতেন এবং তাঁদের একসঙ্গে পুড়িয়ে দেওয়া হত।

পরে ১৯২০ সালের দিকে এখানে একটি মানসিক হাসপাতাল তৈরি করা হয়, যেখানে এক বিকৃতমনা ডাক্তার রোগীদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করতেন। শোনা যায়, ভূতেদের অত্যাচারে ওই ডাক্তার নিজেই ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে মারা যান। বর্তমানে এই দ্বীপে মানুষের পা রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইতালির সরকার অনেক চেষ্টা করেও এই অভিশপ্ত দ্বীপ কাউকে বিক্রি করতে পারেনি।

ভ্যাটিকানের গোপন লাইব্রেরি

ভ্যাটিকান সিটি এমনিতেই নানা রহস্যে মোড়া। কিন্তু এর মাটির নীচে থাকা বিশাল গোপন আর্কাইভস বা লাইব্রেরি নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। এর নাম সিক্রেট আর্কাইভস। প্রায় তিপ্পান্ন মাইল লম্বা তাকজুড়ে এখানে সাজানো আছে বারোশো বছরের পুরোনো সব ঐতিহাসিক এবং বিতর্কিত দলিল। গ্যালিলিওর বিচার থেকে শুরু করে হেনরির ডিভোর্সের কাগজ— সবই বন্দি আছে এখানে। সাধারণ মানুষের এখানে ঢোকা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেবল বিশেষ অনুমতিপ্রাপ্ত হাতেগোনা কয়েকজন গবেষকই এখানে যাওয়ার সুযোগ পান, তাও কড়া পাহারায়। অনেকেই বিশ্বাস করেন, এখানে যিশুর আসল ইতিহাস, ভিনগ্রহীদের প্রমাণ বা টাইম ট্র্যাভেলের মতো দুনিয়া কাঁপানো অনেক গোপন তথ্য লুকিয়ে রেখেছে চার্চ।

পরিত্যক্ত কংক্রিটের দ্বীপ

নাগাসাকির কাছে সমুদ্রে ভাসমান হাসিমা আইল্যান্ড একসময় ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ জায়গা। দূর থেকে একে অনেকটা বিশাল

যুদ্ধজাহাজের মতো দেখতে লাগে। সমুদ্রের নীচে কয়লা খনিতে কাজ করার জন্য মিতসুবিশি কোম্পানি এই দ্বীপে বিশাল কংক্রিটের অ্যাপার্টমেন্ট, স্কুল, হাসপাতাল এবং সিনেমা হল তৈরি করেছিল। ছোট্ট একটি পাথরের ওপর হাজার হাজার শ্রমিক গাদাগাদি করে বাস করতেন। কিন্তু ১৯৭৪ সালে কয়লার খনি শেষ হয়ে গেলে কোম্পানি দ্বীপটি রাতারাতি বন্ধ করে দেয়। সবাই সবকিছু ফেলে মূল ভূখণ্ডে ফিরে যান। আজ এই দ্বীপটি কংক্রিটের এক পরিত্যক্ত ভুতুড়ে শহর, যেখানে কেবল সমুদ্রের ঢেউ আর ভাঙা দেওয়াল মানুষের লোভের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

» ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে গতবার ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত ছিল। এবার চোখ হাফডজন আইপিএল জয়ে। সমর্থকদের প্রত্যাশা উসকে দিচ্ছে একঝাঁক ম্যাচ উইনারে ভরা মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। রোহিত শর্মা-সূর্যকুমার যাদব-হার্দিক পান্ডিয়ার পাশে জসপ্রীত বুমরাহ-ট্রেন্ট বোল্টদের বিদ্যুৎ-ফেভারিট হিসেবেই মেগা লিগে এন্ট্রি নেবে নীতা আম্বানির দল।

বুমরাহ হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়...

বিশ্বকাপের হ্যাংওভার কাটার আগেই নতুন চ্যালেঞ্জ। সূর্যকুমার যাদব, সঞ্জু স্যামসনরা যেখানে পরস্পরের প্রতিপক্ষ। ২৮ মার্চ আইপিএলের ঢাকে কাঠি পড়ার আগে কোন দল কতটা প্রস্তুত দেখে নিতে আজ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে চোখ রাখলেন সঞ্জীবকুমার দত্ত।

২০২৫-এ চতুর্থ স্থান

অধিনায়ক : হার্দিক পান্ডিয়া

হেডকোচ : মাহেলা জয়বর্ধনে
মেন্টর : শচীন তেন্ডুলকার
বোলিং কোচ : লসিথ মালিঙ্গা, পরস মামব্রে
ব্যাটিং কোচ : কায়রন পোলার্ড
হোম গ্রাউন্ড : ওয়াংখেড়ে ক্রিকেট স্টেডিয়াম
প্রথম ম্যাচ : ২৯ মার্চ, কলকাতা নাইট রাইডার্স

স্কোয়াড

দামি ক্রিকেটার
বুমরাহ (১৮ কোটি), সূর্যকুমার (১৬.৩৫), হার্দিক (১৬.৩৫), রোহিত (১৬.৩০), তিলক (৮ কোটি)

নিলাম থেকে
কুইন্টন ডি কক (১ কোটি), দানিশ মালওয়ার (৩০ লাখ), মহম্মদ ইজহার (৩০ লক্ষ), অর্থব আঙ্কলেকার (৩০ লক্ষ), মায়াঙ্ক রাওয়াত (৩০ লক্ষ)

শক্তি

কোর টিম : রোহিত, রায়ান রিকেলটন, তিলক ভার্মা, সূর্যকুমার, হার্দিক, বুমরাহ-গতবারের কোর টিমটাকে ধরে রেখেছে। ম্যারাথন লিগে যা প্লাস পয়েন্ট।

ম্যাচ উইনার : প্রতিটি বিভাগে একাধিক ম্যাচ উইনার। টি২০ ফরম্যাটে যাঁরা নিজের দিনে যে কোনও ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

বুমরাহ হ্যায় ...

সাদা বলের ফরম্যাটে সর্বকালের সেরা কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক চলছে। উত্তর যাইহোক, বর্তমান ক্রিকেট বিশ্বের সেরা, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। নতুন বল হোক বা ডেথ ওভার, একটাই স্লোগান-বুমরাহ হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়।

দুর্বলতা

ভারতীয় স্পিনার : মিচেল স্যান্টনার, আল্লাহ মহম্মদ গজনফারের মতো স্পিনার রয়েছে দলে। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি অনিয়মিত স্পিনে ব্রেক থ্রু দিতে ওস্তাদ উইল জ্যাকসও। যদিও অভিজ্ঞ দেশীয় স্পিনার, স্পিন-অলরাউন্ডারের অভাব টিম কম্বিনেশন তৈরিতে অস্বস্তিতে রাখবে।

এক্স ফ্যাক্টর

জ্যাকস-রাদারফোর্ড

হার্দিক পান্ডিয়ার পাওয়ার তো ছিলই। বিশ্বকাপের স্বপ্নের ফর্মকে সঙ্গী করে হাজির জ্যাকস। প্রতিপক্ষের রক্তচাপ বাড়িয়ে হাজির ওয়েস্ট ইন্ডিজের ম্যাচ ফিনিশার শেরফানে রাদারফোর্ডও।

সেরা পারফরমেন্স : ৫ বার চ্যাম্পিয়ন (২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২০)
গতবার : চতুর্থ
সর্বোচ্চ স্কোর : ২৪৭/৯, দিল্লি ক্যাপিটালস, ২০২৪
সর্বনিম্ন : ৮৭, কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব (২০১১) ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (২০১৮)

ব্যক্তিগত রেকর্ড (২০২৫-এ)
সর্বাধিক রান : সূর্যকুমার (৭১৭ রান), রোহিত (৪১৮), রিকেলটন (৩৮৮)
সর্বাধিক উইকেট : বোল্ট (২২ উইকেট), বুমরাহ (১৮), হার্দিক (১৪)

টিম অ্যানথেম : খেলেঙ্গে দিল খোলকে

সম্ভাব্য একাদশ : রোহিত শর্মা, রায়ান রিকেলটন/কুইন্টন ডি কক, তিলক ভার্মা, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পান্ডিয়া, নমন ধীর, মিচেল স্যান্টনার, দীপক চাহার, উইল জ্যাকস/আল্লাহ মহম্মদ গজনফার, ট্রেন্ট বোল্ট ও জসপ্রীত বুমরাহ।

সল্টের জন্য বোলার বিরাট

বেঙ্গালুরু, ২৫ মার্চ : মাঝে আর মাত্র দুইদিন। শনিবার ঘরের মাঠ এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেতাব ধরে রাখার লড়াই শুরু করছে গতবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ঈশান কিষান-অভিষেক শর্মাদের মুখোমুখি হওয়ার আগে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতিতে মগ্ন আরসিবি শিবির। তবে এদিনের অনুশীলনে সবচেয়ে বড় চমক ছিল 'বোলার' বিরাট কোহলি!

ভাইরাল ধোনির ছক্কা

ওপেনিং পার্টনার ফিল সল্টকে ব্যাটিং প্র্যাকটিস করাতে নিজেই বল হাতে তুলে নেন 'চেজমাস্টার'। বিরাটের সেই বোলিংয়ের ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল। গত মরশুমে কোহলি-সল্ট জুটি ওপেনিংয়ে ৫৬৫ রান তুলে দলের সাফল্যের শক্ত ভিত গড়ে দিয়েছিলেন। এবারও দলের অন্যতম প্রধান ভরসা এই যুগলবন্দি। নেটেও ধরা পড়ল সেই দারুণ রসায়ন। বিশ্বকাপ ভালো না কাটলেও, সল্টের ওপর অগাধ আস্থা রাখছেন আরসিবি-র টিম ডিরেক্টর মো বোবাট। তাঁর দাবি, বিরাটের সঙ্গে ব্যাটিং উপভোগ করবেন বিশ্বের অন্যতম সেরা এই টপ অর্ডার ব্যাটার। এদিকে, নেটে প্রিয় তারকাকে বল করতে দেখে উচ্ছ্বসিত কোহলি-ভক্তরা। তাঁদের জল্পনা, গতবার ব্যাট হাতে আইপিএল জিতিয়েছিলেন বিরাট, এবার কি তবে বোলার বিরাটের ম্যাজিক দেখা যাবে? আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশাপাশি আইপিএলেও বিরাটের উইকেট নেওয়ার নজির রয়েছে।

অন্যদিকে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল মহেন্দ্র সিং ধোনির একটি ট্রেডমার্ক ছক্কার ভিডিও। চেন্নাই সুপার কিংসের আন্তঃ দলীয় প্রস্তুতি ম্যাচে সতীর্থ মুকেশ চৌধুরীকে অনায়াসে গ্যালারিতে ফেলেন ৪৪ বছরের মাহি। বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর ব্যাটে এখনও বারুদ মজুত রয়েছে। ষষ্ঠ খেতাব জয়ের লক্ষ্যে প্রিয় 'থালা'-র এই বিধ্বংসী মেজাজ স্বাভাবিকভাবেই সিএসকে ভক্তদের দারুণ ভরসা জোগাচ্ছে।

ব্যাট ছেড়ে আরসিবি-র বোলিং অনুশীলনে বিরাট কোহলি।

বাইশ গজ থেকে আরসিবি-র মসনদে আর্যমান

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : ১৬ হাজার ৭২৫ কোটি টাকার মেগা চুক্তিতে হাতবদল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মালিকানা। আদিত্য বিড়লা গ্রুপ এবং টাইমস অফ ইন্ডিয়া গ্রুপের নেতৃত্বাধীন এক কনসোর্টিয়াম গতবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়নদের কিনে নিয়েছে।

তখন ও এখন। মধ্যপ্রদেশের হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছিলেন আর্যমান বিড়লা। এখন তিনিই বিরাট কোহলিদের 'বস'।

আরসিবি-র মতো একটি আইকনিক দলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারা আমাদের কাছে বিরাট সম্মানের। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে দলকে আগামী দিনে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়াই আমার মূল লক্ষ্য।

-আর্যমান বিড়লা

মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া এই বিপুল অঙ্কের মতোই চমকপ্রদ আরসিবি-র সম্ভাব্য নতুন চেয়ারম্যান আর্যমান বিড়লার প্রোফাইল! আক্ষরিক অর্থেই তিনি বিরাট কোহলিদের নতুন 'বস'। অথচ এই ২৮ বছরের তরুণ নিজেই একজন প্রাক্তন আইপিএল ক্রিকেটার। মাত্র আট বছর আগেই রাজস্থান রয়্যালসে জস বাটলারদের সতীর্থ ছিলেন তিনি।

আদিত্য বিড়লা গ্রুপের চেয়ারম্যান কুমার মঙ্গলম বিড়লার পুত্র আর্যমান। একসময় মধ্যপ্রদেশের হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলার সুবাদে আরসিবি-র বর্তমান অধিনায়ক রজত পাতিদার এবং ভেঙ্কটেশ আইয়ারের সঙ্গে রুমও শেয়ার করেছেন তিনি। কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক ব্যবসার কারণে অল্প বয়সেই বাইশ গজে ইতি টানতে হয়েছিল তাঁকে। তবে প্রথম ভালোবাসা ক্রিকেটকে যে সহজে ভোলা যায় না, তা প্রমাণ করেই আইপিএল সংসারে তাঁর এই রাজকীয় প্রত্যাবর্তন।

নতুন এই চুক্তির ফলে আরসিবি-র মূল মালিকানা এখন আদিত্য বিড়লা গ্রুপের হাতে এবং চেয়ারম্যানের চেয়ারে বসছেন আর্যমান। তাঁর ক্রিকেট-প্রোফাইলে চোখ রাখলে দেখা যায়, মধ্যপ্রদেশের হয়ে ৯টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন তিনি। বাঁহাতি ব্যাটার এবং অর্থডক্স স্পিনার আর্যমানের ইডেন গার্ডেন্সে বাংলার বিরুদ্ধে একটি দুরন্ত সেঞ্চুরিও রয়েছে। এছাড়া খেলেছেন ৪টি লিস্ট 'এ' ম্যাচ। একটা সময় বিশ্বের সবচেয়ে 'বড়লোক' ক্রিকেটার হিসেবে রীতিমতো সাড়া ফেলেছিলেন তিনি!

২০১৮ সালের আইপিএল নিলামে রাজস্থান রয়্যালস ৩০ লক্ষ টাকায় আর্যমানকে দলে নিলেও কোনও ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি। ২০১৯ সালের শুরুতেই ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। পড়াশোনাতেও তুখোড় এই তরুণ হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল থেকে এমবিএ এবং বায়েস বিজনেস স্কুল থেকে গ্লোবাল ফাইনান্সে মাস্টার্স করেছেন। বর্তমানে তিনি আদিত্য বিড়লা গ্রুপের একাধিক কর্পোরেট বোর্ডে ডিরেক্টরের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।

আরসিবি-র মালিকানা বদলের হাত ধরে বাইশ গজে ফিরতে পেরে উচ্ছ্বসিত আর্যমান বলেছেন, 'এমন একটি আইকনিক দলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারা আমাদের কাছে বিরাট সম্মানের। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে দলকে আগামী দিনে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়াই আমার মূল লক্ষ্য।'

কোটিপতি শেন ওয়ার্নের পরিবার

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : রাজস্থান রয়্যালসের বিক্রিতে লাভবান হল প্রয়াত অজি কিংবদন্তি শেন ওয়ার্নের পরিবার।

আইপিএলের প্রথম মরশুমেই কিংবদন্তি ওয়ার্নকে অধিনায়ক করেছিল রাজস্থান। তাঁকে সামনে রেখেই দল তৈরি করেছিল তারা। তবে ওয়ার্নের সঙ্গে রাজস্থানের একটি অদ্ভুত চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তি অনুযায়ী, যত বছর ওয়ার্ন খেলবেন, তত বছর তাঁকে দলের ০.৭৫ শতাংশ শেয়ার দেওয়া হবে। অজি কিংবদন্তি মোট চার বছর

খেলেছিলেন। ফলে রাজস্থানের মোট ৩ শতাংশ শেয়ারের মালিকানা পান তিনি।

মঙ্গলবার ১৫ হাজার ২৮৬ কোটি টাকায় রাজস্থান রয়্যালসের সমস্ত শেয়ার কিনে নিয়েছেন উদ্যোগপতি কাল সোমানির নেতৃত্বাধীন কনসর্টিয়াম। সেই অনুযায়ী, ওয়ার্নের মালিকানাধীন শেয়ারের মূল্য দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা। প্রয়াত অজি কিংবদন্তির পরিবার এই বছর আইপিএল শেষ হওয়ার পর এই শেয়ার বিসিসিআইয়ের অনুমতি নিয়ে বিক্রি করতে পারবে।

ভারতের নেতৃত্বে সিন্ধু-লক্ষ্য

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : আসন্ন বিশ্ব ব্যাডমিন্টন টিম চ্যাম্পিয়নশিপ থমাস এবং উবের কাপের জন্য দল ঘোষণা করল ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া।

পুরুষদের চ্যাম্পিয়নশিপ থমাস কাপে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন লক্ষ্য সেন। দলে রাখা হয়েছে দুই অভিজ্ঞ শাটলার কিদাম্বি শ্রীকান্ত ও এইচএস প্রণয়কে। প্রথমবার দলে ডাক পেয়েছেন উদীয়মান শাটলার আয়ুষ ছেত্রী। তবে ভারতীয়দের মূল ভরসা বিশ্বের এক নম্বর ডাবলস জুটি সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি। মহিলাদের চ্যাম্পিয়নশিপ উবের কাপে অভিজ্ঞ পিভি সিন্ধুর নেতৃত্বে খেলবে ভারত। উদীয়মান উন্নাতি হুডা, ঈশানী বড়ুয়াকে দলে রাখা হয়েছে। অভিজ্ঞ ডাবলস জুটি তৃষা জলি-গায়ত্রী গোপীচাঁদের ওপর দলের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে থাকবে।

পুরোপুরি ফিট এমবাপে

মাদ্রিদ, ২৫ মার্চ : হাঁটুর চোট পুরোপুরি সারিয়ে আসন্ন বিশ্বকাপের আগে মাঠে ঝড় তুলতে মরিয়া রিয়াল মাদ্রিদের ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। চোটের কারণে চলতি বছরে ৪টি লিগ ম্যাচে মাঠের বাইরে ছিলেন। তবে রবিবার অ্যাটলেটিকোর বিরুদ্ধে মাদ্রিদ ডার্বিতে (৩-২ গোলে জয়) বদলি হিসেবে ফিরেছেন তিনি। ২৭ বছরের এমবাপে বলেছেন, 'আমি একশো শতাংশ ফিট। বিশ্বকাপের সেরা প্রস্তুতির জন্য ক্লাবের বাকি সব ম্যাচ খেলতে চাই।' উল্লেখ্য, আসন্ন ব্রাজিল ও কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচের ফ্রান্সের স্কোয়াডেও ডাক পেয়েছেন তিনি।

টি২০ সিরিজ প্রোটিয়াদের

ক্রাইস্টচার্চ, ২৫ মার্চ : দ্বিতীয় সারির দল নিয়েও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ ৩-২ ব্যবধানে জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা। বুধবার ক্রাইস্টচার্চে সিরিজ নির্ণায়ক পঞ্চম ম্যাচ ৩৩ রানে জয় পায় প্রোটিয়ারা। বুধবার টসে হেরে ৪ উইকেটে ১৮৭ রান তোলে দক্ষিণ আফ্রিকা। সৌজন্যে কোনর এস্টারহুইজেনের বিধ্বংসী ইনিংস। ৩৩ বলে ৭৫ রান করেন তিনি। জবাবে উইকেট খোয়াতে থাকে কিউয়িরা। বেভন জ্যাকবস (৩৬) ছাড়া কেউ ত্রিশ রানের গণ্ডিও পার করতে পারেননি। ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে শেষ পর্যন্ত ১৫৪ রান করতে সক্ষম হয় নিউজিল্যান্ড। দক্ষিণ আফ্রিকার জেরাল্ড কোয়েৎজে, উইয়ান মুল্ডার ও ওটনিল বার্টম্যান দুইটি করে উইকেট নেন।

সবকিছু স্বপ্নের মতো লাগছে ঈশানের

হায়দরাবাদ, ২৫ মার্চ : এভাবেও ফিরে আসা যায়!

ঈশান কিষানের চমকপ্রদ প্রত্যাবর্তন কাহিনীর সঙ্গে কথাটা ভীষণভাবে মেলে। ভারতীয় দল থেকে বাদ, বোর্ডের বার্ষিক চুক্তির তালিকা না থাকা থেকে রাতারাতি বিশ্বকাপ জয়ী দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। রেশ কাটার আগেই সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অধিনায়কের গুরুভার!

ঈশানের নিজেরও বিশ্বাস হচ্ছে না একঝাঁক সিনিয়ার সতীর্থ থাকার পরও তাঁকে নেতা হিসেবে বেছে নেবে টিম ম্যানেজমেন্ট। প্যাট কামিন্সের অবর্তমানে পাওয়া যে দায়িত্বে কাজও শুরু করে দিয়েছেন। ২৮ মার্চ গতবারের চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ। তার আগে ঈশান বলেছেন, 'দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ! আমি খুশি। ভীষণভাবে আপ্লুত।'

নতুন দায়িত্ব। তবে নয়া তত্ত্বে বিশ্বাসী নন। ঈশানের কথায়, দল একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকে নিজের দায়িত্ব জানে, বোঝে। সতীর্থদের ওপর আস্থা রেখে হায়দরাবাদ অধিনায়কের সংযোজন, 'আমার চিন্তাভাবনা একেবারে সহজ-সরল। বাড়তি কিছু করার পথে হাঁটার প্রয়োজন নেই। আইপিএলে যারা খেলে, তারা প্রত্যেকেই দক্ষ, নিজেদের কাজ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আমাদের দায়িত্ব সবাই সঠিক দিশা দেখানো।'

বিশ্বকাপে চাপমুক্ত মনে আগ্রাসী ক্রিকেট উপহার দিয়েছেন।

আইপিএলের 'ক্যাপ্টেনস মিট'-এ হার্দিক, ঈশান, রিয়ান ও অক্ষর।

গত কয়েক মরশুমে তাঁর টিম হায়দরাবাদও সেই পথেই হাঁটছে। ঈশানের দাবি, সাফল্য পেতে হলে চাপ ঝেড়ে ফেলে সহজাত ক্রিকেট উপহার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। একটা, দুইটি ম্যাচে সাফল্য না এলেও এই ভাবনায় কোনও সমঝোতা করা হবে না। টিমগেমে জোর দেওয়ার পাশাপাশি আসন্ন মরশুমে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার আরও পরিপূর্ণ করেও নিতে চান ঈশান।

সাফ কথা, ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে নামবেন। তবে ট্রফি জয় নিয়ে এখনই মাথা খারাপে নারাজ। হায়দরাবাদের নতুন অধিনায়কের মতে, বর্তমান নিয়ে ভাবতে চান। এক একটা ম্যাচ ধরে এগোনোই আপাতত লক্ষ্য। দলের ভাবনা পরিষ্কার-পরিশ্রম করো, নিজেদের খেলায় ফোকাস রাখো। ফল ঠিক মিলবে।

ঘরোয়া ক্রিকেটে ঝাড়খণ্ডকে নেতৃত্ব দিয়ে সাফল্য। বিশ্বকাপে ১৯৩ স্ট্রাইক রেটে ৩১৭ রান। ঈশান মানছেন, কেরিয়ারের সেরা সময়। বলেছেন, 'হঠাৎ করে বিশ্বকাপ দলে ডাক, বিশ্বকাপ জয়-নিমেষে সবকিছু বদলে গিয়েছে। জীবনের অন্যতম সেরা মুহূর্ত। অনেক ঘামও ঝরিয়েছি। দলের কেউ কেউ অফফর্মে ছিল। কিন্তু যখন সবচেয়ে বেশি করে প্রয়োজন পড়েছে ঠিক নিজের সেরাটা বের করেছে। হাল না ছেড়ে পরিশ্রম করে যাওয়ার সুফল এটা।' যা বাকিদের জন্য বার্তাও, দাবি ঈশানের।

শচীন-পুত্রের হয়ে আসরে যোগরাজ

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছেড়ে এবার লখনউ সুপার জায়েন্টস শিবিরে অর্জুন তেন্ডুলকার। কিন্তু শচীন-পুত্রের আইপিএল ভাগ্য কি এবার বদলাবে? সম্প্রতি এক পর্যালোচনায় অর্জুনের প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা কার্যত উড়িয়ে দিয়েছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। আর এতেই বেজায় চটেছেন ভারতের প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার তথা যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজ। প্রিয় ছাত্র অর্জুনকে নিয়ে অশ্বীনের এই নেতিবাচক মন্তব্যের কড়া জবাব দিয়েছেন তিনি। অশ্বীন বলেছিলেন, লখনউ দলে মহম্মদ সামি, মহসিন খান, আবেশ খানদের মতো পেসার থাকায় বোলার অর্জুনের জায়গা পাওয়া কঠিন। এর জবাবে স্বভাবসিদ্ধ মেজাজে যোগরাজ বলেছেন, 'টিভিতে বসে লোকটা ফালতু কথা বলে! কে এই অশ্বীন? কারও সম্পর্কে কীভাবে কথা বলতে হয়, সেটা ওর জানা উচিত।' এখানেই না থেমে যোগরাজ আরও যোগ করেছেন, 'ও শচীন তেন্ডুলকারের ছেলে। অর্জুন যখন আমার কাছে এসেছিল, আমি যুবিকে বলেছিলাম, আমরা সবাই ওকে ভুলভাবে দেখি। ও আদপে শুধু বোলার নয়, ওর মধ্যে বিশ্বমানের ব্যাটার হওয়ার সব রসদ মজুত। আমাকে ছয় মাস দিলে ব্যাটার অর্জুন সবাইকে ছাপিয়ে যাবে। না পারলে আমি নিজের দাড়ি কেটে ফেলব!'

আইপিএলে শুরু থেকেই আছেন বুমরাহ

মুম্বই, ২৫ মার্চ : অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার জন্য বড়সড়ো স্বস্তির খবর। আগামী রবিবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে আইপিএলের প্রথম ম্যাচ থেকেই মাঠে নামছেন জসপ্রীত বুমরাহ। গত কয়েক মাসে জাতীয় দলের হয়ে টানা ক্রিকেট খেলার কারণে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের অংশ হিসেবে বেঙ্গালুরুতে বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে (সিওই) যেতে হয়েছিল তাঁকে।

গত কয়েকদিন ধরে সেখানে স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিংয়ের পাশাপাশি নিয়মিত বোলিং অনুশীলনও করেছেন এই তারকা পেসার। স্বস্তির খবর হল, সাপোর্ট স্টাফদের নজরদারিতে থাকা বুমরাহ ইতিমধ্যেই সিওই থেকে ফিটনেস ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছেন। ফলে রবিবার নাইটদের বিরুদ্ধে মেগা লড়াইয়ে তাঁর নামতে আর কোনও বাধা নেই। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই এবার খেতাবের অন্যতম প্রবল দাবিদার। হার্দিকের দলের প্রতিটি বিভাগেই রয়েছেন একঝাঁক ম্যাচ-উইনার, যার মধ্যমণি খোদ বুমরাহ। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভনও এবার মুম্বইয়ের ওপরই বাজি ধরছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর স্পষ্ট দাবি, এবার একটাই দল আইপিএল জিতবে, আর সেটা হল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।'

মোহন-ইস্ট আত্মতুষ্টিতে পয়েন্ট খুইয়েছে : মেহতাব

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ মার্চ : আন্তর্জাতিক বিরতির আগে রীতিমতো অস্বস্তিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। সেখানে শেষ ম্যাচ বড় ব্যবধানে জিতলেও 'দিল্লি' (চ্যাম্পিয়নশিপ) এখনও বহুদূর ইস্টবেঙ্গলের কাছে। মেহতাব হোসেন মনে করেন, দুই দলের ক্ষেত্রেই ফ্যাক্টর হয়েছে আত্মতুষ্টি।

২০২০ সালে আইএসএলে যোগ দেওয়ার পর থেকে চ্যাম্পিয়নশিপের নিরঙ্কুশ আধিপত্য দেখিয়ে এসেছে মোহনবাগান। সবথেকে বড় কথা, খাতায়-কলমে এবারও সেরা দল তারাই। প্রথমত সেট হয়ে যাওয়া দল। সঙ্গে নির্বিঘ্ন প্রস্তুতি। সবমিলিয়ে বাকি দলগুলির থেকে কয়েক যোজন এগিয়ে থাকার কথা মোহনবাগানের। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উলটো। প্রথম চার ম্যাচে জয়ের পর যখন সবে মনে হতে শুরু করেছে যে এবারও চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড় শুরু হল সবুজ-মেরুনের তখনই পরপর দুই ম্যাচে আটক তারা। বেঙ্গালুরু এফসি-র সঙ্গে কোনওক্রমে ড্র করার পর মুম্বই সিটি এফসি-র বিপক্ষে নিজেদের ঘরের মাঠে হারটা পুরোপুরি ব্যাক ফুটে ঠেলে দিয়েছে দিমিত্রিস পেত্রাতোস-শুভাশিস বসুদের। এখন জামশেদপুর এফসি-র বিপক্ষে না জিততে পারলে চ্যাম্পিয়নশিপ দূরের গ্রহ হয়ে যেতে পারে সের্জিও লোবেরার দলের কাছে। মোহনবাগান কোচ যতই বলুন না কেন, 'আমরা আশা করছি জামশেদপুরে গিয়ে ওদের হারাতে পারব।' তিনিও জানেন, কাজটা কতটা কঠিন। আগের ম্যাচে মোহনবাগানের হার প্রসঙ্গে মেহতাব হোসেন বলেছেন, 'মোহনবাগানে একজন খুব ভালো নম্বর ১০ দরকার ছিল। গ্রেগ স্টুয়ার্টের ক্লাসটাই আলাদা। ও চলে যাওয়ায় একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়েছে। গ্রেগ বা ওর মতো কোনও একজন ফুটবলারকে যদি জেমি ম্যাকলারেন পেত তাহলে আর মোহনবাগানের সমস্যা হত না। এমন একজন ফুটবলার যে মিডফিল্ডে নেমে আসবে না কিন্তু স্ট্রাইকারকে ফাইনাল পাস বাড়াবে।'

ক্রমশ মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস (বাঁয়ে)। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করলেও ইউসেফ এজেজ্জারির সুযোগ নষ্ট ভাবাচ্ছে ইস্টবেঙ্গলকে।

ইস্টবেঙ্গলও এই প্রথম শুরুটা দুর্দান্ত করায় মনে হচ্ছিল, এবার বোধহয় চ্যাম্পিয়নশিপে মোহনবাগানের প্রধান টক্কর হতে চলেছে অস্কার ব্রুজোঁর দলই। আইএসএলের ইতিহাসে প্রথমবার সেই পুরোনো শত্রুতার গন্ধ পাচ্ছিলেন অনেকেই। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের সমস্যা তারা নিজেরাই। পরপর দুই ম্যাচে শুধু জয় পাওয়াই নয়, রীতিমতো ছন্দে লাগছিল ইউসেফ এজেজ্জারি-সাউল ক্রেসপোদের। কিন্তু সমস্যা হল, ইস্টবেঙ্গলকে পিছনে টেনে ধরতে কোনও বিরোধী পক্ষের প্রয়োজন হয় না। নিজেদের অন্দরেই সমস্যা তৈরি করে ফেলতে তারা সিদ্ধহস্ত। যা এবারও দেখা গেল। জামেশদপুর ম্যাচের আগে হঠাৎই দলের ফোকাস নড়িয়ে দিলেন কোচ নিজেই। এরপরও সেটা চলতেই থাকল। যার ফলস্বরূপ এফসি গোয়া তো বটেই, দুর্বল কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষেও জয় হাতছাড়া হয় ইস্টবেঙ্গলের। মেহতাবের বক্তব্য পরিষ্কার, 'চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে আউট সাইড দ্য ফিল্ড একটা বড় ফ্যাক্টর। ম্যানেজমেন্ট, ক্লাব, কোচ, ফুটবলার, সমর্থক, সবার মধ্যে একটা বোঝাপরা থাকতে হবে। নাহলে দলের মনসংযোগ নষ্ট হবে। আর ইস্টবেঙ্গল যতই মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে জিতুক না কেন, টিম গেম হচ্ছে না একেবারেই।' তাছাড়া দুই দলই প্রথম দিকের ম্যাচে জয় পাওয়ায় আত্মতুষ্ট হয়ে পড়ায় পয়েন্ট খোয়ায় বলে মনে করেন তিনি।

লুঙ্গির স্লোয়ার আইপিএলে দেখাতে চান বৈভব

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ মার্চ : তিনি মনে করেন, পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই। তাঁর ধারণা, জীবনে কিছুই সহজে পাওয়া যায় না। অর্জন করতে হয়।

সেই লক্ষ্যে নিজেকে নতুনভাবে তৈরি করছেন বৈভব অরোরা। শনিবার থেকে শুরু হতে চলেছে আইপিএল। পরদিনই ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে মাঠে নামছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। তার আগে নাইট সংসারে বোলিং নিয়ে তৈরি হয়েছে মহা সমস্যা। আকাশ দীপ চোটের কারণে ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে নাইট সংসারে ঢুকে পড়েছেন বিদর্ভের বাঁহাতি পেসার সৌরভ দুবে। হর্ষিত রানাও চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছেন আইপিএল থেকে। আজ তাঁর পরিবর্ত হিসেবে নভদীপ সাইনির নাম ঘোষণা হয়েছে।

বুধবার দুপুরের বিমানে মুম্বই পৌঁছে গিয়েছে কেকেআর। রবিবারের ম্যাচের লক্ষ্যে আগামীকাল থেকে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে অনুশীলনে নামছে নাইটরা। তার আগে দলের বোলিং অধিনায়ক হিসেবে বৈভবের নাম সামনে আসছে। কীভাবে সামলাচ্ছেন দলের বাড়তি দায়িত্ব? নভদীপ-সৌরভরা কি তাঁকে জুটি হিসেবে ভরসা দিতে পারবেন? আসন্ন আইপিএলে তাঁর মূল অস্ত্রই বা কী? মুম্বই রওনা হওয়ার আগে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে সেই প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেলেন বৈভব। জানিয়ে দিলেন, দলের বোলিং অধিনায়কের চ্যালেঞ্জ নিতে তিনি তৈরি। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ আফ্রিকার জোরে বোলার লুঙ্গি এনগিডি যেভাবে টি২০ বিশ্বকাপের আসরে স্লোয়ার দিয়ে ব্যাটারদের মনে আতঙ্ক তৈরি করেছিলেন। আসন্ন আইপিএলের আসরে সেই স্লোয়ার রপ্ত করে মাঠে নামছেন বৈভব। নাইটদের বোলিং অধিনায়ক বলছিলেন, 'পাওয়ার প্লে ও ডেথ ওভার বোলিং নিয়ে কাজ করছি আমি। শেষ মরশুমেও আমাদের দলের মেন্টর ডোয়েন ব্র্যাভোর সঙ্গে আলাদাভাবে কাজ করেছি। ডেথ ওভার বোলিংয়ের মাস্টার ছিলেন উনি। এবারও সেটাই করছি।'

মুম্বই যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে সতীর্থের সঙ্গে বৈভব অরোরা।

দলের মেন্টর ব্রাভোর ক্লাসে নিয়মিতভাবে হাজিরা দেওয়ার পাশে লুঙ্গির স্লোয়ার নিয়েও কাজ করছেন বৈভব। তাঁর কথায়, 'কিছুদিন আগে ভারতের মাটিতে হয়ে যাওয়া টি২০ বিশ্বকাপের আসরে দক্ষিণ আফ্রিকার লুঙ্গির স্লোয়ার ব্যাটারদের মনে আতঙ্ক তৈরি করেছিল। আমরা সবাই সেটা দেখেছি। সেই স্লোয়ারের স্কিল আসন্ন আইপিএল মরশুমে রপ্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছি আমি। আশা করি, সফল হব। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, পরিশ্রমের কোনও বিকল্প হয় না।' ব্র্যাভো ছাড়াও দলের বোলিং কোচ হিসেবে টিম সাউদিকে পাচ্ছেন বৈভব। অতীতে সাউদির সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা এবার তাঁর কাজে লাগবে বলে মনে করছেন বৈভব। তাঁর কথায়, 'পাওয়ার প্লে-তে সাউদির মতো অভিজ্ঞ বোলার কমই দেখেছি আমি। আমরা অতীতে একসঙ্গে খেলেছিও। এবার ও কেকেআরের বোলিং কোচ। ইতিমধ্যেই সাউদির সঙ্গে কাজ শুরু করে দিয়েছি।'

দলের মেন্টর ব্রাভোর ক্লাসে নিয়মিতভাবে হাজিরা দেওয়ার পাশে লুঙ্গির স্লোয়ার নিয়েও কাজ করছেন বৈভব। তাঁর কথায়, 'কিছুদিন আগে ভারতের মাটিতে হয়ে যাওয়া টি২০ বিশ্বকাপের আসরে দক্ষিণ আফ্রিকার লুঙ্গির স্লোয়ার ব্যাটারদের মনে আতঙ্ক তৈরি করেছিল। আমরা সবাই সেটা দেখেছি। সেই স্লোয়ারের স্কিল আসন্ন আইপিএল মরশুমে রপ্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছি আমি। আশা করি, সফল হব। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, পরিশ্রমের কোনও বিকল্প হয় না।' ব্র্যাভো ছাড়াও দলের বোলিং কোচ হিসেবে টিম সাউদিকে পাচ্ছেন বৈভব। অতীতে সাউদির সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা এবার তাঁর কাজে লাগবে বলে মনে করছেন বৈভব। তাঁর কথায়, 'পাওয়ার প্লে-তে সাউদির মতো অভিজ্ঞ বোলার কমই দেখেছি আমি। আমরা অতীতে একসঙ্গে খেলেছিও। এবার ও কেকেআরের বোলিং কোচ। ইতিমধ্যেই সাউদির সঙ্গে কাজ শুরু করে দিয়েছি।'

হর্ষিতের বদলি নভদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মার্চ : তিনি শেষ কয়েকদিন ধরেই কলকাতা নাইট রাইডার্সের ট্রায়াল দিচ্ছিলেন। তাঁর সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনাও চলছিল। শুধু বাকি ছিল সরকারি অনুমোদনের।

আজ সন্ধ্যায় মুম্বই পৌঁছানোর পরই কলকাতা নাইট রাইডার্সের তরফে হর্ষিত রানার বদলি হিসেবে নভদীপ সাইনির নাম ঘোষণা করে দেওয়া হল। জানা গিয়েছে, আজ দুপুরের দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের মেডিকেল টিম জানিয়ে দেয়, হর্ষিতের ফিট হতে অন্তত তিন মাস সময় লাগবে। ফলে তাঁর পক্ষে শনিবার থেকে শুরু হতে চলা আইপিএলে খেলার কোনও সম্ভাবনাই নেই। সরকারিভাবে এমন তথ্য সামনে চলে আসার পর কেকেআরের তরফে হর্ষিতের বদলি হিসেবে নভদীপের নাম পাঠানো হয়। দ্রুত সেই পরিবর্তনের অনুমোদনও দিয়ে দেয় বিসিসিআই।

অতীতে জাতীয় দলের হয়ে দুইটি টেস্ট, ৮টি একদিনের ম্যাচ ও ১১টি টি২০ খেলেছেন নভদীপ। আইপিএলের দুনিয়াতেও তিনি নতুন নন। অতীতে দিল্লি, রাজস্থান, আরসিবির হয়েও খেলেছেন নভদীপ। ৩২টি আইপিএল ম্যাচে ২৩টি উইকেটও রয়েছে তাঁর। কিন্তু নিয়মিত হতে পারেননি। আসন্ন আইপিএলের লক্ষ্যে নাইটদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শিবিরে তিনি ভালো ছন্দেই ছিলেন। ৭৫ লাখ টাকায় নভদীপকে দলে নিল কেকেআর। হর্ষিতের বদলি হিসেবে নভদীপের নাম ঘোষণার পর কেকেআরের তরফে সিইও ভেঙ্কি মাইসোর বলেছেন, 'পরিস্থিতির বিচারে হর্ষিতের সেরা বিকল্প নেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।'

হর্ষিতের বদলি চূড়ান্ত করে ফেলার দিন নাইটদের সমাজমাধ্যমে অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলার ডাক দিয়েছেন। সতীর্থদের জন্য অধিনায়কের বার্তা হল, পজিটিভ মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামার। সঙ্গে ফিয়ারলেস ক্রিকেট। অধিনায়ক রাহানে আজ বলেছেন, 'কলকাতা নাইট রাইডার্সের মতো দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পাওয়াটা সৌভাগ্যের। শেষ মরশুমেও একই কাজ করেছি আমি। এবার মরশুম শুরুর আগে সতীর্থদের বলতে চাই, পজিটিভ মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামো। ফলের কথা না ভেবে ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেল।' অধিনায়কের আহ্বান তাঁর সতীর্থদের নয়া মরশুম শুরুর আগে কতটা অক্সিজেন দেয়, সেটাই দেখার।

অ্যানফিল্ডকে বিদায়ি বার্তা সালাহর

লিভারপুল, ২৫ মার্চ : বিদায়বেলায় প্রতিটা শব্দে মিশে রইল বিচ্ছেদের যন্ত্রণা। দীর্ঘ নয় বছরের পথচলায় লিভারপুলের সঙ্গে এতটাই একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন মহম্মদ সালাহ।

> **এই ক্লাব, এই শহর, সমর্থকরা যে আমার এত কাছের হয়ে উঠবে, জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠবে তা কখনও কল্পনাও করিনি।**
>
> **-মহম্মদ সালাহ**

জল্পনাটা দীর্ঘদিনের। মঙ্গলবার রাতে সেই খবরেই সিলমোহর পড়েছে। লিভারপুলের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, মরশুম শেষেই ক্লাব ছাড়ছেন সালাহ। গত মরশুমের শেষদিকেও এমন গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। যদিও সবাইকে চমকে দিয়ে শেষপর্যন্ত আরও দুই বছরের জন্য অ্যানফিল্ডের ক্লাবটির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন তিনি। তবে সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ক্লাব ছাড়ছেন মিশরীয় তারকা।

৯ বছর লিভারপুলে থাকার পর ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন মহম্মদ সালাহ।

মঙ্গলবার রাতে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর ভিডিও বার্তায় সালাহ নিজেও বলেছেন, 'অবশেষে দিনটা চলেই এল। মরশুম শেষেই লিভারপুল ছাড়ছি আমি। এটা তারই প্রথম পর্ব।' জীবনের সেরা সময়টা কাটিয়েছেন অ্যানফিল্ডে। জানালেন, ক্লাব ছাড়লেও লিভারপুলের একজন হয়ে থেকে যাবেন আজীবন। বলেছেন, 'সমর্থকদের জন্য কোনও শব্দই যথেষ্ট নয়। জীবনের সেরা সময়ে যেমন ওদের পাশে পেয়েছি, কঠিনতম সময়েও পাশে ছিল। তাই লিভারপুল ছাড়া আমার জন্য সহজ নয়।'

কথা বলতে গিয়ে আবেগে বুজে আসছিল সালাহর গলা। বলেছেন, 'এই ক্লাব, এই শহর, সমর্থকরা যে আমার এত কাছের হয়ে উঠবে, জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠবে তা কখনও কল্পনাও করিনি। লিভারপুল শুধুমাত্র একটা ক্লাব নয়, ঐতিহ্য ও ইতিহাসেরও আরেক নাম। অনুভূতিটা কোনও শব্দে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।'

ষোলোর সিনড্রেলার চোখ অলিম্পিকে

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ মার্চ : বয়স ১৬। এখন থেকেই অলিম্পিকের স্বপ্নে ডুবে বাংলার প্যাডলার সিনড্রেলা দাস। বিশ্ব টেবিল টেনিসের জন্য ঘোষিত ভারতের সিনিয়ার মহিলাদের দলে জায়গা পেয়েছেন সিনড্রেলা। বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় ভালো খেলার পুরস্কারস্বরূপ জাতীয় দলে ডাক

জাতীয় দলে বাংলার প্যাডলার

পেয়েছেন তিনি। এপ্রিলে সিনিয়ার বিশ্ব টেবিল টেনিসে মণিকা বাত্রা, সুজা আকুলাদের সঙ্গে জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করবেন সিনড্রেলাও। বয়সে ছোট হলেও বাকিদের সঙ্গে পাল্লা দিতে সিনড্রেলা যে তৈরি তা ইতিমধ্যেই তিনি প্রমাণ করেছেন।

এই মুহূর্তে খেলার জন্যই তিউনিশিয়ায় রয়েছে সিনড্রেলা। সেখান থেকেই তিনি বলেছেন, 'বিশ্ব টিটি-তে দলের প্রতিনিধিত্ব করা বড় সুযোগ। চাপ থাকবে নিশ্চই। তবে এটা আমার কাছে শেখার মঞ্চ। মণিকাদি, সৃজাদি-র সঙ্গে খেলার সুযোগ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সাহায্য করবে।' ছোটবেলায় সাঁতার ও ক্রিকেট খেললেও সিনড্রেলার প্রথম ভালোবাসা টেবিল টেনিস। তাঁর মা সুস্মিতা দাস বলছিলেন, 'খেলার জন্য ওকে জোড় করতে হয়নি

কখনও। টেবিল টেনিস ও এতটাই ভালোবাসে। খেলাটা উপভোগ করে। সেটাই এতদূর নিয়ে এসেছে সিনড্রেলাকে। আজ আমাদেরও গর্বের দিন।' সিনড্রেলার লক্ষ্য ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক। সিনড্রেলা বলেছেন, 'আমার স্বপ্ন অলিম্পিকের মঞ্চে পদক জয়। সেই লক্ষ্য নিয়েই পরিশ্রম করছি।'

ইস্ট-মোহনের বড় জয়

কলকাতা, ২৫ মার্চ : এআইএফএফ অনূর্ধ্ব-১৪ সাব-জুনিয়ার লিগে বড় জয় পেল কলকাতার দুই প্রধান। বুধবার ইস্টবেঙ্গল ৭-২ গোলে হারিয়েছে এসকেএম স্পোর্টস ফাউন্ডেশনকে। হ্যাটট্রিক করেন হিদাম সিং। এছাড়া স্কোরশিটে নাম তুলেছে প্রিয়াংশু নস্কর, ভোলা রাজভর, অনুজ সাইবা ও পুকরামবাম। অন্য ম্যাচে মোহনবাগান ৫-১ গোলে হারিয়েছে বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে। হ্যাটট্রিক করেন অনুব্রত বাউল দাস।

আজ ডায়মন্ডের 'মিশন রাজস্থান'

কলকাতা, ২৫ মার্চ : বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগে রাজস্থান ইউনাইটেডের মুখোমুখি হবে ডায়মন্ড হারবার এফসি। আপাতত ৪ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে কিবু ভিকুনার দল। তবে লিগে চতুর্থ স্থানে থাকা রাজস্থানকে বেশ সমীহ করছে ডায়মন্ড হারবার। কোনও চোট-আঘাত বা কার্ড সমস্যা না থাকায় পূর্ণশক্তির দল নিয়েই মাঠে নামবে তারা।

প্রথম ম্যাচে জয়ের পর দুন হেরিটেজ স্কুলের ক্রিকেটাররা।

অন্য দলের থেকেও প্রস্তাব রয়েছে, ঘোষণা মনোজের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মার্চ : মন ভালো নেই। অভিমানও জমে রয়েছে মনের কোণে। কিন্তু তিনি এখনই চূড়ান্তভাবে কিছুই বলতে চান না।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে শাসকদলের প্রার্থী হতে পারেননি মনোজ তিওয়ারি। তাঁর সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই প্রাক্তন বাংলা অধিনায়ককে 'ব্রাত্য' করে দেওয়া হয়েছে। এর পর কী করবেন মনোজ? তিনি কি আর রাজনীতিতে থাকবেন? মনোজকে

নিয়ে জল্পনা হল, বিরোধী দল বিজেপির তরফে তাঁকে ভোটপ্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আজ বিকেলে দক্ষিণ কলকাতার বিবেকানন্দ পার্কে এনসিসি বেবি ক্রিকেট লিগ প্রতিযোগিতার ফাইনালের আসরে এই ব্যাপারে মনোজকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, 'অন্য দলের প্রস্তাব রয়েছে আমার কাছে। কিছুই ঠিক করিনি এখনও। দেখা যাক কী হয়।' আগামীদিনে তাঁকে আর রাজনীতির ময়দানে দেখা যাবে কি না, সেই প্রশ্নেরও স্পষ্ট কোনও জবাব দেননি বাংলার সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটার।

জিতে অভিযান শুরু দুনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : নেপাল-ভারত ফ্রেন্ডশিপ কাপ মেয়েদের ক্রিকেটে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল শিলিগুড়ির দুন হেরিটেজ স্কুল। বুধবার নেপালের ভদ্রপুরে তারা ১১ রানে ঝাপার মিলন ক্রিকেট ক্লাবকে হারিয়েছে। মেচি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে প্রথমে দুন ১২ ওভারে ৫ উইকেটে ৬৪ রান তোলে। ম্যাচের সেরা হ্যাপি সরকার ৩৮ রান করে। জবাবে মিলন ১২ ওভারে ৫ উইকেটে ৫৩ রানে আটকে যায়। মর্জিনা খাতুন ১১ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। বৃহস্পতিবার সিকিমের অ্যালপাইন ক্রিকেট ক্লাবের মুখোমুখি হবে দুন। প্রথম ম্যাচে জয় পাওয়ার জন্য দুনের ক্রিকেটারদের অভিনন্দন জানিয়েছেন মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রাক্তন ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা।

সুপার ডিভিশনে জয়ী আরএসএ

জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার আরএসএ ১২৪ রানে হারিয়েছে এফইউসি-কে। প্রথমে আরএসএ ৩৫ ওভারে ১৮৪ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা সুরজিৎ রায়ের সংগ্রহ ৯৭ রান। জবাবে এফইউসি ২৮ ওভারে ৬০ রানে গুটিয়ে যায়। অর্ণব রায় ১০ রান করেন। অনিমেষ অধিকারীর শিকার ১২ রানে ৪ উইকেট।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন সুরজিৎ রায়। ছবি : অনীক চৌধুরী

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে মেখলিগঞ্জ কামাতবৃন্দি পল্লি যুব সংঘ। -জয়দেব দাস

ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন পল্লি যুব সংঘ

কোচবিহার, ২৫ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার তমালিকা ঘোষ ও তপন ট্রফি ৬ দলীয় মহিলা ভলিবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হল পার মেখলিগঞ্জ কামাতবৃন্দি পল্লি যুব সংঘ। রানার্স হয়েছে দেওয়ানগঞ্জ মিলন সংঘ। বুধবার কোচবিহার স্টেডিয়ামে প্রথমে কামাতবৃন্দি পল্লি যুব সংঘ ২-০ সেটে ইয়ং স্টার ক্লাবকে হারায়। পরে যুব সংঘ একই ব্যবধানে নাট্য সংঘ, মিলন সংঘকেও হারিয়েছে। এরপর মিলন ২-০ সেটে জিরানপুর ইয়ং স্টার, নাট্য সংঘ ও আয়োজকদের কোচিং ক্যাম্পের বিরুদ্ধে জয় পায়। নাট্য সংঘ ২-০ সেটে আয়োজকদের কোচিং ক্যাম্প ও জিরানপুর ইয়ং স্টারকে হারিয়েছে। প্রতিযোগিতার সেরা যুব সংঘের মল্লিকা রায়। বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দেন কার্যনির্বাহী সভাপতি সুকুমার নাগ, সচিব সুব্রত দত্ত, ভলিবল সচিব জহর রায় প্রমুখ।

ন্যাশনাল ইন্ডোর অ্যাথলেটিক্স মিটে ব্রোঞ্জ জয় প্রমীলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে আয়োজিত প্রথম ন্যাশনাল ইন্ডোর অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের হাই জাম্পে ব্রোঞ্জ পদক জিতলেন শিলিগুড়ির প্রমীলা রাজগর। তিনি ১.৬৮ মিটার লাফিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ২০২৮ সালে বিশ্ব ইন্ডোর অ্যাথলেটিক্স এই কলিঙ্গ স্টেডিয়ামেই হবে। প্রমীলা গত বছর রাজ্য মিটে ১.৬৯ মিটার লাফিয়ে ন্যাশনাল ইন্ডোর অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে নামার ছাড়পত্র অর্জন করেছিলেন। এছাড়াও প্রমীলা গত পাঁচ বছর ধরে বাংলার সেরা হাই জাম্পার। তিনি শিলিগুড়ি অ্যাথলেটিক ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের অ্যাথলিট।

ব্রোঞ্জ হাতে শিলিগুড়ির প্রমীলা রাজগর। ভুবনেশ্বরে বুধবার।

জিতল নিউটাউন ইউনিট

কোচবিহার, ২৫ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অভিনন্দন ট্রফি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে বুধবার নিউটাউন ইউনিট ১০৮ রানে হারিয়েছে দিশা স্পোর্টিং ক্লাবকে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে নিউটাউন ৪০ ওভারে ৪ উইকেটে ২৩৪ রান তোলে। অর্ঘ্যদীপ দাস ৬৭ রান করেন। ম্যাচের সেরা রাহুল ধরের অবদান ৫০ রান। কল্যাণ রায় ২৮ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। জবাবে দিশা ৩২ ওভারে ৮ উইকেটে ১২৬ রানে আটকে যায়। অভিষেক হরিজন ৩০ করেন। সুব্রত বর্মন ১০ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন। বৃহস্পতিবার খেলবে আয়োজকদের কোচিং ক্যাম্প ও ভারতমাতা ক্লাব।

ম্যাচের সেরা রাহুল ধর। ছবি : জয়দেব দাস

সেমিতে কালীবাড়ি, লিচুতলা

আলিপুরদুয়ার, ২৫ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার জেলা ভলিবল লিগ শুরু আলিপুরদুয়ার জংশনের যুব সংঘের মাঠে। চলবে ২৬ মার্চ পর্যন্ত। ২টি করে ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে উঠেছে জংশন যুব সংঘ কালীবাড়ি ও যুব সংঘ লিচুতলা। অন্যদিকে, অনু এফসি ও কালচারাল ইউনিট ১টি করে ম্যাচ জিতেছে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

একজন বাসিন্দা রুদ্র গুরুং - কে 26.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 46A 15289 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন আর্থিক চাহিদা বাড়ছে, তখন আর্থিক প্রয়োজন মেটানো কারও কাছে সহজ কাজ নয়। ডিয়ার লটারি কোটিপতি হওয়ার একটি ভালো সুযোগ করে দেয়। আমি এই সুযোগটি কাজে লাগিয়েছি এবং এক কোটি টাকার পুরস্কার জিতেছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর

* বিজয়ীর কথা সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরা হয়ে ঋষভ গুপ্তা। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

জিতল হিলি মডার্ন ক্লাব

বালুরঘাট, ২৫ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে বুধবার হিলি মডার্ন ক্লাব ৭ উইকেটে জিতেছে সংস্থার মহিলা ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে। এদিন বালুরঘাট স্টেডিয়ামে মহিলা দল ১৫.২ ওভারে ৩৯ রানে অল আউট হয়। সুস্মিতা সরকার ৫ রান করেন। ম্যাচের সেরা ঋষভ গুপ্তা ৯ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন বিকি সিং (১১/৩) ও আদিত্য কুমার পণ্ডিতও (১৪/৩)। জবাবে হিলি ৪.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ৪৪ রান তুলে নেয়। হাসান শেখ ২৯ রান করেন। অঞ্জলি বর্মন ১৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

জয়ী এনবিইউ ইউনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের কিরণচন্দ্র ট্রফি আন্তঃ কলেজ টি২০ ক্রিকেটে বুধবার এনবিইউ ইউনিট ১০ রানে জলপাইগুড়ি ল কলেজকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে এনবিইউ ইউনিট ১৯.৩ ওভারে ১১৩ রানে অল আউট হয়। অগ্নিভ ভৌমিক ৩০ ও মুজাম্মিল রহমান ২৪ রান করেন। সুজিত মণ্ডল ২৬ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সৌরদীপ বসুও (১০/২)। জবাবে ল কলেজ ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১০৩ রানে আটকে যায়। সুজিত ৪০ রান করেন। অপন রায় ১৯ রানে ফেলে দেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন মুজাম্মিলও (১৭/২)।

উত্তরের খেলা

ক্রান্তি লিগে ফাইনালে রকস্টার

ক্রান্তি, ২৫ মার্চ : ক্রান্তি ক্রিকেট লাভার্সের ক্রান্তি প্লাস্টিক প্রিমিয়ার লিগের ফাইনালে উঠল রকস্টার ফোটোগ্রাফি দল। প্রথম কোয়ালিফায়ারে তারা ৮ উইকেটে হারিয়েছে ক্রান্তি নাইট রাইডার্সকে। প্রথমে নাইট ৫.৫ ওভারে ৫৩ রানে গুটিয়ে যায়। সায়ন সরকার ১৪ রান করেন। রবিউল ইসলাম ৪ ও ম্যাচের সেরা হীরক রায় ৩ উইকেট নেন।

জবাবে রকস্টার ২ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। লায়ুব ইসলামের অবদান ১৬ বলে ৩৬ রান। শুক্রবার এলিমেনেটর নামবে আলম মোটরস ও ব্রহ্মোস একাদশ।